বেঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে প্রকাশিত এবং গবর্ণর জেনেরল সাহেবের প্রতি নিবেদিত

বিদ্যাকল্পদ্রুম

অর্থাৎ বিবিধ বিদ্যাবিষয়ক রচনা

শ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
দ্বারা সংগৃহীত।

চতুর্থ কাণ্ড।

পুরাবৃত্ত প্রকরণ।

রোম রাজ্যের পুরাবৃত্ত

২ খণ্ড।

কলিকাতা লালদীঘির নিকট রোজারিও সাহেবের যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল।
ইং ১৮৪৬ শক ১৭৬৮

রোম রাজ্যের পুরাবৃত্ত।

২ খণ্ড।

ত্রান্‌সাল্‌পিন গালে রোমানদের জয়াবধি ইউত্রোপিয়স লাটিন গ্রন্থকারকের ব্যাখ্যা।

মধ্যে২ হুক, আর্ণল্ড, নিবর, গিবন এবং অন্যান্য রচকদিগের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত বৃত্তান্ত সম্বলিত।

এবং জোবিয়ন রাজার মরণাবধি পশ্চিমখণ্ডের রাজ্যধ্বংস পর্য্যন্ত বর্ণনা।

কলিকাতা লালদীঘির নিকট রোজারিও সাহেবের
যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত।
ইং ১৮৪৬ শক ১৭৬৮

রোম রাজ্যের পুরাবৃত্ত।

---

৫ অধ্যায়।

রোম নগর নির্ম্মাণের ৬৩১ বৎসর পরে কাইয়শ কেশস লঞ্জিনস এবং সেক্সটস দোমিসিয়স কাল্‌বিনস আল্‌প্‌স পারস্থ গাল দেশে যুদ্ধ বিস্তার করিলেন। রোমানেরা উক্ত পর্ব্বতের অপর পারস্থিত গাল দেশের বিপক্ষে প্রথমত এই কারণে অস্ত্রধারি হন যে মার্সেলস্থ গ্রীক লোকেরা নিকটবর্ত্তি কোন২ জাতির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। পোলিবিয়সের গ্রন্থের এক খণ্ডে লিখিত আছে যে মার্সেলস্থ লোকেরা পূর্ব্বেই, অর্থাৎ রোমীয় বর্ষের ৬০০ বৎসরে, ঐরূপ প্রার্থনায় রোমদেশে দূত প্রস্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু বোধ হয় তৎকালে রোমানেরা তাহাতে বিশেষ মনোযোগ করেন নাই, পরে অষ্টাবিংশতি বৎসর অতীত হইলে মার্সেলস্থ লোকেরা পুনর্ব্বার আনুকূল্য প্রার্থনা করিল তাহাতে এক দল রোমান সেনা আল্‌পস পারস্থ সেলিএস নামে এক গালীয় জাতির উপর আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিল। অনন্তর আলোব্রোজিস এবং আর্বর্ণাই নামে যে দুই নিকটস্থ জাতি তাহাদের সাহায্য প্রদান করিয়াছিল, এবং রোমানদের মিত্র ইদুই নামক অন্য এক গাল জাতির উপর উপদ্রব করিয়াছিল, তাহাদের প্রতি রোমানেরা দোষারোপ করিতে লাগিলেন,* সুতরাং যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে আলোব্রোজিস এবং আর্বর্ণাই লোকেরা আর্বর্ণাই রাজ বিতুইতসের সহিত একত্র রোন নদী তীরে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল,

---

* আর্ণল্‌ড রচিত রোমানদের সাধারণ শাসনের শেষ বৃত্তান্ত।

এবং তাহাতে তাহাদের অসংখ্য সৈন্য রণশায়ি ও পলায়ন কালীন নদী জলে মগ্ন হইল, রোমানেরা গালদের অনেক সুবর্ণ হার লুণ্ঠিত করিয়া স্বীয় নগরীতে আনিলেন, রাজা বিতুইতস দোমিসিয়সের নিকট শরণ প্রার্থনা করিলে (অথবা অন্যান্য রচকের কথা প্রমাণ প্রবঞ্চনায় ধৃত হইলে) জয়কারি সেনাপতি তাহাকে লইয়া রোমে আসিলেন, পরে দুই জন কন্‌সলই মহা গৌরবে জয় যাত্রা করিলেন।

রোমীয় ৬৩৫ বৎসরে মার্কস পোর্সিয়স কেটো ও কুইন্টস মার্কসের কন্‌সলত্ব সময়ে গাল দেশীয় নার্বো নামক স্থানে রোমানেরা নিজ লোক প্রেরণ করিয়া এক নগর স্থাপন করিলেন। ঐ কালে মেতেলস কন্সল দালমিসিয়া দেশে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রধান নগরী অধিকার করিয়াছিলেন, একারণ রোমে প্রত্যাগমন করিলে তিনি জয়যাত্রা করণের অনুমতি এবং দাল্‌মিতিকস উপাধি প্রাপ্ত হইয়া যথেষ্ট সমাদৃত হয়েন।

রোমীয় ৬৩৯ শালে স্কর্ডিসি নামে থ্রেস দেশীয় এক জাতি মাসিদন আক্রমণ করাতে কন্সল কেটো তাহাদের সহিত সংগ্রাম করেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার অনেক লোক বিনষ্ট হওয়াতে পরাভব হয়, কথিত আছে তিনি স্বয়ং ব্যতিরিক্ত প্রায় অন্য কেহ ঐ রণে রক্ষা পায় নাই, কিন্তু তৎপরে ইলিরিকমের প্রিতর দিদিয়স রোমানদের যুদ্ধযশঃ পুনরুজ্জ্বল করিলেন, তিনি আক্রমণকারিদের উপর অকস্মাৎ উৎপতিত হইয়া তাহাদিগকে পরাজয় করত নিজদেশে তাড়াইয়া দিলেন।

সিসিলিয়স মেতেলস ও নিয়স কার্বো যখন কন্সল ছিলেন, তৎকালীন মেতেলস্ নামক দুই ভ্রাতার মধ্যে এক জন থ্রেসিয়ার স্কর্ডিসিদের সহিত যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন এবং অন্য ব্যক্তি সার্ডিনিয়াতে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, এজন্য এক দিনেই উভয়ে জয়যাত্রা করণের বিধান প্রাপ্ত হয়েন।

ঐ সময়ে রোম নগরে সংবাদ আসিল যে, সিম্বি এবং তিউতোনি নামক জাতিরা গালদেশ হইতে আসিয়া ইতালির

মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, অতএব কন্সল কার্বো তাহাদের দমনার্থ প্রেরিত হইলেন, কিন্তু তিনি আক্রমণকারিদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতে পারিলেন না, ঐ অসভ্য লোকেরাই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিল, যদিও তাহারা জয় করণানন্তর আপনাদের প্রভাব বৃদ্ধি করণের কৌশল জানিত না, তথাপি তাহাদের আক্রমণের শঙ্কা অনেক বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল রহিল।

নুমিদিয়ার রাজা জুগর্থা, মিসিপ্সার পুত্র ও রোমানদের বন্ধু এঢর্বল এবং হিএমসেলকে বধ করিয়া বল পূর্ব্বক রাজ্যাধিকার করিয়াছিল, একারণ সিপিও নেসিকা ও কাল্ফর্নিয়া বিষ্টিয়ার কন্সলত্ব সময়ে রোমানেরা তাহার বিরুদ্ধে রণসজ্জা করিলেন। মিসিপ্সা মেসিনিসার পুত্র, যিনি দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধের শেষাবস্থায় রোমানদের প্রতি অনেক সৌহার্দ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ মিসিপ্সা মরণকালে আপন দুই পুত্র হিএম্সেল ও এঢর্বল, এবং ভ্রাতৃপুত্র জুগর্থা এই তিন জনের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিয়া যান, জুগর্থা পিতৃব্য পুত্রদ্বয়াপেক্ষা অধিক বয়স্ক ছিল, এবং নুমান্সিয়া দেশের আক্রমণ কালে রোমান সেনা মধ্যে যুদ্ধ করাতে রণ কৌশলে অত্যন্ত যশস্বী হইয়াছিল, সে মিসিপ্সার মরণানন্তর হিএম্সেলকে গোপনে বধ করিয়া অন্য রাজকুমার এঢর্বলের অধিকার আক্রমণ করিল, পরে তাহাকে শীঘ্র পরাস্ত করিয়া সমস্ত রাজ্য বল দ্বারা হরণ করিল, তাহাতে এঢর্বল আত্মরক্ষার্থ রোমনগরে পলাইয়া প্রতীকার করণের মানসে সেনেটরদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। অনন্তর জুগর্থা রোমানেরা যদি ঐ ছলে নুমিদিয়া রাজ্য আপনারাই গ্রহণ করে, এই আশঙ্কায় সেনেটরদিগকে অনেক উৎকোচ দিয়া স্বপক্ষে আনিতে চেষ্টা করিল, সুতরাং এঢর্বলের আনুকূল্যার্থ কিঞ্চিন্মাত্রও স্থির হইল না, কেবল দশজন সেনেটরের প্রতি এই ভারার্পণ হইল যে তাঁহারা আফ্রিকাতে গিয়া যেন তাহার এবং জুগর্থার মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন। কথিত আছে ঐ ভারগ্রাহি ব্যক্তিরাও

জুগর্থার নিকট উৎকোচ পাইয়া মিসিপ্সার বিষয়ের অতি উৎকৃষ্টাংশ তাহাকেই দান করিয়াছিল। এই সুযোগক্রমে জুগর্থা অল্পদিনের মধ্যেই এঢরবলকে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিল, এবং সির্টা নামক সুদৃঢ় নগরে তাহাকে বদ্ধ করিয়া কতিপয় মাস পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া থাকিল, পরে নগর রক্ষকদের মধ্যে অতি পরাক্রান্ত ইতালীয় সৈন্যেরা এঢরবলকে এই প্রবৃত্তি দিল যে অন্যান্য বিষয়ের নিমিত্ত রোমানদের আনুকূল্যের উপর নির্ভর রাখিয়া সম্প্রতি কেবল আত্ম প্রাণরক্ষার্থ স্বীকার করাইয়া জুগর্থার হস্তে আপনাকে সমর্পণ কর। কিন্তু রাজকুমার এই প্রকারে আপনাকে সমর্পণ করিবামাত্র জুগর্থা তাহাকে নানা যন্ত্রণা দিয়া বধ করিতে আজ্ঞা দিল।

জুগর্থার এই অত্যাচারের নিমিত্ত যুদ্ধোপক্রম হওয়াতে কন্সল কাল্ফর্নিয়স বিষ্টিয়া তাহার দমন করিতে আফ্রিকায় প্রেরিত হইলেন, কিন্তু নুমিদিয়া রাজের উৎকোচে ভ্রষ্টচিত্ত হওয়াতে তাহাকে শাস্তি না দিয়া বরং তাহার সহিত এক অযশস্কর সন্ধিপত্র স্থির করিলেন, সেনেটরেরা সে সন্ধিপত্র অগ্রাহ্য করিলেন, সুতরাং তাহাতে যুদ্ধের শেষ হইল না। পর বৎসর স্পুরিয়স আল্বিনস জুগর্থার সহিত সংগ্রাম করিতে প্রেরিত হইলেন, ইনিও স্বদেশের মান রক্ষা করিতে পারিলেন না, যুদ্ধের কাল বৃথা ক্ষেপণ হওয়াতে তিনি নূতন কন্সল নিযুক্ত করণের সময় আফ্রিকাতে আপন ভ্রাতার শাসনে সেনা রাখিয়া রোমে প্রত্যাগমন করিলেন, তাঁহার ভ্রাতা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া এমত দুরবস্থাগ্রস্ত হইল যে পলায়ন করণার্থ দশ দিনের মধ্যে নুমিদিয়া ত্যাগ করিতে অঙ্গীকার করিল, কথিত আছে ঐব্যক্তি এক সন্ধিপত্র স্থির করিয়াছিল কিন্তু তাহা রোম নগরে অগ্রাহ্য হয়।

অনন্তর কুইন্টিয়স সিসিলিয়স মেতেলস আফ্রিকাতে যুদ্ধার্থ প্রেরিত হইলেন, ইনি বিবেচনা পূর্ব্বক কখন বা মৃদুতা কখন বা কঠিনতা দেখাইয়া এবং কাহারও প্রতি একান্ত নিষ্ঠুরতা

প্রকাশ না করিয়া অথচ দৃঢরূপে ব্যবহার করত সেনাগণের মধ্যে উপযুক্ত রোমীয় শাসন পুনঃস্থাপিত করিলেন, এবং তদ্দ্বারা তাহাদের বল ও বিক্রম বর্দ্ধিত হইল। পরে জুগর্থাকে অনেক বার যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তাহার হস্তি সমূহকে কতক বধ কতক হরণ করিলেন। কিন্তু তিনি নিরন্তর নির্বিঘ্নে জয় করিতে পারেন নাই, মধ্যে২ ঘোরতর বিপদে পতিত হইয়াছিলেন, কেননা জুগর্থা অতি নিপুণ ছিল, এবং তদ্দেশের সকল অংশ সমুদয় বিদিত থাকাতে উত্তম বিষয়বুদ্ধি রাখিত, আর তাহার প্রজারাও পৃথক২ ক্ষুদ্র যুদ্ধে অতিশয় পটু ছিল। মেতেলস এবম্ভূত ক্ষুদ্র যুদ্ধ নিরাকরণ করিতে শিখিয়াছিলেন, আর শত্রু যে প্রকার ছল ও উৎকোচ দ্বারা এতদিন পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছিল তদ্রূপ উপায় আপনিও অবলম্বন করিতে লাগিলেন, তাহাতে যুদ্ধ প্রায় অবসান হইল। ইত্যবসরে কাইয়স মেরিয়স নামক এক প্রসিদ্ধ যোদ্ধা যিনি মেতেলসের শাসনে দ্বিতীয় সেনানী হইয়া মহা বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্ব প্রধান হইয়া জুগর্থাকে জয় করিয়া যশস্বী হইতে আকাঙ্ক্ষা করিলেন, এবং রোম নগরে গমন করিতে অনুমতি পাইয়া কন্সল পদের প্রার্থী হইলেন। তিনি নীচ কুলে জাত, এবং সম্পূর্ণরূপে বিদ্যাবিহীন হইয়াও এমত চতুর ও কর্ম্মদক্ষ ছিলেন যে কুলীন বর্গেরা তাঁহার ভয়ে ভীত হইত, এবং তিনিও কুলীনদের মহা দ্বেষ্টা ছিলেন, কেননা কুলীনেরা তাঁহাকে অধম বংশোদ্ভব বলিয়া ঘৃণা করাতে তিনি অভিমানে মনঃক্ষুণ্ণ হইতেন, আর তাহাতে তাঁহার মহত্ত্বের প্রতিও ব্যাঘাত জন্মিত। এক্ষণে কৌশলক্রমে তিনি কন্সল পদ প্রাপ্ত হইয়া আফ্রিকাস্থ সেনার অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইলেন।

মেরিয়সের আফ্রিকায় আগমনের পূর্ব্বেই মেতেলস নুমিদিয়ার অনেক২ অতি প্রসিদ্ধ নগরী অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাতে জুগর্থা মারিটানিয়ার রাজা বোকসের সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হয়। মেরিয়স দুই যুদ্ধে তাহারদিগের অনেক লোক নষ্ট করিয়া উভয়কেই পরাস্ত করিলেন। জুগর্থার সাহা-

য্যকারি রাজা এইরূপে পরাজিত হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক রোমানদের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া জয়কারির অনুগ্রহ পাইতে প্রয়াস করিলেন, অতএব জুগর্থা প্রতারিত হইয়া কুইষ্টর কর্ণিলিয়স সিলার হস্তে সমর্পিত হইল, এবং সিলা তাহাকে সেনাপতির তাম্বুতে লইয়া গেলেন, ইহাতেই জুগর্থীয় প্রসিদ্ধ যুদ্ধের অবসান হইল।

ঐ সময়ে যাইনিউশস রুফস স্কর্ডিসিদের এবং মাসিদনস্থ ত্রিবলিদের প্রতিকূলে সংগ্রাম করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, এবং সর্বিলিয়স সিপিও স্পেনে লুসিতানিয়ানদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

জুগর্থার পরাজয়ের নিমিত্ত দুইবার জয় যাত্রার বিধান হয়, প্রথমতঃ মেতেলস দ্বিতীয়তঃ মেরিয়স তদনুমতি প্রাপ্ত হয়েন। জুগর্থা দুই পুত্রের সহিত শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া মেরিয়সের শকটের সম্মুখে নীত হইয়াছিল, এবং কিয়ৎকাল পরে কন্সলের আজ্ঞাতে তাহার প্রাণদণ্ড হইল।

আফ্রিকাতে যাবৎ জুগর্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ হইতেছিল, তাবৎ পর্য্যন্ত আল্‌পস পারস্থ গালদেশে সিম্বিদের উৎপাতে রোম নগরী মহা ভয়াকুলা হইয়াছিল, তাহারা তিউতোনি, তিগুরিনি, এবং আম্ব্রোনি নামক জর্মাণ ও গালীয় জাতিদের সহিত একত্র হইয়া রোন নদীর নিকটে মান্‌লিয়স এবং সিপিও নামে দুই কন্সলকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের সমস্ত সেনা সংহার করত শিবির হরণ করিয়াছিল। কথিত আছে যে উক্ত দুই সেনাপতির সহিত দশ জন লোকও প্রাণে রক্ষা পাইয়া রোম নগরে পরাজয়ের সংবাদ আনিতে পারে নাই। ঐ ঘোর দুর্ঘটনার সমাচারে রোম নগরে সকলেরি মহা ভয় জন্মিল, দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধে হানিবলের আক্রমণে যে ত্রাস হইয়াছিল, তাহা এতদপেক্ষা অধিক হয় নাই। যদি গালীয় লোকেরা পুনশ্চ তাহাদের রাজধানীতে উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় রোমানেরদের ভয় প্রতি মুহূর্ত্তে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এই প্রকার ভয় ও দুর্ভাবনা উপস্থিত হওয়াতে জুগর্থার

জয়কারি মেরিয়সের উপর সকল লোকেরই দৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহাতে তিনি দ্বিতীয়বার কন্সল হইয়া সিম্ব্রি ও তিউ-তোনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণের ভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কার্বোর পরাজয়ের পর ঐ অসভ্য লোকেরা যেপ্রকার স্পেনা-ঞ্চলে গিয়াছিল, তদ্রূপ এক্ষণেও আল্পস পার না হইয়া পুনশ্চ সেই দিকে গমন করিল, সুতরাং যুদ্ধে কালবিলম্ব হওয়াতে মেরিয়স তৃতীয় ও চতুর্থবার কন্সল পদ প্রাপ্ত হইয়া সেনাগণকে সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করত ক্লেশ সহিষ্ণুতা অভ্যাস করাইবার সুযোগ পাইলেন। চতুর্থবার কন্সলত্ব সময়ে লক্তেশস কাটুলস তাঁহার সহকারী ছিল, তৎকালে তিনি সিম্ব্রি-দের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন, আর তখন তাহারা অন্যান্য কএক জর্মাণ জাতির সাহায্য লইয়া রোমানদিগকে এককোলে আল্পস পর্ব্বত পারস্থ গালদেশে এবং ইতালির উত্তর পূর্ব্ব ভাগে আক্রমণ করিয়াছিল। উক্ত সময়ে ঐ অসভ্য লোকেরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল, দুইবার যুদ্ধের পর তাহাদের সেনা-পতি তিউতোবোদস দুই লক্ষ লোকের সহিত ধৃত হইল। মেরিয়স এইরূপে শত্রু দমন পূর্ব্বক দেশের মহোপকার করাতে লোকেরা তাঁহার অনুপস্থিতিতেই তাঁহাকে পঞ্চমবার কন্সল পদাভিষিক্ত করিল।

সিম্ব্রি ও তিউতোনিদিগের মধ্যে অনেক লোক এখন পর্য্যন্ত রাজ্যের প্রান্তে উপদ্রোহি থাকিয়া পরে ইতালিতে প্রবেশ করিল, মেরিয়স এবং কাটুলস তাহাদের সহিত গুরুতর সংগ্রাম করিয়া ভয়ানক আঘাত পূর্ব্বক পরাজিত করিলেন, তাহাতে এক লক্ষ চল্লিশ সহস্র লোক রণশায়ী অথবা পলায়ন কালীন বিনষ্ট হইল, এবং ষষ্টি সহস্র শত্রু হস্তে পড়িল, অপর তাহাদের ত্রয়স্ত্রিংশৎ পতাকা আহৃত হইল, তাহার মধ্যে মেরিয়সের সেনা দুইটা হরণকরে, এবং কাটুলসের একত্রিংশৎ। এই শেষ যুদ্ধে ঐ অসভ্য জাতিদের সমুদয় বল নষ্ট হওয়াতে বিবাদের নিষ্পত্তি হইল, এবং দুই জন কন্সলই জয়যাত্রার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন।

বোধ হয় জুগর্থার পরাজয় ও সিম্রিদের দমনের পর রোমানেরা কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত বিদেশীয় সংগ্রামের ভার হইতে বিশ্রাম পাইয়াছিল, আর ইতর দলপতি সেটর্নিয়সের মরণানন্তর নগরের মধ্যেও সকলে নির্ব্বিরোধ অবস্থায় ছিল, কিন্তু সম্প্রতি সে শান্তির ব্যতিক্রমে তুমুল কলহ উপস্থিতপ্রায় হইল, এবং দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধের ন্যায় পুনর্ব্বার ইতালির মধ্যভাগে এক ভয়ঙ্কর বিরোধ ঘটিবার উপক্রম হইল। রোমীয় ৬৬২ বৎসরে সেক্রুটস জুলিয়স সিজার ও মার্সস ফিলিপসের কন্সলত্ব কালীন ইতালিস্থ নানা জাতিরা রোমরাজ্যের প্রতিকূলে একেবারে উপপ্লব করণার্থ মিলিত হইল, অর্থাৎ মার্সি পিসেন্তি পেলিগ্নি প্রভৃতি লোকেরা একত্র অস্ত্রধারি হইয়া উঠিল। তাহারা অনেক দিবসাবধি রোমানদের অধীন ছিল, এবং রোম রাজ্যের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তাহার মিত্রগণের মধ্যে গণিত হইয়াছিল। রোমান সেনার অনেক লোক তাহাদের দেশ হইতে সংগৃহীত হইত, সুতরাং রোমানেরা তাহাদের সাহায্যে নানা রাজ্য জয় করিয়া যে প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারা ন্যায় মতে তাহাতে অংশী হইবার বাসনা করিতে পারিত, কিন্তু রোমানেরা বিশেষতঃ সেনেটরেরা তাহাদিগকে রোম নগরবাসিত্ব পদে নিযুক্ত করিতে স্বভাবত অসম্মত ছিলেন, কোন২ দলপতি সৌজন্য অথবা দলাদলির আক্রোশ প্রযুক্ত তাহাদিগকে নগরবাসিত্ব স্বরূপ স্বাধীন পদ প্রদান করিতে নিরর্থক চেষ্টা করিয়াছিল. লিবিয়স ড্রুসস নামক এক ব্যক্তি এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য না হইয়া বরং এক গুপ্তহন্তার খড়্গে আপনিই প্রাণে বিনষ্ট হইলেন,। ইতালিস্থ জাতিরা রোমানদের তুল্য পদ না পাওয়াতে পূর্ব্বাবধি অসন্তুষ্ট ছিল, এক্ষণে তাহারা দেখিল যে রোম দেশে তাহাদের পক্ষে কেহ আনুকূল্য করিলে রাজসমাজে দূষ্য হয়, অতএব আরো কুপিত হইল, এবং গোপনে পরস্পর মিল করিয়া আপনারদের মধ্যে প্রতিভূ স্বরূপ লোক পরিবর্ত্ত করিয়া গ্রহণ

করিতে লাগিল, পরে উভয় পক্ষই প্রকাশ্যরূপে রণসজ্জা করিয়া (৬৬৩ বৎসরে) যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। এই সংগ্রাম চারি বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল থাকে তাহাতে রোমানদের ঘোরতর অনিষ্ট হয়, রুটিলিয়স এবং কেটো নামক দুই কন্সল ও সিপিও নামে মহৎ কুলোদ্ভব এক ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। রোমানদের প্রতিকূলে যে২ ইতালীয় সেনানী রণে নিযুক্ত হয়, তাহাদের নাম তাইতস বাইতিয়স, হাইরস আসিনস, তাইতস হেরেনিয়স এবং অলশ ক্লুএন্‌সিয়স; আর যে২ রোমান সেনাপতি যুদ্ধে কৃতকার্য্য হয়েন তাঁহাদের নাম কাইয়স মেরিয়স (যিনি ষষ্ঠবার কন্সল হযেন), নিয়স পম্পিয়স এবং কর্ণিলিয়স সিলা। উক্ত যুদ্ধে সিলাই বিশেষরূপে শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া যশস্বী হয়েন, তিনি একদা আপনার পক্ষে এক জন সৈন্যেরও অবিনাশে ক্লুএন্সিয়সের সমুদয় সেনাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, আর তিনি যে যুদ্ধে ক্ষুদ্রতর পদে নিযুক্ত হইয়া এমত বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা চারি বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল থাকিয়া অবশেষে তাঁহারি কন্সলত্ব সময়ে অবসন্ন হয়। ইতালিস্থ জাতিরা বাঞ্ছিত বিষয় প্রাপ্ত হওয়াতে তুষ্ট হইয়া অথবা পরাজয় প্রযুক্ত ভীত হইয়া অস্ত্র ত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার রোমানদের অধীন হইল।

রোমানেরা এইরূপে ইতালিস্থ জাতিদের নিতান্ত বাঞ্ছিত নগরবাসিত্ব পদ প্রদান পূর্ব্বক তাহাদের আক্রোশ শান্তি করিয়া এক্ষণে স্বদেশীয় লোক কর্ত্তৃক উত্থাপিত ঘোরতর গৃহবিচ্ছেদে ব্যথিত হইতে লাগিল। রোম রাজ্যের মধ্যে অনেক কালাবধি দুই দল হইয়াছিল, তাহার মধ্যে এক দল কুলীন বর্গের পক্ষ ছিল, অন্য দল সাধারণ লোকের হিতার্থী বলিয়া অভিমান করিত, কিন্তু দুই দলের কেহই নিজ২ অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্ত নিয়মানুযায়ি চেষ্টা করিয়া সন্তুপ্ত হয় নাই, উভয় পক্ষেই আপনাদের অভিলাষ পূরণার্থে পুনঃ২ বিবাদ করিয়া ব্যবস্থা বিরুদ্ধ অত্যাচার করিয়াছিল, গ্রাকসদ্বয়ের বিষয়ে এবং ড্রুসসের হত্যাতে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি

মেরিয়স এবং সিলার দ্বারা তদ্রূপ অবিহিত কার্য্য আরো ভয়ঙ্কর রক্তপাত পূর্ব্বক সম্পন্ন হইবার উপক্রম হইল।

উক্ত দুই ব্যক্তিই ঐ সময়ে স্বদেশীয় লোকের মধ্যে অতি যশস্বী ছিলেন, এক জন জুগর্থা এবং সিম্ব্রিদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, অন্য জন ইতালিস্থ জাতিদিগকে দমন করেন, কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের স্বভাব এমত উগ্র যে কেহ কাহার অধীন হইয়া অথবা পরস্পর একত্র মিলিয়া কার্য্য করিতে সম্মত হইতেন না। মেরিয়স আপনি ইতর কুলোদ্ভব হইয়া কুলীনবর্গের প্রাধান্য ও সম্ভ্রম দেখিয়া সহিষ্ণুতা করিতে পারিতেন না এবং অন্যান্য ইতর দলপতির ন্যায় তাহাদের মহত্ত্বাভিমান ও গর্ব্বের নিরন্তর কুৎসা করিতেন। সিলা আপন মহোদয় কুলের অভিমানে গর্ব্বিত হইয়া ইতর লোকদিগকে সম্পূর্ণরূপে হেয়জ্ঞান করিতেন আর কাহারও শাসনে থাকিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিতেন না। এক্ষণে মেরিয়স ইতর লোকদের দলপতি হইলেন, সিলা কুলীনবর্গের প্রধান সপক্ষ হইলেন।

ইতালীয় জাতিদের যুদ্ধান্তে ইতর দলস্থ লোকেরা এক প্রকার প্রবল হইয়াছিল কেননা তখন উক্ত জাতিদিগকে রোম নগর বাসিত্ব পদে নিযুক্ত করাতে তাহাদের এক মহৎ অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছিল। তৎকালীন সিলা পন্তসের রাজা মিথ্রিদেতিসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করণার্থে কন্সল পদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, কেননা ঐ রাজা এস্যা এবং আকায়াস্থ রোমান প্রদেশে আক্রমণ করিয়াছিলেন। সিলা যে সেনার আধিপত্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা সে সময়ে নোলা নামক নগরের সন্নিধানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিল, কেননা ঐ নগরস্থ লোকেরা মৈত্রীয় অর্থাৎ ইতালীয় যুদ্ধ এখন পর্য্যন্ত প্রবল রাখিয়া রোমানদের বশীভূত হইতে অসম্মত ছিল। কিয়ৎকাল পরে কন্সল সেই সেনার নিকট গমন করিয়া ঐ অবাধ্য নগর দৃঢ়রূপে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে মেরিয়স রোমনগরে থাকিয়া লোক সমাজে এক

ব্যবস্থা স্থাপন করাইলেন যে মিথ্রিদেতিসের প্রতিকূলে প্রেরণার্থ প্রস্তুত সেনা তাহার আপনার শাসনস্থ হয়, তাহাতে সিলার উপর এই আজ্ঞা হইল যে সেনার আধিপত্য মেরিয়সের হস্তে সমর্পণ কর। সিলা আপনি সেনানীত্ব পদে বঞ্চিত হওয়াতেই ক্রুদ্ধ হইলেন, পরে শত্রু খলতা পূর্ব্বক উক্ত আজ্ঞা ধার্য্য করাইয়াছে এই ভাবিয়া আরো অধিক কুপিত হইলেন, অতএব তিনি সে আজ্ঞা সমুদয় বল পূর্ব্বক অগ্রাহ্য করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর আপনার প্রতি সৈন্যদের শ্রদ্ধা আছে ইহা নিশ্চয় জানিয়া এবং অনেকানেক প্রাচীন রোমান সেনানীদের গুণের বিপরীতে ধীরতায় বিরহিত হইয়া রোমনগরে সসৈন্যে গমন করিয়া সমস্ত শত্রুপক্ষকে যথেষ্ট শাস্তি দেওয়া ধার্য্য করিলেন। সেনাসম্পর্কীয় যে দুই জন ত্রিবুন তাঁহার সেনানীত্ব রহিত করণার্থ আজ্ঞা পত্র লইয়া দূত স্বরূপে আসিয়াছিল তাহাদিগকে তাঁহার সৈন্যেরা ক্রোধ বশত তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করিল, পরে সমুদয় সেনা তাঁহার শাসনে রোমনগরে যাত্রা করিতে উদ্যোগ করিল। সেনেটরেরা তাঁহাকে স্বদেশের প্রতিকূলে যুদ্ধ যাত্রায় ক্ষান্ত করিতে বারম্বার দূত প্রেরণ করিলেন, কিন্তু বৃথা হইল, তিনি তাহাদের বিনতি অগ্রাহ্য করিয়া আক্রমণ পূর্ব্বক নগরে প্রবেশ করিলেন। মেরিয়স তাঁহাকে বাধা দিতে যে চেষ্টা করিয়াছিল তাহাতে কোন ফল দর্শিল না, সুতরাং রোম নগরে সিলার প্রভুত্ব স্থাপিত হইল, এবং মেরিয়স সল্পিসিয়স প্রভৃতি তাঁহার বিপক্ষ দলস্থ যাবদীয় লোক রাজ্যের শত্রু বলিয়া দোষী হইল, অধিকন্তু কেহ তাহাদিগকে ধরিলে অথবা তাহাদের মস্তক ছিন্ন করিয়া আনিলে নির্দ্দিষ্ট পারিতোষিক পাইবে এমত ঘোষণা প্রচার হইল, ইহাতে সল্পিসিয়সের এক জন দাস তাহাকে ধরাইয়া দেয়, এবং কন্সলের আজ্ঞামতে তাহার প্রাণদণ্ড হয়, আর মেরিয়স নগর হইতে পলায়ন করিয়া অনেক অদ্ভুত আপদ বিপদ উত্তীর্ণ হওত নির্বিঘ্নে আফ্রিকায় পঁহুছিয়া কিয়ৎকাল তদ্দেশাশ্রিত হইয়া থাকেন। সিলা নিয়স-অক্তেবিয়স ও কর্ণিলিয়স সিনাকে পর বৎসরের কন্সল নিযুক্ত

করাইয়া গ্রীশ দেশে গমন পূর্ব্বক মিথ্রিদেতিসের ভয়ানক বৃদ্ধি নিবারণ করণার্থ সসৈন্যে যাত্রা করিলেন।

মিথ্রিদেতিস পন্তসের রাজা ছিলেন আর ক্ষুদ্রতর আর্মিনিয়া রাজ্য এবং সমুদয় পন্তিক সমুদ্র ও বস্ফরস অধিকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে রোমানদের বন্ধু নিকোমিদিস নামে বিথিনিযার রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিবার মানসে সেনেটরদের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া কহিলেন যে নিকোমিদিস তাঁহার উপর অত্যাচার করাতে তিনি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেনেটরেরা ইহাতে উত্তর করিলেন যে রোমানেরা আপনাদের মিত্রকে কখনও ত্যাগ করিবে না সুতরাং তিনি নিকোমিদিসের সহিত সংগ্রাম করিলে রোমানেরা তাঁহার প্রতিকূলে রণসজ্জা করিবে। পন্তসরাজ এই কথা শ্রবণে অত্যন্ত কুপিত হইলেন, এবং কাপেদোসিয়া দেশ আক্রমণ করিয়া তথাকার রাজা আরিওবার্জেনিসকে রোমানদের মিত্র জানিয়া পদচ্যুত করিলেন, পরে পেফ্লেগোনিয়া ও বিথিনিয়া আক্রমণ পূর্ব্বক রোমানদের বন্ধু পাইলিমন এবং নিকোমিদিস নামক দুই রাজাকে স্ব২ অধিকার হইতে নিরাকরণ করিলেন, অনন্তর এফিসসে যাত্রা করিয়া তথা হইতে এস্যামাইনরের যাবদীয় প্রদেশে এই আজ্ঞা লিপি যোগে প্রচার করিলেন যে যে২ স্থানে কোন রোমান লোক পাওয়া যায় সকলকেই এক দিনে যেন বধ করে, কথিত আছে এই আদেশানুসারে অশীতি সহস্র রোমান ও ইতালীয় লোকের হত্যা হয়।

মিথ্রিদেতিস এই রূপে এস্যাখণ্ডে আপনার রাজ্য বৃদ্ধি করত রোমানদের প্রতিকূলে দ্বিতীয় হানিবলের ন্যায় দ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, আর ইউরোপেও আপনার বিষয়ে মনোযোগ করিতে ক্ষান্ত হইলেন না, পূর্ব্বে মৈত্রীয় যুদ্ধ সময়ে যখন ইতালীয় লোকেরা রোমানদের প্রতিকূলে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল, তখন তিনি এস্যার মধ্যে ব্যস্ত থাকাতে ইউরোপে সেনা প্রেরণ করিতে পারেন নাই, সম্প্রতি এক লক্ষ এক বিংশতি সহস্র অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সৈন্য আর্কিলেয়স

নামক স্বীয় সেনাপতির শাসনে পাঠাইয়া গ্রীশ দেশ আক্রমণ পূর্ব্বক তথাকার লোকদিগকে স্বদলে আনিতে আজ্ঞা দিলেন। এথেন্স দেশীয় লোকেরা আরিষ্টন নামক এক জন ইপিকুরীয় মতাবলম্বি পণ্ডিতের পরামর্শে শীঘ্র তাঁহার স্বপক্ষ হইল, এবং অন্যান্য গ্রীক জাতিরাও আর্কিলেয়স কর্ত্তৃক তাঁহার দলে প্রবেশিত হইল। ইতিমধ্যে সিলা সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইয়া আর্কিলেয়সের জয় প্রবাহে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এথেন্সের নিকটস্থ পাইরিয়সে তাহাকে বেষ্টন করিয়া পরে এথেন্স নগর পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলেন, তাহাতে আর্কিলেয়স সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল, কথিত আছে তাহার এক লক্ষ একবিংশতি সহস্র লোকের মধ্যে দশ জনও সেনাপতির সহিত রক্ষা পায় নাই কিন্তু সিলার পক্ষে কেবল চতুর্দ্দশ লোক মাত্র বিনষ্ট হইয়াছিল।*

মিথ্রিদেতিস এই পরাজয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সেনাপতির সৈন্যপংক্তি পরিপূর্ণ করাইতে এস্যা হইতে সপ্ততি সহস্র উত্তম যোদ্ধা তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন, তাহাতে আর্কিলেয়স সিলার সহিত আর দুই বার সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইল কিন্তু এক বারও জয়ী হইতে পারে নাই, প্রথম বারে তাহার আপন পুত্র দাইওজিনিস এবং বিংশতি সহস্র সৈন্য রণশায়ী হয় আর দ্বিতীয় বারে মিথ্রিদেতিসের সমস্ত সেনা বিনষ্ট হয়। পরে আর্কিলেয়স পলায়নপর হইয়া তিন দিবস পর্য্যন্ত জলাভূমি মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। এই রূপ দুর্ঘটনা

---

* "প্লুটার্ক কহেন উক্ত যুদ্ধে রোমানদের পক্ষে দ্বাদশ ব্যক্তি নষ্ট হয়, আপিয়ানের মতে ত্রয়োদশ, এবং ইত্রোপিয়সের মতে-চতুর্দ্দশ। বোধ হয়, সিলা আপনি এ গল্প রচনা করিয়া থাকিবেন কেননা প্লুটার্কের উদ্ধৃত কোন উপাখ্যান মধ্যে তিনি লিখিয়াছেন যে যুদ্ধান্তে তাহার কেবল চতুর্দ্দশ লোক অদৃশ্য হয় তাহার মধ্যেও দুই জন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে শিবিরে প্রত্যাগমন করে"।—ইতি হুক নামক গ্রন্থকারকের উক্তি।

বারম্বার হওয়াতে মিথ্রিদেতিস সেনাপতিকে সন্ধির প্রার্থনা করিতে ও রোমানেরা যে পণ চাহে তাহাতেই সম্মত হইতে আজ্ঞা করিলেন।

সিলা ইতিমধ্যে ডার্ডেনিয়ান, স্কর্ডিসি, দাল্মেসিয়ান, এবং মিসিয়ান নামক জাতিদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহারদিগের কতককে জয় করিয়া ও কতককে আশ্রয় দিতে অঙ্গীকার করিয়া বশীভূত করিলেন। পরে মিথ্রিদেতিসের প্রেরিত দূত উপস্থিত হইয়া সন্ধির প্রসঙ্গ করিল, তাহাতে সিলা কহিলেন সন্ধি করিতে তাঁহার অনিচ্ছা নাই, যদি পন্তসের রাজা এই২ পণ দানে সম্মত হন, অর্থাৎ যদি সমস্ত পরাজিত রাজ্য ত্যাগ করিয়া কেবল পৈতৃক বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকেন, এবং যুদ্ধের ব্যয় পরিশোধনার্থ রোমানদিগকে ২০০০ তালন্ত মুদ্রা দেন, ও সপ্ততিখান জাহাজ পাইল প্রভৃতি সমুদয় দ্রব্যের সহিত প্রদান করেন. তবে উপস্থিত সংগ্রামে নিবৃত্ত হইতে প্রস্তুত আছেন। মিথ্রিদেতিস প্রথমতঃ এসকল পণ স্বীকার করিতে অসম্মত হইযাছিলেন, পরন্তু সিলার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবশেষে অঙ্গীকার করিলেন। রোমানদের মধ্যে যে প্রকার কঠিনদণ্ড বিধানের রীতি ছিল, এবং মিথ্রিদেতিস তাহাদের অনেক লোককে বিনষ্ট করিয়া ও তাহাদের বন্ধুগণের উপর অত্যাচারী হইয়া তাহাদের যদ্রূপ ক্রোধানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল, তাহা বিবেচনা করিলে উক্ত পণকে অতি সহজ কহিতে হইবে, ফলতঃ সিলাও মিথ্রিদেতিসের ন্যায় সন্ধি করণার্থ অভিলাষী ছিলেন, কেননা স্বদেশীয় বিপক্ষ ও আত্ম শত্রুবর্গের দমনার্থে তিনি রোমনগরে প্রত্যাগমন করিতে অস্থির হইয়াছিলেন। তিনি আকায়া ও এস্যার যুদ্ধে নিযুক্ত থাকাতে সেই অবসরে পলায়ন পর মেরিয়স সুযোগ পাইয়া আফ্রিকান আশ্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ণিলিয়স সিনার আহ্বানানুসারে ইতালিতে পুনরাগমন করিয়াছিল, পরে টস্কেনিতে অবরোহণ করিয়া মিষ্ট ভাষা দ্বারা অনেক লোককে নিজ দলস্থ করিয়াছিল। অনন্তর সিনা ও মেরিয়স সসৈন্যে একত্র মিলিয়া রোম নগর অধিকার করিবার

নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। ইতালীয় লোকদিগকে রোমানদের ন্যায় স্বাধীন করণার্থ সল্পিসিয়স যে ব্যবস্থা ধার্য্য করেন সিলা তাহার খণ্ডন করিয়াছিলেন, কিন্তু সিনা তদ্বিষয়ে পোষকতা করাতে ইতালীয় সমস্ত জাতি তাঁহার দলভুক্ত হইল। নিয়স পম্পিয়স আপন সৈন্য সমেত সেনেটরদের স্বপক্ষে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়া ইতর দলপতিদিগের রোম নগর অধিকার করণে ব্যাঘাত করিতে লাগিলেন, অতএব নগরের প্রাচীর তলেই যুদ্ধ উপস্থিত হইল, যদিও ঐ বিগ্রহে তৎক্ষণাৎ বিবাদ নিষ্পত্তি হয় নাই, তথাপি মেরিয়স এবং সিনা অবিলম্বে নগর অধিকার করিতে সক্ষম হইয়া তথাকার সর্ব্ব বিষয়ে একাধিপত্য করিতে আরম্ভ করিল, এবং তাহাদের আক্রোশ ও ক্রূরতায় অনেক মহোদয় সেনেটর এবং কন্সলীয় ব্যক্তি প্রাণে নষ্ট হইলেন, আর তাহারা বিপক্ষ দলের অনেক লোকের নাম মৃত্যুদণ্ডার্হ বলিয়া অঙ্কিত করিল ও সিলার গৃহ ভগ্ন করিয়া তাহার স্ত্রীপুত্রকে পলায়নপর হইতে বাধিত করিল। পরে সেনেটরদের মধ্যে যাহারা রক্ষা পাইয়াছিল তাহারা প্রাণভয়ে গ্রীশ দেশে পলায়ন করত সিলার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বদেশ উদ্ধার করিতে বিনতি করিল।

অতএব সিলা মিথ্রিদেতিসের সহিত সন্ধি করিয়া ইতালিতে পুনরাগমন পূর্ব্বক আপনার জয়িষ্ণু সেনার সমভিব্যাহারে সিপিও ও নর্বেনস দুই কন্সলের সহিত গৃহবিচ্ছেদ আরম্ভ করিলেন, এবং কাপুয়ার নিকট যুদ্ধ করিয়া নর্বেনসকে পরাস্ত করিয়া শত্রু পক্ষের সপ্ত সহস্র লোককে হত ও ছয় সহস্র জনকে ধৃত করিলেন, কিন্তু তাঁহার আপনার দলস্থ কেবল এক শত চতুর্বিংশতি লোক নষ্ট হইল। পরে দ্বিতীয় কন্সল সিপিওর প্রতিকূলে রণযাত্রা করিলেন, কিন্তু তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইল না, কেননা উক্ত কন্সলের সমস্ত সেনা আপনাদের সেনানীকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার দলে আসিল সুতরাং তিনি কোন প্রকার অস্ত্রাঘাত ও রক্তপাত না করিয়াও শত্রুজয়ী হইলেন।

সাধারণ লোকদের দল এখনও সম্পূর্ণরূপে খর্ব্ব হইল না, কেননা যদিও কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে মেরিয়সের মৃত্যু হইয়াছিল, তথাপি নূতন কন্সল নিযুক্ত করিবার সময় যুবা মেরিয়স নামে প্রসিদ্ধ তাহার পোষ্য পুত্র, এবং পেপিরিয়স কার্বো ঐ পদাভিষিক্ত হইয়া সিলার প্রতিকূলে যত্ন পূর্ব্বক সংগ্রাম করিতে প্রতিজ্ঞা করিল, আর রণক্ষেত্রে প্রবেশ করণের অগ্রে যেং লোককে কুলীন বর্গের অনুরাগি অথবা আপনাদিগের শত্রু বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহাদিগের সকলকেই বধ করিল। কিন্তু তখন মেরিয়সের দলস্থ লোকদের প্রাধান্য শেষাবস্থা প্রাপ্ত হইল। সেক্রিপোর্টস নামক এক গ্রামে যুদ্ধ হওয়াতে সিলা যুবা মেরিয়সকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলেন, আর আপনার পক্ষে কেবল চারি শত লোক হারাইয়া শত্রু পক্ষের পঞ্চদশসহস্র সৈন্যকে রণশায়ি করিলেন, এবং এই জয়ানন্তর রোম নগর অধিকার করিয়া রাজ্য শাসনের কর্ত্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হইলেন, যদিও কোনং ইতালীয় জাতিরা এখনও তাঁহার পরাক্রম খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করিয়া কোলাইন নামক পুরদ্বারের সন্নিধানে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল, তথাপি তাঁহার জয়যুক্ত পথে কেহই বাধা দিতে সমর্থ হয় নাই। লেম্পোনিয়স ও কেরাইনস নামক বিপক্ষ সেনাপতিরা তৎক্ষণাৎ পরাজিত হইল, এবং তাহাদের ঊনাশীতি সহস্র সৈন্যের মধ্যে দ্বাদশ সহস্র জয়কারির নিকট শরণ প্রার্থনা করিল, অবশিষ্ট লোকের কিয়দংশ রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিল, এবং কিয়দংশ প্রভাবশালি ব্যক্তিদের অনিবার্য্য ক্রোধানলে সংহার হইল। মেরিয়স সেক্রিপোর্টসের যুদ্ধান্তে যে প্রিনেষ্টি নগরে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে সিলার অধীন হইল, ইহাতে মেরিয়স জয়িষ্ণু ও কুপিত শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ-পাইবার উপায়ান্তর না দেখিয়া আত্মহত্যা দ্বারা প্রাণত্যাগ করিলেন। দ্বিতীয় কন্সল কার্বো আরিমিনম হইতে সিসিলিতে পলাইয়া ছিলেন, কিন্তু অবশেষে ধৃত হইয়া তথায় নিয়স পম্পিয়সের আজ্ঞাতে সামান্য দস্যুর ন্যায় প্রাণে দণ্ডিত

হইলেন, এই পম্পিয়স পরে মহান্ উপাধিদ্বারা বিখ্যাত হয়েন, কিন্তু তৎকালে কেবল এক বিংশতি বৎসর বয়স্ক ছিলেন, সিলা তাঁহার বুদ্ধিকৌশল ও ক্ষমতা দেখিয়া সেনানীত্ব পদে নিযুক্ত করত রাজ্যের মধ্যে তাঁহাকেই আপনার দ্বিতীয় করেন।

সিলা রোম নগর অধিকার করিয়া কিয়ৎকাল পরে বিপক্ষ দল অগ্রে যাহা২ করিয়াছিল তদপেক্ষা আরও ঘৃণিতরূপে বিজাতীয় নরহত্যার উপক্রম করিল। যাহারা মেরিয়সের দলের বাস্তবিক সহকারিতা করিয়াছিল, অথবা যাহাদিগকে অন্তরে তাহাদের অনুকূল বলিয়া অনুমান করা যাইত, আর যাহারা জয়কারির বৈরক্তি কিম্বা ভয়জনক কোন কার্য্য করিয়াছিল, কিম্বা যাহাদের পরে কখন পরাক্রান্ত ও দুর্দ্দান্ত বৈরি হইবার ক্ষমতা ছিল, এমত শত২ খ্যাত্যাপন্ন লোকের নাম মৃত্যুদণ্ডার্হ বলিয়া অকাতরে অঙ্কিত হইল ও তাহারা নিষ্ঠুরতা পূর্ব্বক হত হইল।

মেরিয়স ও কার্ব্বোর মৃত্যু হইলে তৎকালীন রাজ্য মধ্যে কোন কন্সল ছিল না, সিলা এই অবসরে নিত্য দিক্টেতর পদে অভিষিক্ত হইয়া ফ্লাকস নামক আপনার এক বিশ্বাসি অথচ দলভুক্ত ব্যক্তিকে অশ্বারূঢের অধ্যক্ষ করিলেন, এবং পরে যদিও ঐ রূপে বাস্তবিক সমস্ত প্রভুত্ব আপনি গ্রহণ করিলেন, তথাপি এমত বাসনা করিলেন না যে সে বৎসর দেশের মধ্যে কন্সল নামধেয় ব্যক্তি নিতান্ত না থাকে, অতএব টলিয়স ডিকুলা ও কর্ণিলিসয় দোলেবেলা কন্সল উপাধি ধারণার্থ নিযুক্ত হইল।

কার্ব্বোর মরণানন্তর পম্পি পুনশ্চ সিসিলি অধিকার করিলেন, পরে মেরিয়সের দলভুক্ত কএক ব্যক্তি পলায়নপর হইয়া মারিটানিয়ার রাজা হায়ার্বাসের আনুকূল্যে দোমিসিয়সের শাসনে আফ্রিকায় তখন পর্য্যন্তও দুর্দ্দান্ত থাকাতে ঐ খণ্ডে সিলার প্রভুত্ব স্থাপন করিতে যাত্রা করিয়া দোমিসিয়স ও হায়ার্বাস উভয়কে পরাস্ত ও হত করিলেন, অপর স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেনেটর পদস্থ না হইলেও এবং বিচার

সম্বন্ধীয় কর্ম্ম সম্পন্ন না করিলেও জয়যাত্রার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। সিলাও মিথ্রিদেতিসকে পরাজয় করিয়াছিলেন এপ্রযুক্ত জয়যাত্রা করিলেন।

এই রূপে দুই গুরুতর সমরের অবসান হইল, অর্থাৎ মৈত্রীয় নামে প্রসিদ্ধ ইতালীয় যুদ্ধের, ও দলাদলি প্রযুক্ত গৃহ-বিচ্ছেদের শেষ হইল। উক্ত দুই যুদ্ধ দশ বৎসর ব্যাপিয়া প্রবল ছিল, আর তাহাতে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সামান্য লোক, ও কন্সলীয় চতুর্বিংশতি, প্রিতরীয় সপ্ত এবং ইতালীয় ষষ্টি যোদ্ধা, ও ন্যূনাধিক তিন শত সেনেটরের মৃত্যু হয়।

---

৬ অধ্যায়।

সিলা আপনাকে নিত্য দিক্তেতর পদে অভিষিক্ত করাইয়া রাজ্য শাসনার্থ অনেক ব্যবস্থা ও নিয়ম স্থাপন করিলেন, কোন২ ব্যবস্থার অভিপ্রায় এই যে নগরে যেমত কলহ সম্প্রতি হইয়াছিল, তদ্রূপ আর না হয়, অপর কোন২ ব্যবস্থার তাৎপর্য্য এই যে রাজকীয় কর্ম্ম যেন উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হয়, এবং বিচার নিষ্পত্তি যেন ন্যায় পূর্ব্বক হয়। অধিকন্তু সাধারণ লোকেরা রাজ্য শাসন বিষয়ে পূর্ব্বে যে প্রভুত্ব ও ক্ষমতা ভোগ করিয়াছিল, তিনি তাহার অধিকাংশ লোপ করিয়া কুলীনবর্গের প্রাধান্য বৃদ্ধি করিলেন, তাহাতে রাজকীয় ব্যাপার কেবল অল্পলোকের শাসনে সম্পন্ন হইতে লাগিল কেননা সেনেটরেরাই দেশের প্রায় সমস্ত শক্তি ও কর্ত্তৃত্বে অধিকারী হইলেন।

এক্ষণে সিলার প্রভুত্ব বদ্ধমূল হওয়াতে তাঁহার দলের প্রভাব এবং তাঁহার ব্যবস্থার প্রাবল্য এমত বৃদ্ধিশীল হইল যে তিনি আর দিক্তেতর হইয়া না থাকিলেও তদ্বিষয়ের হ্রাস হওয়া সম্ভাব্য ছিল না। আর রাজকীয় সমুদয় ব্যাপার বাস্তবিক তাঁহার অধীন থাকাতে উচ্চপদের আড়ম্বর মাত্রে বিশেষ প্রয়াস ছিল না। তিনি জানিতেন যে রাজ্যের সামান্য কর্ম্ম নির্ব্বাহের ভার হইতে মুক্ত হইলে ইন্দ্রিয় সুখ ও বিদ্যারস

উপভোগে অধিক অবসর প্রাপ্ত হইবেন, অতএব ফোরম নামক প্রশস্ত স্থানে লোকসভা করাইয়া আপনার দিক্তেতরত্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন, এবং আত্ম রক্ষকদিগকে বিদায় করিয়া কহিলেন যে যদি কেহ তাঁহাকে কোন বিষয়ে দোষি জ্ঞান করিয়া অপবাদ করিতে চাহে তবে যাহা বক্তব্য স্পষ্ট কহুক, তিনি উত্তর প্রদানে প্রস্তুত আছেন। পরে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত কেবল নিজ বন্ধুগণের সমভিব্যাহারে ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া কুশলে গৃহে গমন করিলেন *।

সিলার দিক্তেতরত্ব পরিত্যাগের পর বৎসরে ইমিলিয়স লেপিডস এবং কুইন্টস কাটুলস কন্সল হইলে অনেক নূতন সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে প্রথম যুদ্ধ স্পেন দেশে, দ্বিতীয় পেম্ফিলিয়া ও সিলিসিয়াতে, তৃতীয় মাসিদোনিযাতে, এবং চতুর্থ বিগ্রহ দালমেসিয়াতে হয়। মেরিয়সের দলভুক্ত সর্টোরিয়স নামক এক ব্যক্তি স্পেনীয় রণ উত্থাপিত করেন, তিনি আত্ম সমভিব্যাহারি লোকেরদিগের দুর্ভাগ্য দেখিয়া স্বকীয় জীবনে সভয় হইযা এবং মহাবল পরাক্রান্ত বিপক্ষ পক্ষের ক্রোধ দর্শনে অনুগ্রহ পাইবার আশায় নিরাশ হইয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন যে তাঁহার আপনার শাসনে স্পেনীয়-দিগকে সংগ্রামোৎসাহি না করিলে নিজ প্রাণ রক্ষার উপায়ান্তর নাই। যে মেতেলস জুগর্থাকে পরাভূত করেন তাঁহার পুত্র সিসিলিয়স মেতেলস এবং লুসিয়স দোমিসিয়স তাহার পরা-জয়ার্থ সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া প্রেরিত হইল, কিন্তু সর্টোরিয়সের সৈন্যাধ্যক্ষ হর্কিউলিয়সের হস্তে দোমিসিয়স মারা পড়িলেন। মেতেলসের রণচেষ্টা কখনবা সফল কখনবা বিফল হওয়াতে তিনি একাকিত্তা প্রযুক্ত আর সংগ্রাম নির্ব্বাহ করিতে পারিলেন না, অতএব নিয়স পম্পি তাঁহার সাহায্যার্থে প্রেরিত হইলেন। সর্টোরিয়স উক্ত উভয় সেনাপতির প্রতিকূলে কিয়ৎ কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে সেই আয়ো-

* আর্ণল্ড রচিত রোমানদের সাধারণ শাসনের শেষ বৃত্তান্ত।

ধনের অষ্টম বর্ষে আত্মপক্ষীয় লোক কর্ত্তৃক হত হইলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে রোমান সেনাপতিরা ঐ সংগ্রাম শেষ করিয়া সমুদায় স্পেন দেশকে শীঘ্রই রোমানদের শাসনাধীন করিলেন।

আপিয়স ক্লদিয়স আপনার কন্সলত্বের পরে মাসিদোনিয়া দেশে প্রেরিত হইয়া থ্রেস দেশের রোদপি নামক প্রদেশস্থ নানাজাতীয় লোকের সহিত কতিপয় ক্ষুদ্র২ সংগ্রাম করিয়া পরে পীড়া বশতঃ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন। অনন্তর স্ক্রাইবোনিয়স কুরিও নামক আর এক কন্সলীয় ব্যক্তি তাঁহার পরিবর্ত্তে সেনা পতিত্ব পদে নিযুক্ত হইয়া ডার্ডেনিয়ানদিগকে পরাভূত করত ডেনিউব নদী পর্য্যন্ত আক্রমণ করিলেন, এবং তিন বৎসরের মধ্যেই তাঁহার যুদ্ধের শেষ হইল। তিনি উক্ত সংগ্রামে কৃত-কার্য্য হইয়া মহাগৌরবে জয় যাত্রা করণের যোগ্য হইলেন, এবং অন্যান্য জয়বীর সেনাপতিদিগের প্রত্যাগমন কালীন যে প্রকার সমাদর হইত তদ্রূপ মর্য্যাদার সহিত পরে জয় যাত্রার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েন।

পূর্ব্বতন কন্সল পব্লিয়স সরবিলিয়স নামক এক অতি পরা-ক্রমী ও কর্ম্মদক্ষ ব্যক্তি সিলিসিয়া এবং পেম্ফিলিয়াতে প্রেরিত হইয়া প্রথমোক্ত দেশ জয় করিয়া, লিসিয়ার অতি প্রসিদ্ধ নগর সকল, তথা সিলিসিয়া দেশের ফেসিলিস, ওলিপস, এবং কোরিকস নগরী আক্রমণ করিলেন, পরে আইসিরিয়া দেশ বেষ্টন করত তদ্দেশবাসি জনগণকে বলপূর্ব্বক আপনারদের অধীনতা স্বীকার করাইলেন, এই রূপে বর্ষত্রয় মধ্যে তাহার সমুদয় বিগ্রহের অবসান হইল। রোমানদের মধ্যে প্রথমে তিনিই টারস পর্ব্বতের উপর দিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন, অতএব স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মহা আদরে জয় যাত্রা করিয়া আইসিরিকস উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

অপর নিয়স কস্কোনিয়স নামক এক ব্যক্তি প্রতিনিধি কন্সল হইয়া ইলিরিকমে প্রেরিত হইলেন, তিনি দালমেসিয়ার অধি-কাংশ জয় করিয়া সেলোনি নামক নগর আপনার অধীনে

আনিলেন, এবং যুদ্ধ সমাপন করিয়া দুই বৎসর পরে রোমে প্রত্যাগমন করিলেন।

ইতিমধ্যে রোম নগবে পুনর্ব্বার গৃহ বিচ্ছেদ হইবার উপক্রম হইল। ইমিলিয়স লেপিডস নামক কন্সল কুলীন বর্গের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিয়া সিলার জীবদ্দশাতেই তাহার দিক্তেভবীয় দৌরাত্ম্যের নিন্দা করিয়াছিলেন, পরে বিবাদ উত্থাপিত কবিয়া আপনি ঐ সিলার আচরণানুযায়ি কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সাধারণ লোকেরদের সপক্ষ হওয়াতে অনেক ইতালীয় জাতি তাঁহার যুদ্ধপতাকার তলে সমাগত হইল, এবং রোম নগরবাসিরদের মধ্যেও অনেক অধম ও লম্পট লোকেরা তাহার দলস্থ হইল, অতএব তিনি নিজ দলভুক্ত সেনার সমভিব্যাহারে রোম নগরে যাত্রা করিয়া প্রায় প্রাচীরের নিকট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন, সেনেটরেরাও তাঁহার আগমন সংবাদে রণসজ্জা করিয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সুতরাং সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবামাত্র তাঁহার পরাভব ও দমন শীঘ্রই হইল। অনন্তব তিনি সার্দিনিযাতে গমন করিয়া রোগ বশতঃ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন, এইরূপে এক গ্রীষ্ম ঋতুর মধ্যেই তাঁহার রাজবিদ্রোহিতাব নিবারণ হয়।

পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধ সমূহের নিমিত্তে এককালে কএক যুদ্ধ যাত্রার ঘটা হইল, মেতেলস এবং পম্পি স্পেন দেশ জয় কবিয়াছিলেন এ প্রযুক্ত ঐ মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন, কুরিও মাসিদনে এবং সর্বিলিয়স আইসিরিয়াতে বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তন্নিমিত্তে তাঁহারাও তদ্রূপ আদৃত হয়েন।

রোমীয় ৬৭৯ বৎসরে লুকলস এবং মার্কস কটার কন্সলত্ব সময়ে বিথিনিয়ার রাজা নিকোমিদিস্ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তিনি রোমানদিগকে আপন বিষয়ের অধিকারি নিযুক্ত করিয়া লোকান্তর গমন কবেন।

অপর পন্তসরাজ মিথ্রিদেতিসের সহিত রোমানদের পুনর্ব্বার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সিলা উক্ত রাজার সহিত যে সন্ধি স্থির করিয়াছিলেন তাহা বহু কালস্থায়ি হইবেক এমত কখনই বোধ

হয় নাই, মুরিনা নামক রোমানদিগের প্রতিনিধি কন্সল ঐ সন্ধির ব্যতিক্রমে সংগ্রাম উপস্থিত করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না, কেবল বিপক্ষ ভূপতির ক্রোধ ও স্পর্দ্ধার বৃদ্ধি হইল, আর তিনিও মিথ্রিদেতিসের প্রতিকূলে ব্যাপক কাল সমরে প্রবৃত্ত থাকিতে পারেন নাই, দিক্তেতর 'সিলার আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে রাজার সহিত সন্ধি করিতে হইয়াছিল।

মিথ্রিদেতিসের সহিত যে দুই সন্ধি স্থির হয় তাহার একটিরও নিয়ম লিখিত হয় নাই, একারণ মিথ্রিদেতিস সেনেটরদিগের নিকট দূত পাঠাইয়া লিপিদ্বারা সন্ধিপত্রের নিয়ম ধার্য্য করিতে বাসনা করিলেন, কিন্তু তৎকালে রোমানেরা গৃহবিচ্ছেদ ও স্বদেশীয় কলহেতে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন, সুতরাং এস্যা খণ্ডস্থ বিষয়ে মনোযোগ করিতে অবকাশ পায়েন নাই, অতএব রাজার দূতেরা সেনেটরদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অক্ষম হইয়া আপনারদিগের প্রভুর কথার কোন উত্তর না পাইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

সেনেটরেরা এইরূপে রাজার কিঞ্চিৎ অনাদর করিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইলেন না, কেননা রোমানদিগের সহিত তৃতীয়-বার সংগ্রাম করণার্থে বহুদিবসাবধি তাঁহার মানস ছিল এবং তন্নিমিত্তে সমস্ত উদ্যোগও করিয়াছিলেন, পরে নিকোমি-দিসের মৃত্যু হওয়াতে মনোভিলাষ ব্যক্ত করিতে প্রতিজ্ঞা করেন, অতএব মৃত নিকোমিদিস রাজার দানপত্রানুসারে রোমানদিগের বিথিনিয়া দেশে অধিকার স্থাপনে আপত্তি করিয়া একেবারে জলে স্থলে ঐ দেশ আক্রমণ করিলেন।

কটা এবং লুকলস তৎকালীন কন্সল থাকাতে উভয়েই পন্তস রাজের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রেরিত হইলেন, কিন্তু দুই জনে সমানভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কটা চল্‌সিডনের নিকটস্থ রণক্ষেত্রে পরাভূত হইয়া নগরীয় প্রাচীরের মধ্যে আশ্রয় লইলেন, সে স্থানেও শত্রুরা আক্রমণ করিল। কিন্তু লুকলস তাদৃক্ দুরবস্থ হয়েন নাই, তিনি সহযোগি কন্সলের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলে তাঁহার শত্রু চল্‌সিডন ত্যাগ করিয়া সিজিকস

আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং মনে করিল যে ঐ ধনাঢ্য জনপদ অধীন করিতে পারিলে এস্যা খণ্ডে অবাধে আধিপত্য স্থাপিত হইবেক, কিন্তু তিনি ঐ নগর আক্রমণ করিতেছেন এমত সময়ে লুকলস রণসজ্জায় যাত্রা করিয়া এক উচ্চ স্থানে শিবির করত রাজদলস্থ লোকের খাদ্যাদি আহরণে ব্যাঘাত করিতে লাগিলেন। মিথ্রিদেতিস ভক্ষ্য দ্রব্যের অপ্রতুল হইলেও নিজ চেষ্টায় ক্ষান্ত না হইয়া বরং আরো আক্রোশ পূর্ব্বক সিজিকম নগর বেষ্টন করিয়া থাকিলেন, কিন্তু অনেকবার যুদ্ধে পরাভূত হওয়াতে অবশেষে অনাহারে নির্মনুষ্য প্রায় সেনা সমভিব্যাহারে সম্প্রতি কনস্তান্তিনোপল নামে প্রসিদ্ধ নগর যাহা পূর্ব্বে বিজান্সিয়ম নামধেয় ছিল তথায় পলায়ন করিলেন। অপর ইতালিতে স্পার্টেকস নামক এক ব্যক্তি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল, তাহার সহকারিতা করণার্থ যে জাহাজ সমূহ প্রেরিত হইয়াছিল তাহাও রোমান কন্সলের হস্তে পড়িয়া সমুদয় নষ্ট হইল, এবং জাহাজস্থ তিন জন সেনানী ধৃত হইলে মার্কস নামে এক ব্যক্তি স্বয়ং রোমান ও সর্টোরিয়সের দলভুক্ত প্রযুক্ত জয়কারি বীরের আজ্ঞাতে বিবিধ যন্ত্রণা পাইয়া হত হইল। এই রূপে লুকলস এক বৎসরে হেমন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুর মধ্যে বিপক্ষ পক্ষীয় লক্ষ লোক নষ্ট করিলেন।

রোমীয় ৬৮০ বৎসরে মিথ্রিদেতিসের প্রতিকূলে যুদ্ধকারি রোমান কন্সলের পিতৃব্য পুত্র লিসিনিয়স লুকলস মাসিদোনিয়া দেশ স্বকীয় প্রদেশ স্বরূপে প্রাপ্ত হইলেন।

পূর্ব্বোক্ত স্পার্টেকস উপপ্লব করিয়া অকস্মাৎ ইতালির মধ্যে যে এক ভয়ঙ্কর নূতন যুদ্ধ উপস্থিত করে তাহার বৃত্তান্ত এই, কাপুয়া নগরে লেন্টুলস নামক এক ব্যক্তি এক দল গোলামকে দর্শক লোকের কৌতুকার্থে পরস্পর খড়্গধারি হইয়া কৃত্রিম যুদ্ধ শিখিবার নিমিত্তে রাখিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অষ্টসপ্ততি জন আপন দলস্থ স্পার্টেকসের শাসনে শিক্ষাগার হইতে পলায়ন করে, ঐ ব্যক্তি যুদ্ধ ব্যাপারে এবং সেনা

পতির কার্য্যে অত্যন্ত নিপুণ ছিল, তাহার সাহস, বুদ্ধি, ধৈর্য্য ও বিবেচনা সকলি আশ্চর্য্য, অতএব যদিও প্রথমতঃ অত্যল্প ক্ষুদ্র লোকের সহিত পলায়ন করিয়া অস্ত্রধারী হয় তথাপি কৌশলক্রমে বিরোধোৎসাহি অনেক লোককে স্বপক্ষ করিয়া এক ভয়ঙ্কর সৈন্য দল সংগ্রহ করিল, তাহারা তাহাকে এবং ক্রিসস ও ইনমেয়স নামক আর দুই জনকে অধ্যক্ষ করিয়া সমস্ত ইতালি ব্যাপিয়া লুঠ এবং অত্যাচার করিতে লাগিল। এই উপপ্লবের কারণ ও আদ্যাবস্থা অতি সামান্য, কিন্তু তাহাতে অবিলম্বে এমত ভয়ানক সংগ্রামের উপক্রম হইল যে দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধ সংক্রান্ত হানিবলের সমর তুল্য ঘোর ভয়জনক হইয়া উঠিল। উক্ত বিদ্রোহকারিদের পক্ষে প্রায় ষষ্টি সহস্র লোক ছিল সুতরাং তাহারা দুই জন রোমান কন্সল এবং অনেক রোমান সেনানীকে পরাস্ত করিল, আর যদিও কিয়ৎকাল ভূরি২ উৎপাত করণে সমর্থ হইল তথাপি রোমানদের পরাক্রম ও স্থির সম্পত্তির বিরুদ্ধে অনেক কাল উৎপাত করিতে পারিল না, অবশেষে ক্রাশস নামক প্রতিনিধি কন্সল দ্বারা আপুলিয়া দেশে পরাস্ত হইল। স্পার্টেকস আপনি অদ্ভুত বীর্য্য প্রকাশ করিয়াও শেষে রণশায়ী হইয়াছিল, ঐ যুদ্ধে দুই বৎসর পর্য্যন্ত ইতালি দেশের মহাদুর্গতি জন্মে, পরে তৃতীয় বৎসরে তাহার অবসান হয়।

রোমীয় ৬৮২ বৎসরে লেন্টুলস এবং অরেষ্টিস নামে দুই জন কন্সল নিযুক্ত হয়, তৎকালে রোমানদিগের মিথ্রিদেতিসের সহিত এক যুদ্ধ এবং মাসিদন দেশে অপর সংগ্রাম প্রবল ছিল, লুকলস নামক দুই ব্যক্তি ঐ দুই যুদ্ধ নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে লুসিয়স লুকলস সিজিকম নগর সন্নিধানে মিথ্রিদেতিসের সহিত যুদ্ধ করিয়া কৃতকার্য্য হয়েন, পরে ইতালীয় কৌতুকার্থ নিযুক্ত যোদ্ধাদের রাজবিদ্রোহে সাহায্য করণার্থে প্রেরিত জাহাজ সমূহ নষ্ট করেন, এক্ষণে তিনি পলায়নপর রাজার উদ্দেশে

যাত্রা করিলেন। ঐ নৃপতি কুত্রাপি আশ্রয় না পাইয়া আপন রাজ্যের অন্তর্বর্ত্তি দেশে প্রবেশ করিলেন, তাহাতে পন্তসের মধ্যেই যুদ্ধ উপস্থিত হইল, কেননা রোমান সেনাপতি পাফ্লেগোনিয়া ও বিথিনিয়া অধিকার করণানন্তর পন্তস রাজ্যকে আক্রমণ করিয়া তথাকার সিনোপি এবং আমিসস নামক দুই প্রসিদ্ধ নগরী গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর কেবাইরাতে পুনশ্চ এক সংগ্রাম হয়, সে স্থলে মিথ্রিদেতিস নিজ রাজ্যের সমস্ত প্রদেশ হইতে ভূরি২ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া উপস্থিত করেন, কিন্তু লুকলসের সৌভাগ্যোদয় হেতু পাঁচ সহস্র মাত্র রোমান সৈন্যেতে রাজপক্ষীয় ত্রিংশৎ সহস্র উৎকৃষ্ট সেনাকে পরাভূত করিল, ফলতঃ মিথ্রিদেতিস স্বদেশ মধ্যেও বৈরি নিরাকরণ কৌশলে অনভিজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁহার অধীন নগরস্থ লোকেরা বহুবীর্য্য প্রকাশ করিলেও তিনি সে সকল নগরকে কৃত্রিম উপায় দ্বারা শত্রুর দুর্গম্য করিতে পারেন নাই সুতরাং রোমানেরা তাঁহাকে দেশত্যাগী করিয়া তাঁহার শিবির লুণ্ঠন ও রাজ্যহরণ করিল, তিনি পূর্ব্বে যে ক্ষুদ্রতর আর্মিনিয়া জয় করিয়াছিলেন তাহাও এক্ষণে শত্রু হস্তে পড়িল। মিথ্রিদেতিস পলায়নপর হইয়া আপন জামাতা আর্মিনিয়ারাজ টাইগ্রেনিসের শরণাপন্ন হইলেন।

উক্ত টাইগ্রেনিস তৎকালে এস্যার মধ্যে অতি পরাক্রমশালি রাজা ছিলেন, তিনি পার্থিয়ানদিগকে অনেকবার পরাভূত করিয়া মিসোপোটেমিয়া, সিরিয়া, এবং ফিনিসিয়ার কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন, এবং অমাত্যগণের বন্দিত ও সর্ব্বজনের ভয়স্থান হইয়া মহা গৌরবে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু তাঁহার ধারাবাহিক সৌভাগ্য প্রযুক্ত অন্তঃকরণে অনেক কুসংস্কার জন্মিয়াছিল. তিনি অভিমানে মত্ত হইয়া আপনাকে অজেয় জ্ঞান করিতেন, তন্নিমিত্ত শত্রু নিকটস্থ হইলেও রোমান সেনাপতিকে অবজ্ঞা করিয়া প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলেন যে উহার সহিত স্বয়ং যুদ্ধ করিলে মর্য্যাদার লাঘব হইবে, একারণ এক জন অমাত্যকে আদেশ করেন যে তিন

সহস্র অশ্ব এবং যথেষ্ট পদাতিক লইযা গিয়া রোমান কন্সলের সমস্ত সেনা সংহার করত তাহাকে সজীব ধরিয়া আন।

মিথ্রিদেতিস আর্মিনিয়াতে পলায়ন করিলে লুকলস আপিয়স ক্লদিয়সকে টাইগ্রেনিসের নিকট এই নিবেদন করিতে পাঠাইলেন যে পলায়িত এবং পরাভূত রাজাকে আমারদিগের হস্তে সমর্পণ কর নচেৎ আমরা যুদ্ধ কবিব। রোমান দূত আসিয়া সাহস ও গাম্ভীর্য্য পূর্ব্বক ঐ কথা কহিলে আর্মিনিয়া রাজের চমৎকার বোধ হইল, কিন্তু সকলেব বন্দনাভাজন হওয়াই তাঁহার অভ্যাস ছিল, সুতবাং ঐ রূপ ভয় প্রদর্শক নিবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। অতএব লুকলস পলায়িত শত্রুর উদ্দেশে আর্মিনিয়াতে সসৈন্যে গমনকরা ধার্য্য করিয়া টাইগ্রেনিসের রাজ্যে উৎপতিত হইলেন, এবং তথাকার রাজধানী টাইগ্রেনোসর্টা নামক অতি প্রসিদ্ধ নগরী আক্রমণ করিলেন, পরে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে আর্মিনিয়ান সেনা তুষেব ন্যায় উচ্ছিন্ন হইতে লাগল,* লুকলস কেবল অষ্টাদশ সহস্র লোক সমভিব্যাহারে আসিয়া রাজার ছয় লক্ষ ধনুর্ধর ও অন্যান্য অস্ত্রধারি সৈন্য সামন্তকে পরাস্ত করিয়া ঐ অসংখ্য চমূর অনেকাংশ নষ্ট করিলেন, পরে মিসোপোটেমিয়াতে প্রবেশ করিয়া নিসিবিস নগর অধিকাব করত সেই স্থানে আপন মূল শিবির স্থাপন করিলেন আব তথায় আর্মিনিয়া রাজের ভ্রাতাকে কারারুদ্ধ করিলেন।

লুকলস এইং বীর্য্য প্রকাশের পর পার্থিয়া দেশ জয় করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন কিন্তু নিজ সৈন্যসমূহের মধ্যে তুমুল কলহ উপস্থিত হওয়াতে মনস্কামনা সিদ্ধ করিতে পারেন নাই। আর্মিনিয়া ও পন্তসের রাজারা শত্রুর শিবিরে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত দেখিয়া আনন্দচিত্তে আপনাদের লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পন্তস দেশ রক্ষার্থ যে রোমান কর্ম্মচাবী

* নিবর নামক গ্রন্থকারকের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

নিযুক্ত হইয়াছিল মিথ্রিদেতিস তাহাকে পরাভূত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, এবং লুকলস ট্রাইএরিয়সের শাসনে যে সৈন্যগণ পাঠাইয়াছিলেন তাহারদিগকেও পরাস্ত করিয়া নিজ রাজ্যের অধিকাংশ পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলেন।

তৎকালে লুকলসের উপর রোমান লোকদের এমত সন্দেহ হইয়াছিল যে তিনি অর্থের লোভে শীঘ্র যুদ্ধ শেষ করিতেছেন না, পরে তাঁহার অসৌভাগ্য প্রযুক্ত নিজ সেনাগণই কলহ উপস্থিত করাতে তাঁহার বিপক্ষেরা সেই সুযোগে তাঁহার পরিবর্ত্তে পম্পিকে সেনানী নিযুক্ত করণার্থ অধিক যত্ন করিতে লাগিল।*

লুকলস নামক অন্য এক ব্যক্তি যিনি মাসিদনের আধিপত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি রোমানদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে বেসি জাতিদের উপর আক্রমণ করিয়া হিমস পর্ব্বতে ঘোরতর যুদ্ধান্তে তাহাদিগকে পরাভূত করেন, এবং এক দিনেব মধ্যেই তাহারদিগের অস্কুদামা নাম্নী নগরী বেষ্টন করিয়া অধিকার করেন, পরে কেবাইল নগর গ্রহণ করিয়া ডেনিউব নদী পর্য্যন্ত যাত্রা কবিলেন, অনন্তর পন্তসের উপরিস্থ অনেক নগর আক্রমণ করিয়া এপলোনিয়া নামে পুরী উচ্ছিন্ন করিলেন, এবং কালাতিস, পার্থিনোপলিস, তোমাই, ইস্তর, বিজিয়া প্রভৃতি জনপদ আপনার অধীনে আনিলেন, ও যুদ্ধান্তে রোমে প্রত্যাগমন করিলেন। উক্ত দুই জন লুকলস জয় যাত্রাব অনুমতি পাইয়াছিলেন কিন্তু লুসিয়স লুকলস অধিক মর্য্যাদাভাজন হইলেন কেননা তিনি মিথ্রিদেতিসের প্রতিকূলে যুদ্ধ কবিয়া মহৎ২ রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। মাসিদনের যুদ্ধ যদিও শেষ হইয়াছিল তথাপি তখন মিথ্রিদেতিসের সহিত সংগ্রামেব অবসান হয় নাই, সে যুদ্ধ বরং পুনশ্চ প্রবল হইয়া উঠিল, কেননা রোমানদের মধ্যে যে গোলযোগের নিমিত্ত লুকলস পদচ্যুত হয়েন পন্তস রাজ সেই সমস্ত গোলযোগের

* নিবর।

সংবাদে হৃষ্টচিত্ত হইয়া নূতন সেনা সংগ্রহ পূর্ব্বক আপনার পরাক্রম বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

ঐ সময়ে আন্তোনি নামক সেনাপতি ক্রিট উপদ্বীপে যে যুদ্ধ অন্যায় করিয়া আরম্ভ করিয়াছিল তাহার অবসান হইল। মেতেলস নামক এক ব্যক্তি যিনি ৬৮৪ বৎসরে কন্সল হইয়াছিলেন তিনি ঐ উপদ্বীপের অধ্যক্ষতা করিতে প্রেরিত হইলেন, পরে সংগ্রামে কৃতকার্য্য হইয়া শত্রুকে বারম্বার পরাজয় করিয়া সমুদয় উপদ্বীপ অধীন করিবার প্রতীক্ষায় আছেন এমত সময়ে পম্পি সামুদ্রিক দস্যুদিগের দমনার্থ বিশেষ শক্তি প্রাপ্ত হওয়াতে আর সুশীল স্বভাব প্রযুক্ত পরাজিত লোকদিগের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করাতে ক্রিটানেরা তাহা শুনিয়া পেম্ফিলিয়াতে তাঁহার নিকট দূত পাঠাইয়া কহিল "আমরা তোমার বশীভূত হইতেছি আমাদিগকে আপন আশ্রিত কর"। পম্পি তাহাদের নিবেদন গ্রাহ্য করিয়া মেতেলসকে উক্ত উপদ্বীপে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিলেন, এবং তথাকার লোকেরদিগকে বশীভূত বলিয়া গ্রহণ করণার্থে আপনার এক কর্ম্মচারিকে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু মেতেলস তাঁহার নিষেধ অগ্রাহ্য করিলেন এবং সংগ্রামে ত্রুটি না করিয়া শীঘ্র সমুদয় উপদ্বীপ জয় করিলেন। তিনি তজ্জন্য ক্রিটিকস উপাধি প্রাপ্ত হয়েন এবং জয় যাত্রার অনুমতি পায়েন পরন্তু পম্পির আদেশ অমান্য করিয়াছিলেন একারণ তাঁহার জয়যাত্রাতে কএক বৎসর বিলম্ব হইয়াছিল।

ঐকালে (কোন২ লোকের মতে উহার ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে) আপিয়ন রাজার দানপত্রানুসারে লিবিয়া দেশ রোম রাজ্যের সহিত মিশ্রিত হয়, তাহাতে বেরিনিসি তলমাইস সাইরিনি প্রভৃতি মহা নগর রোমানদের অধীনে আইসে।

এই সময়ে সমুদ্রের উপর অনেক দস্যুর উৎপাত হইতে লাগিল, মেদিতরেনিয়ান সাগরের পূর্ব্বভাগে ঐ প্রকার উপদ্রব নূতন নহে, সিলিসিয়া দেশের পর্ব্বতময় অঞ্চলের লোকেরা বহুকালাবধি উক্ত ব্যবসায়ে ধনোপার্জ্জন করিত, মাসিদোনিয়ানদের সময়া-

বধি নানাবিধ নাবিক তস্করের বর্ণনা লিখিত আছে, কিন্তু এইসময়ে তাহারা যেরূপ দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল প্রাচীন কালে তদ্রূপ হয় নাই, ঐ দস্যুদের এমত স্পর্দ্ধা হইয়াছিল যে রোম নগরের সন্নিধানেও তস্করবৃত্তিতে ক্ষান্ত হইত না, নগরের নিকটেও কেহ ধন প্রাণ বিষয়ে নির্ভয়ে থাকিতে পারিত না, রোমানেরা দিগ্বিজয় করিয়াছিল তথাপি অন্যান্য লোকের ন্যায় ঐতস্কর দলের ভয়ে ভীত হইত আর কেহই নির্ভয়ে জাহাজে গমন করিতে পারিত না, অতএব পম্পির উপর ঐ দারুণ উৎপাত দমন করিবার ভার অর্পিত হইল, সুতরাং তিনি সমুদয় মেদিতরেনিয়ান সাগরের উপরে অধ্যক্ষতা করিতে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। পম্পি ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন করণে অতি সত্বর হইয়া শীঘ্র কৃতকার্য্য হইলেন, তিনি সাত সপ্তাহের মধ্যে সমুদ্রের প্রত্যেক অংশ হইতে দস্যুদিগকে নিরাকরণ করিলেন, আর যেপ্রকার কার্য্যকৌশল বুদ্ধি ও সুশীলতায় মনুষ্যদের সর্ব্বাবস্থায় মঙ্গল হইতে পারে তাহা প্রকাশ করিয়া পুনর্ব্বার ঐ উৎপাত ঘটিবার কোন সম্ভাবনা রাখিলেন না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে পম্পি দস্যুগণের দমনানন্তর মিথ্রিদেতিস ও টাইগ্রেনিসের প্রতিকূলে যুদ্ধ করণার্থে লুকলসের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহাতে মিথ্রিদেতিস যে২ দেশ জয় করিয়াছিল সে সমস্ত এক যুদ্ধেই হারাইল, কথিত আছে যে পম্পির পক্ষে কেবল বিংশতি লোক ও দুই জন শতসেনাপতি বিনষ্ট হয় তথাপি তিনি ক্ষুদ্রতর আর্মিনিয়াতে রজনীযোগে রাজাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তাহার শিবির লুণ্ঠন ও চল্লিশ সহস্র সৈন্য হত্যা করেন। মিথ্রিদেতিস এই রূপে পরাভূত হইয়া দুই জন সহচরের সহিত অপনার স্ত্রী লইয়া পলায়ন করিল, তাহার আত্ম পরিজনেই তাহাকে ভয় ও ঘৃণা করিত, কোন দুর্ঘটনার সময়ে তিনি এমত উন্মত্ত হইয়া শোক প্রকাশ করিতেন যে তাহার সন্তান ও ভৃত্যেরা তাহাদেখিয়া ভয়ে কম্পিত কলেবর হইত এবং মনে২ তাহার মৃত্যু প্রার্থনা করিত। তাহার একপুত্রের নাম মেকেরিস, তিনি

রোমানদের সহিত স্বতন্ত্র সন্ধি করিতে স্থির করিয়াছিলেন একারণ পিতার ভয়ে আত্মহত্যা করিলেন। আর এক পুত্রের নাম ফার্নেসিস, তিনি সেনাগণের মধ্যে উপপ্লব উঠাইয়া আপনি তাহাদের অধ্যক্ষ হইলেন, পুত্র হইয়া পিতার বিরুদ্ধে এমত বিদ্রোহ করাতে সে ব্যাপার অতিশয় ভয়ঙ্কর হইল, মিথ্রিদেতিস পুত্র দ্বারা হত হইবার আশঙ্কায় আপনি বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। মিথ্রিদেতিস রাজা রোমানদিগের প্রাধান্য খর্ব্ব করণার্থে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিয়া যুদ্ধবীরত্ব ও সেনানীত্ব উভয় বিষয়ে নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে তাহার এই দুর্গতি হইল। তিনি ৬০ বৎসর রাজ্য করিয়া ৭২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে সিমরিয়ান বস্ফরসে পঞ্চত্ব পাইলেন।

অনন্তর পম্পি টাইগ্রেনিসের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন তাহাতে টাইগ্রেনিস মান সম্ভ্রমের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া রোমানদের প্রস্তাবিত পণে সম্মত হইয়া সন্ধির প্রার্থনা করিলেন, এবং আর্টাক্সটা হইতে ষোড়শ মাইল ভ্রমণ করিয়া উক্ত জয়বীরের শিবিরে আসিয়া নতজানু হইয়া তাঁহার হস্তে আপনার মুকুট সমর্পণ করিলেন, পম্পি সৌজন্য প্রকাশ পূর্ব্বক ঐ কিরীট তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া যথোচিত সমাদর করিলেন, কিন্তু আর্ম্মিনিয়া প্রপর ব্যতিরিক্ত তাঁহার সমস্ত রাজ্য অধিকার করিলেন এবং অনেক ধন লইলেন অতএব টাইগ্রেনিস সিরিয়া ফিনিসি এবং সোফিনি দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, এবং রোমানদিগের সহিত অকারণে সংগ্রাম করিয়াছিলেন এনিমিত্তে তাঁহাকে ছয় সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিতে হইল।

মিথ্রিদেতিস এবং টাইগ্রেনিসের পরাজয় পরে পম্পি রোমানদিগের অধিকৃত দেশ সমূহের শাসনাদির নিয়ম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অপর ইউক্সাইন এবং কাস্পিয়ান সমুদ্রের মধ্যস্থল নিবাসি আল্বান নামক এক জাতির সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহারদিগের রাজা অরোডিসকে তিনবার পরাভূত করিলেন, ঐ রাজা পরাস্ত হইয়া তাহার নিকট উপঢৌকন ও বিনয় পত্র

দ্বারা দয়া প্রার্থনা করাতে তিনি ক্ষান্ত হইয়া সন্ধি করিলেন। তিনি আইবিরিয়ানদিগের রাজা আর্থেসিসের সহিতও যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সে ব্যক্তিও শরণাগত হইয়া সন্ধির প্রার্থনা করে। পরে তিনি গালেসিয়ানদের অধিপতি দাইওতেরসকে ক্ষুদ্রতর আর্মিনিয়া দেশ দান করিলেন কেননা ঐ রাজা মিথ্রি-দেতিসের সহিত যুদ্ধকালে তাঁহার আনুকূল্য করিয়াছিল। অনন্তর আতেলস ও পাইলিমিনিসকে পুনশ্চ পাফ্লেগোনিয়া রাজ্যের অধিপতি করিলেন আর আরিষ্টার্কসকে কল্চি-যান দেশের রাজত্বে অভিষিক্ত করিলেন, এবং আইটিউরিয়ান ও আরবি লোকেরদিগকে পরাজয় করিয়া সিরিয়া দেশে যাত্রা করত সিলুসিয়া নাম্নী আন্তিওকের সন্নিহিত নগরীকে স্বাধীন করিলেন কেননা তথাকার লোকেরা টাইগ্রেনিসের বশীভূত হয় নাই। পরে আন্তিওক নগরস্থ লোকেরা যেং ব্যক্তিকে প্রতিভূ স্বরূপে সমর্পণ করিয়াছিল তাহারদিগকে মুক্ত করিলেন, আর দাফনেনসিয়ানদের উর্ব্বরা এবং উত্তম জলময় ভূমিতে এক রম্য বনের শোভা দেখিয়া চমৎকৃত হওত ঐ বন বৃদ্ধির নিমিত্ত তথাকার লোকদিগকে এক প্রশস্ত দেশ দান করিলেন। ঐ কালে য়িহুদিদিগের দুই রাজকুমার রাজ্যাধিকার প্রাপ্তির বিষয়ে পরস্পর বিরোধ করিতেছিল তাহারাও তাঁহাকে আপনাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিতে আহ্বান করিল, তিনি ঐ বিবাদির-দের মধ্যে হর্কেনস নামক রাজপুত্রের পক্ষে মীমাংসা করিলেন, কিন্তু আরিষ্টোবিউলস নামক অপর বিবাদী তাহাতে সম্মত হইল না, ইহাতে তিনি য়িহুদিদিগের দেশে যাত্রা করিয়া তিন মাস পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত আক্রমণ করত যিরুশালমের মন্দির অধি-কার করিলেন, ঐ আক্রমণে দ্বাদশ সহস্র যিহুদি লোক নষ্ট হয় কিন্তু অবশিষ্ট ব্যক্তিরদিগকে তিনি ক্ষমা করিলেন। পম্পি ঐ পরাজিত দেশের ধর্ম্মালয়ে প্রবেশ করিয়া প্রজারদিগকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধচিত্ত করিয়াছিলেন কেননা ঐ প্রাসাদের মধ্যে পবিত্র স্থান নামে প্রসিদ্ধ অংশে বলদ্বারা গমন করিয়া পরে পবিত্র-তম নামে প্রসিদ্ধ স্থানেও প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে স্থানে

কেবল মহাযাজক বৎসরের মধ্যে এক দিবস গমন করিতে পারিতেন তদ্ভিন্ন অন্য কাহারো তথায় পদার্পণ করণের অধিকার ছিল না। য়িহুদিদিগের পরাজয় ও মন্দির হরণের পরেই এস্যার বহুকাল স্থায়ি যুদ্ধের অবসান হয়।

পম্পি এস্যার যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইয়াছেন ও যিরুশালম জয় করিয়াছেন এ সংবাদ শ্রবণে রোম নগরে মহানন্দ হইল এবং সেনেট মহাসভা মধ্যে তিনি অপূর্ব্ব সম্ভ্রম-ভাজন হইলেন, সিসিরো নামক প্রসিদ্ধ সদ্বক্তা ও দর্শনবেত্তা তখন কন্সল ছিলেন, তিনি ঐ রূপ সম্ভ্রম করণের প্রস্তাব করত বহুতর সদ্বক্তৃতার সহিত পম্পির গুণবর্ণন করিলেন।

সিসিরোর কন্সলত্ব সময়ে কাটিলিন নামক এক ব্যক্তির কুমন্ত্রণা প্রকাশ পায় ও তাহার দমন হয়, অন্যান্য অনেক ইতরদলপতি সেনেটরদিগের বিপক্ষ ও অবাধ্য হইয়াছিল বটে কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে তাহারদিগের সহিত গণ্য করা যাইতে পারে না, আর গ্রাকসদিগের ন্যায় যাহারা অনেককে আপনারদিগের স্থাবর বিষয়ে বঞ্চিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল তাহারাও উক্ত কাটিলিনের সদৃশ নহে কেননা তাহারদিগের প্রস্তাব দেশের ব্যবস্থিত নিয়মানুযায়ি ছিল আর তাহারা অবিবেচক ও প্রচণ্ডস্বভাব হইলেও স্বদেশীয় মহত্তম লোকের হিংসার প্রস্তাবে তাহারদিগের লোমাঞ্চ হইত। সিসিরো কন্সল হইবার দুই বৎসর পূর্ব্বে কাটিলিন কন্সলদিগকে নষ্ট করিয়া আপনি রোমানদেশের রাজা হইবেক এই সঙ্কল্পে কএক লোকের সহিত গোপনে মন্ত্রণা করিয়াছিল, কিন্তু তৎকালে তাহার সংকল্পে ব্যাঘাত হয় একারণ রক্তারক্তি করণের অভিপ্রায় ত্যাগ করে, পরে সিসিরোর কন্সলত্ব সময়ে পুনর্ব্বার রাজ্যের প্রতিকূলে তদ্রূপ মন্ত্রণা করিয়া রোম নগরে এক পরাক্রান্ত দল বদ্ধ করিল, তাহারদের তাৎপর্য্য এই যে এক নির্দ্দিষ্ট দিনে সিসিরোকে বধ করিয়া দেশে উপপ্লব করিবে। সিসিরো এই কুমন্ত্রণা গোপনে অবগত হইয়া তাহারদিগের দোষ সপ্রমাণ করিয়া ব্যবস্থানুসারে দণ্ড করণার্থে

ছল দ্বারা এক উপায় স্থির করিলেন। সেই সময়ে আলো ব্রজিস জাতিদের কএক জন দূত স্বদেশীয় শাসনকর্ত্তৃগণের অত্যাচার হেতুক সেনেটরদিগের নিকট প্রতীকার প্রার্থনায় রোমনগরে আসিয়াছিল; কাটিলিন তাহারদিগকে স্বীয় কুচেষ্টায় সহকারি করিয়া সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করে তাহারা আসিয়া সিসিরোর নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিল, তাহাতে তিনি ছল করিয়া ফ্লাকস এবং পম্পটিনস নামক দুই জন নগরের প্রিতরকে তাহাদিগকে ধরিতে আজ্ঞা দিলেন, পরে সহচরদিগের প্রতি নিবেদিত কাটিলিনের স্বাক্ষরিত লিপি তাহারদিগের কগজ পত্রের মধ্যে প্রকাশ হওয়াতে সম্পূর্ণ রূপে দোষ সপ্রমাণ হইল। অনন্তর কুমন্ত্রণা কারিরা ধৃত হইলে সেনেটরেরা তাহারদিগকে রাজবিদ্রোহি বলিয়া দোষী করিলেন তাহাতে তাহারা সকলেই কারাগারের মধ্যে মৃত্তিকার নীচস্থ এক গুপ্ত গহ্বরে নীত হইয়া কণ্ঠপেষণ দ্বারা হত হইল।

তৎকালীন কাটিলিন স্বয়ং রোমে উপস্থিত ছিল না সে ব্যক্তি সেনেটসভামধ্যে সিসিরোর দ্বারা প্রথমতঃ অপবাদিত হইয়া দোষের পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ প্রকাশ হইবার অগ্রে পলায়ন করে, এবং ইক্রুরিয়াতে স্বদেশের অনিষ্ট কল্পনা সিদ্ধির নিমিত্তে যে রাজবিদ্রোহি সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিল তাহারদিগের নিকট গমন করিল, অতএব আন্তোনি নামক অপর কন্সল তাহার দমনার্থে প্রেরিত হইলে কাটিলিন পরাজিত হইয়া হত হইল।

সিলেনস এবং মুরিনা নামক দুই জনের কন্সলত্ব কালে মেতেল্লস ক্রিট উপদ্বীপে জয়লাভ হেতু জয়যাত্রার অনুমতি পাইলেন, এবং পম্পিও মিথ্রিদেতিসের ও সামুদ্রিক দস্যুগণের প্রতিকূলে মহাবীর্য্য প্রকাশ করাতে তদ্রূপ সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইলেন। পম্পির জয়যাত্রায় যে ঘটা ও আড়ম্বর হয় পূর্ব্বে কখন তাদৃশ হয় নাই, মিথ্রিদেতিস ও টাইগ্রেনিসের পুত্রেরা এবং য়িহুদিদিগের রাজা আরিষ্টবুলস তাহার রথের অগ্রে নীত হইল, এবং তাহার দ্বারা পরাজিত দেশ হইতে যেং কর উৎপন্ন

হইয়াছিল ঐ জয়বীর তাহার এক সংখ্যা লিপি প্রকাশ করিলেন। এই সকল যুদ্ধান্তে রোমানেরা শান্তি ও সন্ধির ফল ভোগ করিতে অবকাশ পাইলেন কিন্তু তাহা বহুকাল রহিল না।

রোমীয় শকের প্রায় ৬৯৩ বৎসরে জুলিয়স সিজর যিনি পরে রোমদেশে একাধিপত্য করেন তিনি স্পেনে বহুবিধ রাজনীতি ও যুদ্ধকৌশল প্রকাশ করিয়া নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এককালে জয়যাত্রার অনুমতি ও কন্সলত্ব পদ প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু ঐ উভয় প্রার্থনা এককালে ব্যবস্থা মতে হইতে পারিত না একারণ জয়যাত্রার অভিলাষ ত্যাগ করিয়া কন্সলত্বেরি প্রয়াস করিতে লাগিলেন, এবং বিবুলস নামক অন্য এক ব্যক্তির সহিত কন্সল পদে নিযুক্ত হইলেন।

পম্পি, সিজর, এবং ক্রাশস এই তিন জন তৎকালে দেশের মধ্যে অতি পরাক্রমশালী ছিলেন, সেনানী কার্য্যে অতিশয় দক্ষতা হেতু পম্পি সাধারণের মান্য ও প্রিয় হইয়াছিলেন. সিজর সদ্বক্তৃতা দাতৃত্ব এবং যুদ্ধনৈপুণ্যপ্রযুক্ত যশোভাজন হয়েন, ক্রাশস অতি ধনাঢ্য ছিলেন। ঐ তিন ব্যক্তি এক্ষণে একত্র পরামর্শ করিয়া পরস্পর এই প্রতিশ্রুত করিলেন যে আপনারদিগের সকলের সম্মতি না হইলে দেশের মধ্যে কোন ব্যবস্থা স্থাপিত হইতে দিবেন না। এই মিলন রোমদেশের প্রথম ত্রিয়ম্বরেট অর্থাৎ তিন ব্যক্তির শাসন বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়।

সিজর গাল দেশে সাধারণ ব্যবহারের অতিরিক্ত কাল ব্যাপিয়া সেনানীত্ব পদ পাইতে বাসনা করিলেন কেননা তাহা পাইলে তিনি এক প্রাচীন ও কার্য্য কুশল সেনার চিরশাসন কর্ত্তা হইতে পারিবেন। দেশের মধ্যে তাঁহার যে সুখ্যাতি ছিল তৎপ্রযুক্ত পম্পির সহায়তায় শীঘ্র তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল, তিনি আল্‌পস পর্ব্বতের উভয় পারস্থ গাল দেশের এবং ইলিরিকমের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইয়া চারি লিজিয়ন সেনা আপনার শাসনে পাইলেন। সিজর এই রূপে এমত

কার্য্যকুশল হইয়া যুদ্ধবীরত্ব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন যে তদ্দ্বারা ক্রমশ রোম রাজ্যের সর্ব্ব প্রধান হইয়া উঠিলেন, ঐ সকল যুদ্ধবীরত্বের বর্ণনা তাঁহার নিজ রচিত গ্রন্থে বিস্তারিত আছে। সিজর প্রথমতঃ হেল্‌বিসিয়ান অর্থাৎ এক্ষণে যাহাকে সুইজরলেণ্ড কহে সেই দেশের প্রজাগণকে জয় করেন পরে কোন শঙ্কটে ভয় না পাইয়া এবং সকল বিঘ্নকারি শত্রুকে খর্ব্ব করিয়া ব্রিটিস চানেল নামক সমুদ্র পর্য্যন্ত আপনার জয়পদবী বিস্তার করিলেন, অপর যে প্রকাণ্ড দেশ আল্‌পস পর্ব্বত এবং রাইন ও রোন নদী আর সমুদ্র পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া সামান্য গাল নামে বিখ্যাত ছিল আর যাহার পরিধি পরিমাণ ৬০০০ মাইল, তাহা সম্পূর্ণরূপে রোম রাজ্যের অধীনে আনিলেন। আর তাঁহার জয়পদবী সমুদ্রেতেও রুদ্ধ হইল না, তিনি সাগর পার হইয়া ব্রিটেন উপদ্বীপ আক্রমণ করিলেন, তৎকালে উক্ত উপদ্বীপস্থ লোকেরা এমত অপরিচিত ছিল যে সিজরের আক্রমণের পূর্ব্বে রোমানেরা প্রায় তাহারদিগের নামও অবগত ছিল না, সিজর অক্লেশে তাহারদিগকে জয় করিয়া কর প্রদান স্বীকার করিতে বাধিত করিলেন এবং সন্ধি পত্রের নিয়ম পালনার্থ প্রতিভূ স্বরূপ লোক লইয়া গাল মহাদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু ক্লদিয়স রাজার পূর্ব্বে ব্রিটনেরা প্রকৃতরূপ পরাজিত হয় নাই।

সিজর রোন নদীর উভয তীরস্থ জর্মাণ জাতিরদের সহিতও যুদ্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ নদীর অপর পারে তাহারদিগকে দমন করিতে পারেন নাই। তিনি যৎকালীন গাল দেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব পদ প্রথমতঃ গ্রহণ করেন তৎকালে সেই দেশস্থ লোকেরা জর্মাণদিগকে আপনারদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যুদ্ধবীর জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত ভয় করিত। অপর হেল্‌বিসীয়দিগের পরাজয়ানন্তর গালদেশের অনেকাংশ হইতে দূত আসিয়া তাঁহার নিকটে জর্মাণদিগের প্রতিকূলে এই নিবেদন করিল যে তাহারা গাল দেশে অন্যায় আক্রমণ করিয়াছে এবং তাহারদিগের রাজা আরিওবিষ্টস সকলের উপর অত্যন্ত

অত্যাচার করিতেছে। সিজর দূতগণের নিবেদনে মনোযোগ করিয়া জর্মাণদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং ঐ রণে অনেক জর্মাণ নষ্ট করিলেন, তাহাতে তাহারা পরাভূত হইয়া রোন নদীর পর পারস্থিত স্বদেশে পলায়ন করিল।

সিজর জর্মাণদিগের আরও দুই জাতি অর্থাৎ উসিপিতস এবং তেঞ্চতেরিদিগের বিরুদ্ধে শস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেননা তাহারা রোন নদী পার হইয়া মো নদী তীরস্থ বেলজিয়ানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। তিনি তাহারদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন বটে কিন্তু প্রতারণা পূর্ব্বক জয়লাভ করাতে তাঁহার জয়ে কলঙ্ক স্পর্শ হইয়াছিল। সিজর সন্ধি ধার্য্য করণের ছলে তাহারদিগের অধ্যক্ষগণকে আপনার নিকট আসিতে আদেশ করিয়াছিলেন তাহাতে অধ্যক্ষেরা সন্দেহ না করিয়া সরলান্তঃকরণে উপস্থিত হইলে পর তাহারদিগের অধ্যক্ষ বিহীন সেনাগণকে আক্রমণ করেন, সুতরাং জর্মাণেরা অকস্মাৎ আক্রান্ত হওয়াতে অস্ত্র ত্যাগ পূর্ব্বক মহাভয়ে পলায়ন করত রোন এবং মো নদীর সংযোগ স্থলে পার হইয়া স্বদেশে গমন করিতে চেষ্টা করিল এবং প্রায় সকলেই জলমগ্ন হইল।

জর্মাণদিগের সহিত উক্ত সংগ্রাম ব্যতিরিক্ত সিজর দুইবার রোন নদী পার হইয়া তাহারদের স্বদেশে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি সিকম্বিরিদিগের বিরুদ্ধে রণযাত্রা করেন, তাহা উসিপিতিসও তেঞ্চতেরিদিগের পরাজয়ের কিঞ্চিৎ পরে হয়। দ্বিতীয়তঃ সুইবিদিগের সহিত যুদ্ধ করেন কেননা তাহারা কোনং গালীয় বিদ্রোহকারিদিগকে সাহায্য ও উৎসাহ দিয়াছিল, কিন্তু ঐ দুই রণযাত্রার মধ্যে কোনটীতে বিশেষ ফলোৎপত্তি অথবা রোমানদিগের রাজ্যবৃদ্ধি হয় নাই, রোন নদীই তাহাদের রাজ্যের সীমা হইয়া রহিল।

সিজর গালদেশে সংগ্রাম করিয়া নিরন্তর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বটে কিন্তু মধ্যেং বিপরীত ঘটনা হইয়াছিল এবং তাহাতে দুই এক বার তাঁহার অনেক অনিষ্ট ঘটিয়াছিল আর

তিনি স্বয়ং নিবাশ ও পরাভূত হইযাছিলেন। এক বার সেবিনস এবং কটা নামক তাঁহার দুই কর্ম্মচারী সৈন্যসামন্ত সহিত যাত্রা করত ইবুরোনিদিগের রাজা আম্বিওরিক্সের দ্বারা অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া সকলেই সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। দ্বিতীয়বার আদুএতিকা গ্রামস্থ রোমান শিবির অন্য এক কর্ম্মচারির শাসনে থাকিয়া এক দল জর্মাণ লোক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল তাহাতে তথাকার সমস্ত সেনা বিনষ্ট প্রায় হইয়াছিল। আর এক বার সিজর আপনি আবর্ণি জাতিদের দ্বারা পরাস্ত হয়েন তাহাতে তাঁহার সমুদয় এক লিজিয়ন সেনা বিনষ্ট হয়, বর্সিঞ্জেতোরিক্স নামক এক ব্যক্তির শাসনে গাল জাতিরা একত্র মন্ত্রণা করিয়া উপপ্লব করিযাছিল, সিজর তাহা নিবারণ করিতে উদ্যত হইয়া ঐ বিপত্তিতে পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে উপপ্লব কারি-দিগকে দমন করিয়া এবং তাহারদিগের দলপতিকে আপনার অধীনে আনিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রতীকার করিলেন।

যৎকালীন সিজর গাল দেশ জয় করিতেছেলেন তৎকালে তাঁহার সহযোগি ত্রিয়ম্বির ক্রাশস পার্থিয়া দেশে যুদ্ধযাত্রা করিয়া অরোদিস নামক তথাকার রাজার সেনাপতি সুরিনার দ্বারা কারিগ্রামেব সন্নিধানে ঘোর বিপদে পড়িয়া পরাভূত হইয়াছিলেন, এবং শত্রুর প্রতাবণায বঞ্চিত হইয়া আপনার উপযুক্ত ও অতি ক্ষমতাপন্ন পুত্রের সহিত হত হইয়াছিলেন রোমান সেনার মধ্যে যাহারা প্রাণে রক্ষা পাইয়াছিল তাহারা কেশস কুইন্টরের শাসনে পলায়নপর হইল, ঐ কেশস অতি বিবেচক ও বিক্রান্ত ছিলেন, তিনি ইউফ্রেতিস নদীপারে প্রত্যা-বৃত্ত হইয়া শত্রুকে অনেক বার পরাস্ত করত কিয়ৎ পরিমাণে দেশেব লজ্জা রক্ষা করেন।

যদিও পম্পি এবং সিজর প্রথমতঃ পরস্পর মিলন করিয়া অনেক দিবস পর্য্যন্ত আপনাদের সমস্ত কার্য্য নির্বিরোধে নির্ব্বাহ করিয়াছলেন তথাপি পরে তাহারদের মধ্যে বিবাদ ও ঈর্ষার লক্ষণ প্রকাশ হইতে লাগিল, ক্রাশসের মরণানন্তর তাঁহারাই দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়াছিলেন। পম্পি বহু

কালাবধি ইতালির মধ্যে বাস করিয়া স্বদেশীয় লোকেরদিগকে আপনার অনুগত করিবার অনেক সুযোগ পাইয়াছিলেন সুতরাং তিনি রোমের মধ্যে সাধারণের অতিপ্রিয় হইয়াছিলেন। সিজর গাল দেশে কৃতকার্য্য হইয়া সমভিব্যাহারি যোদ্ধাদিগের স্নেহ ও প্রতিষ্ঠার ভাজন হইয়াছিলেন, তাঁহার দাতৃত্ব ও দয়াশীলতা প্রযুক্ত ঐ স্নেহের আরো বৃদ্ধি হইয়াছিল সুতরাং এমত রণ কুশল অথচ প্রবীণ জয়বীর সৈন্যসামন্ত তাঁহার অনুগত থাকাতে তিনি সকল লোকের ভয়স্থান হইয়াছিলেন, পম্পি গাল প্রদেশে তাঁহার বহু কাল ব্যাপি কর্ত্তৃত্ব প্রাপণে আনুকূল্য করাতে তাঁহার সেনানীত্ব প্রভাবের নিমিত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহার বিজাতীয় ক্ষমতা দেখিয়া শঙ্কিত হইতে লাগিলেন।

সুতরাং এক গৃহ বিচ্ছেদের উপক্রম হওয়াতে ক্রমশ ভয়ঙ্কর এবং অশুভ যুদ্ধ উপস্থিত হইল, ঐ সংগ্রামে ঘোরতর রক্তারক্তি ব্যাপার হয় এবং অবসান কালেও দারুণ ফল জন্মে তাহাতে রোমদেশে রাজকীয় নিয়মের বিপর্য্যয় হয় এবং সাধারণ শাসন বস্তুতঃ সম্পূর্ণরূপে উচ্ছিন্ন হইয়া অবশেষে রাজার একাধিপত্য স্থাপন হয়।

বর্সিঞ্জেতোরিক্সের শাসনে যে উপপ্লব উত্থিত হয় তাহার দমনানন্তর গাল দেশ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে সিজর সৈন্য সামন্তকে বিদায় না করিয়া রোম নগরে অনুপস্থিত থাকিয়াও কন্সল হইতে বাসনা করিলেন, এবং আরও অনেক কাল পর্য্যন্ত সেনাপতির পদে নিযুক্ত থাকেন এমত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। পম্পি প্রথমতঃ তাঁহার অভিলাষের যৎকিঞ্চিৎ পোষকতা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু মার্সেলস, বিবুলস, কেটো, তাঁহার সম্পূর্ণ বিপক্ষতা করিলেন, সুতরাং সেনেট সমাজে তাঁহার প্রতি এই আদেশ ধার্য্য হইল যে তিনি সৈন্য সামন্ত বিদায় করিয়া একাকী সামান্য ব্যক্তির ন্যায় নগরে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। সিজর এই বিষয় নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন যে পম্পি যদি অগ্রে সৈন্য বিদায় করেন তবে

তিনিও তাহা করিতে অসম্মত হইবেন না, কিন্তু এক্ষণে সেনেট সমাজে শুদ্ধ তাঁহার প্রতি সেনাপতিত্ব পদ ত্যাগ করণের আদেশ হওয়াতে তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল এবং তাঁহার সেনাগণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিল, আর সেনেটের উক্ত আদেশে ত্রিবুনেরা আপত্তি করিলেও সে আপত্তি গ্রাহ্য হয় নাই এ কারণ ঐ আদেশ এক জন প্রসিদ্ধ কৃতকার্য্য সেনানীর প্রতিকূলে ব্যবস্থা বরিদ্ধ আক্রোশের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল এবং সিজর স্বয়ং সেনেটরদিগকে অত্যন্ত হিংসক জ্ঞান করিলেন, অধিকন্তু ত্রিবুনেরা যেন প্রাণ ভয়ে রোম হইতে পলাইয়া তাঁহার শিবিরে আশ্রয় লওয়াতে উভয় পক্ষের মনোভঙ্গ আরো অধিক হইল। সিজর সেনেটরদিগের আদেশ অমান্য করিয়া আপনার দিগ্বিজয়ি সেনার সমভিব্যাহারে যাত্রা করত রোম নগর অধিকাব করিলেন। কন্সলেরা ইতালির মধ্যে তাঁহার রণযাত্রায় ব্যাঘাত করিতে অক্ষম হইয়া পম্পি এবং প্রায় সমস্ত সেনেটর ও কুলীনবর্গের সহিত একত্র হওত গ্রীশ দেশে গমন করিয়া তথায় যুদ্ধের উদ্যোগ করিলেন।

সিজর রোম নগরে পঁহুছিয়া একাধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন, বিপক্ষ লোকেরা রাজকোষের চাবি লুকাইয়া রাখিয়াছিল একারণ তিনি কোষদ্বার বলদ্বারা মুক্ত করিয়া সর্ব্বাধিপতি রাজার ন্যায় স্বেচ্ছাক্রমে কার্য্য কবিতে লাগিলেন। মেতেলস নামক এক জন ত্রিবুন তাঁহার বিরুদ্ধোক্তি করিয়াছিল্ল কিন্তু তিনি তাহাকে শীঘ্র নিস্তব্ধ কবেন। লোকে মনে করিয়াছিল যে সিজর রোম নগরে উপনীত হইয়া মেরিয়স ও সিলার ন্যায় অনেক রক্তারক্তি ও প্রাণিহত্যা করিবেন, এবং সকলেই এমত আশঙ্কা করিয়াছিল যে মেরিয়সেব ভাগিনেয় মাতুলের পদবী অবলম্বন করিবেন, কিন্তু সিজর কাহারো প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিলেন না, তিনি স্বভাবতঃ করুণার্দ্রচিত্ত ছিলেন কি না তাহার মীমাংসা সহজ নহে, কিন্তু নিশ্চয় বুঝিতেন যে সর্ব্বাবস্থায় মনুষ্যের পক্ষে সত্যবাদিত্ব এবং দয়াবীরত্বই যথার্থ বুদ্ধিকৌশল।

সিজর রোম নগরে আবশ্যক কার্য্য ত্বরায় নির্ব্বাহ করিয়া গাল দেশের দক্ষিণাংশ দিয়া স্পেনে যাত্রা করিলেন এবং তথায় আফ্রেনিয়স, পেত্রিয়স, এবং বারো নামক পম্পির তিন জন সেনানীকে অনেক সৈন্য সামন্ত সহিত পরাভূত করিলেন। তিনি তাহারদিগকে যেমত যুদ্ধকৌশলে জয় করিয়াছিলেন দয়াশীলতাতে বরং ততোধিক কৃতকার্য্য হয়েন। তাঁহার সুশীলতা দেখিয়া শত্রুপক্ষীয় অনেক সেনা স্বদল পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার পক্ষে আসিল, তাহাতেই তাহাদের অধ্যক্ষদিগকে শরণাপন্ন হইতে হইল, সুতরাং স্পেন দেশস্থ সমস্ত রোমান লোক তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল, যাহারা তাঁহার দলস্থ হইয়া সংগ্রাম করণে অসম্মত হইয়াছিল তাহারদিগকে তিনি দেশ ত্যাগ করিয়া গমন করিতে অনুমতি দিলেন এবং একেবারে সমস্ত স্পেনের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন।

স্পেন দেশীয় ব্যাপার সমাপ্ত হইলে পর সিজর রোম নগরে প্রত্যাগমনানন্তর দিক্তেতর পদে অভিষিক্ত হইয়া রাজকার্য্যের সুধারা করণার্থ অনেক ব্যবস্থা ও নিয়ম স্থাপন করিলেন, সে নিয়মের এক তাৎপর্য্য এই যে যাহারা ঋণ করিয়া অতি ভারাক্রান্ত ছিল তাহারদের ক্লেশ মোচন হয়। অপর গৃহবিচ্ছেদ প্রযুক্ত স্থাবর বিষয়ের মূল্য হ্রাস হওয়াতে টাকা অতিশয় মহার্ঘ হইয়াছিল, অতএব ঋণিদিগের পরিত্রাণের নিমিত্তে এই আদেশ করিলেন যে মহাজনদিগকে ঋণ পরিশোধার্থ টাকার পরিবর্ত্তে যুদ্ধের পূর্ব্বে চলিত মূল্যানুসারে স্থাবর বিষয় গ্রহণ করিতে হইবেক। সিজর যে২ নিয়ম ধার্য্য করিলেন তাহাতে সাধারণের দুঃখ মোচনের এবং রাজ্য মধ্যে প্রচলিত অশুভ প্রথা সংশোধনের সম্ভাবনা হইয়াছিল, কিন্তু রোম নগরীয় শাসনাদির বিষয়ে তিনি বহুকাল মনোযোগ করিতে পারিলেন না, কেননা পম্পি স্বীয় বন্ধুগণের সহিত গ্রীশ দেশে প্রকাণ্ড সেনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সুতরাং অবশেষে কাহার আধিপত্য স্থির হইবে তৎকালে তাহার নিশ্চয় হয় নাই, অতএব সিজর নিজ সৈন্যসামন্ত স্পেন হইতে প্রত্যাগমন করিলে ব্রন্দুসিয়মে

যাত্রা করিলেন, এবং শত্রু পক্ষের অনেক জাহাজ থাকিলেও কৌশলক্রমে তথা হইতে সমুদ্র পার হইয়া বহুকাল স্থায়ি ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে গ্রীশ দেশে উপনীত হইলেন।

সিজরের সেনা পম্পির অপেক্ষা অল্পতর ছিল তথাপি তিনি দিরাকিয়মে গমন করিয়া তথায় সাহস পূর্ব্বক শত্রুর উপর আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পম্পির খাদ্যাদি সমুদ্র দিয়া আসিত একারণ ঐ আক্রমণে তিনি উদ্বিগ্ন হয়েন নাই। সিজরের সৈন্যরক্ষার্থ তাদৃশ সুযোগ না থাকাতে তাঁহাকে গ্রামের মধ্যেই খাদ্যাদির চেষ্টা করিতে হইত, অতএব তিনি দিরাকিয়মেই যুদ্ধ শেষ করিতে যত্ন করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার অনেক লোক নষ্ট হইল ও আপনি সসৈন্যে পলায়ন পর হইলেন। পম্পি সেই সুযোগে আপন বীর্য্য প্রকাশ করিয়া শত্রুর নির্ম্মিত পরিখার কিয়দংশ অধিকার করত আক্রমণ-কারিদের চেষ্টা বিফল করিয়াছিলেন, সেই দিবসে সিজরের অনেক লোক নষ্ট হইল, তাহাতে তাঁহার সেনাগণ নিরুৎসাহ হইতে লাগিল এবং তিনি আপনিও যুদ্ধের বিষয়ে নিরাশ হইলেন,* এস্থলে পম্পি যৎকিঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তিনি জয়সিদ্ধির কৌশলে নিপুণ ছিলেন না, সিজর আপনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে শত্রু পক্ষীয়েরা কেবল সেই দিনে তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারিত পরন্তু পম্পি জয় করিবার ধারায় অনভিজ্ঞ।

উক্ত দুর্ঘটনার পর সিজর দিরাকিয়মে আর না থাকিয়া পথি মধ্যে অনেক ব্যাঘাত সত্ত্বেও থেসেলিতে যাত্রা করিলেন, পম্পি তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া তথায় গমন করিলে ফার্সে-লিয়া ক্ষেত্রে উভয়পক্ষীয় সেনা পরস্পরাভিমুখ হইল, তখন পম্পির অতি বিবেচক মিত্রগণ তাহাকে এই পরামর্শ দিলেন যে যুদ্ধে ত্বরা না করিয়া বিলম্ব কর তাহাতে শত্রুপক্ষীয় সেনাগণ খাদ্যাদির অপ্রতুল ও শ্রেণীভুক্ত লোকেরদের পলায়ন প্রযুক্ত

* নিবর

ক্রমশ নষ্ট হইবে, কিন্তু তাঁহার কর্ম্মচারির মধ্যে অধিকাংশ লোক জয়লাভের আশায় এমত মত্ত হইয়াছিল যে বিবেচনা ও ধৈর্য্যাবলম্বনকে অমর্য্যাদা জ্ঞান করিতে লাগিল। সিজর আপনি শীঘ্র বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে বাঞ্ছা করিয়াছিলেন কেননা তিনি জানিতেন যে বিলম্ব করিলে তাঁহারই অমঙ্গলের সম্ভাবনা; তাঁহার নিজ সেনানীত্ব গুণে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল আর পম্পির সমভি-ব্যাহারি যোদ্ধাদিগকে তিনি হেয়জ্ঞান করিতেন। অনন্তর পম্পির দলস্থ লোকেরাই শীঘ্র যুদ্ধের উপক্রম করিল, সিজর তিন লিজিয়ন সেনাকে খাদ্যাদি আহরণ করিতে পাঠাইয়া ছিলেন তাহারা প্রত্যাগমন না করিতে২ সংগ্রামারম্ভ হইল।

ফার্সেলিয়া ক্ষেত্রে যে যুদ্ধ হইল রোমানেরা তদ্রূপ ঘোরতর সংগ্রাম পূর্ব্বে কখন করে নাই, এবং এমত২ মহতী সেনা অথবা এতাদৃশ কার্য্যকুশল অধ্যক্ষ কখন পরস্পর রণে প্রবৃত্ত হয় নাই, ঐ যুদ্ধের গত্যনুসারে একপক্ষে পৃথিবীমণ্ডলের আধিপত্য স্থির হইবার সম্ভাবনা ছিল, পরস্পর বিরোধকারি সেনানীর-মধ্যে এক পক্ষের অধ্যক্ষ গাল ও জর্মাণদিগের জয়কারী, এবং অপরপক্ষীয় সেনাধ্যক্ষ য়িহুদি, আরবি, নাবিক দস্যু ও মিথ্রিদে-তিসের দমনকারী, আর সিজরের যে সকল প্রবীণ যুদ্ধবীরেরদের অনেক কালাবধি পরিশ্রম সহিষ্ণুতা করিবার ও দিগ্বিজয়ি হইবার অভ্যাস ছিল তাহারা রোমানদিগের কুলীনবর্গের প্রতিকূলে অস্ত্রধারী হইল, এবং উভয় দলস্থ লোকেরাই রোমীয় সেনার স্বাভাবিক উগ্রতা ও লৌহের ন্যায় দুর্ভেদ্য বিক্রমে উৎসাহান্বিত হইল, উক্ত দুই দলস্থ সেনা পরস্পরের বিরুদ্ধে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এমত ভয়ানক ও প্রচণ্ডস্বভাব হইয়াছিল যে তাহারদিগের মধ্যে ঐক্য থাকিলে অনায়াসে সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে পারিত। পম্পিরপক্ষে কুলীনবর্গের এবং সেনেট প্রিতর ও কন্সলীয় ব্যক্তিদের অধিকাংশ লোক ঐ ব্যাপারে অগ্রসর ছিলেন, তাঁহারা বারম্বার মহা পরাক্রমশালি জাতিদিগকে পরাস্ত করেন, এক্ষণে তাঁহারদের সমভিব্যাহারে পূর্ব্ব খণ্ডের সাহায্য কারিগণ ব্যতিরিক্ত ৪০০০০ পদাতিক ও ৭০০০ অশ্বারূঢ়

সংগৃহীত হইয়াছিল। সিজরের পক্ষে সমুদায়ে ৩০০০০ পদাতিক ও ১০০০ অশ্বারূঢ় লোকও ছিলনা।

এই যুদ্ধে বহু কালব্যাপি গৃহবিচ্ছেদের নিষ্পত্তি হইল, এবং পম্পি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন ও তাঁহার সমস্ত সেনা ছিন্নভিন্ন হইল। জয়িষ্ণু বীরেরা কৃতকার্য্য হইয়া শত্রুর শিবির পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে পম্পি ক্রোধান্বিত হইয়া উত্থান পূর্ব্বক চিৎকার শব্দে কহিলেন "উহারা আমারদিগকে এস্থানেও বিশ্রাম করিতে দিবেনা" এই কথা কহিয়া পলায়নপর হইলেন। তাঁহার সমস্ত শিবির লুণ্ঠিত হওয়াতে তিনি এস্যা খণ্ড হইতে ঐশ্বর্য্য ভোগার্থ যে২ মহার্ঘ্য ও সুশোভন দ্রব্য এবং অন্যান্য বহুমূল্য বস্তু সংগ্রহ করিয়াছিলেন সকলি শত্রু হস্তে পড়িল, পরে সিজর শরণাপন্ন লোকদিগকে আঘাত করিতে নিষেধ করিয়াছেন ইহা শুনিয়া তাঁহার ভূরি২ সৈন্য অস্ত্র ত্যাগ পূর্ব্বক সিজরের অধীন হইল।

পম্পি ফার্সেলিয়ার ক্ষেত্র হইতে প্রথমতঃ লারিসাতে পলায়ন করেন এবং তথা হইতে মাইটিলিনে গিয়াছিলেন, অবশেষে ইজিপ্ত দেশে আশ্রয় গ্রহণ ধার্য্য করিয়া জাহাজের দ্বারা আলেকজন্দ্রিয়াতে প্রস্থান করিলেন, সে দেশের মৃত রাজা পূর্ব্বে তাঁহার অত্যন্ত বাধ্য ছিলেন, এজন্য তলমি নামক বর্ত্তমান যুবরাজ হইতে সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা করিলেন। অতএব পথিমধ্যে নানা প্রকার দুর্ঘটনার পরে কর্ণিলিয়া নাম্নী স্ত্রীর সমভিব্যাহারে ইজিপ্তে উপনীত হইলেন, কিন্তু ইজিপ্তরাজ সিজরের অনুগ্রহভাজন হইবার প্রতীক্ষায় পম্পিকে বধ করিতে গোপনে কল্পনা করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি নৌকা হইতে অবরোহণ করিবার পূর্ব্বেই তলমির দূতেরা তাঁহাকে বধ করত মস্তক ছিন্ন করিয়া তাঁহার অঙ্গুরীর সহিত সিজরের নিকট উপস্থিত করণার্থে সুগন্ধি মশলাতে তাহা পরিপূর্ণ করিল। কথিত আছে যে সিজর পম্পির ছিন্ন মস্তক দর্শনে অশ্রুপাত করিয়াছিলেন কেননা তিনি মহোদয় ব্যক্তি এবং এক কালে জামাতা ছিলেন।

তলমি বিশ্বাসঘাতক হইয়া পম্পিকে বধ করিয়া সিজরের অনুগ্রহভাজন হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইল সিজরের সহিত শীঘ্রই তাঁহার অমিত্রতা জন্মিল। সিজর তাঁহাকে ইজিপ্তরাজ বলিয়া স্বীকার না করিয়া মৃত রাজের দানপত্র বিষয়ে তাঁহার ভগিনী ক্লিওপাত্রার সহিত যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল স্বেচ্ছানুসারে তাহার মীমাংসা করিতে বাসনা করিলেন। তিনি তলমি ও ক্লিওপাত্রাকে এই আজ্ঞা করিলেন যে উভযেই আপন২ সৈন্য সামন্ত বিদায় করিয়া আলেকজন্দ্রিয়া নগরে তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইয়া রাজ্যাধিকারের সম্বন্ধে আপনাদের বক্তব্য নিবেদন করুন। তলমির কর্ম্মচারিরা ঐ আজ্ঞাপালনে ইজিপ্তরাজ্যের অমর্য্যাদা জ্ঞান করিয়া মহা ক্রোধে সৈন্য সংগ্রহ করত সিজরকে আলেকজন্দ্রিয়া নগরে আক্রমণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিল। কিন্তু ক্লিওপাত্রা রোমান জযবীরের আদেশ মান্য করিলেন এবং স্বীয় শরীরের লাবণ্য প্রযুক্ত সিজরকে মোহিত করিবার প্রত্যাশায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তলমির সেনাগণ গালদেশের জয়কারি যোদ্ধার সহিত সংগ্রামে অক্ষম হইয়া অবশেষ পরাস্ত হইল, এবং স্বয়ং রাজাও নাইল নদীতে জলমগ্ন হইলেন, কথিত আছে যে তাঁহার শরীর পরে এক স্বর্ণ নির্ম্মিত বর্ম্ম মধ্যে দৃষ্ট হয়। এইরূপে সিজর প্রথমতঃ যৎকিঞ্চিৎ বিপদগ্রস্ত হইলেও পরে আলেকজন্দ্রিয়া নগর আপন অধীনে আনিয়া ক্লিওপাত্রাকে ইজিপ্তরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ঐ যুদ্ধের আরম্ভকালে তলমি ফিলাদেলফস নামক নৃপতি কর্ত্তৃক সংস্থাপিত পুস্তকালয় ইজিপ্তদেশীয় সেনাগণ দ্বারা ভস্মীকৃত হয়*।

ইজিপ্ত দেশীয় উক্ত বিষয় নিষ্পত্তির পরে সিজর ইতালিতে প্রত্যাগমন করণার্থে অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেও তাঁহাকে মিথ্রি-দেতিসের পুত্র ফার্নেসিসের বল খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত এস্যাখণ্ডে

---

* নিবর

যাত্রা করিতে হইল। ঐ রাজকুমার থেসেলিতে পম্পির সাহায্য করিয়াছিলেন, পরে পন্তসের মধ্যে উপপ্লব উঠাইয়া রোমানেরদের অনেক প্রদেশ অধিকার করিয়া সিজরের নিযুক্ত অধ্যক্ষ দোমিসিয়স কাল্‌বিনসকে পরাভূত করিয়াছিলেন, সিজর যে দিনে পন্তসে উপনীত হয়েন সেই দিনেই বিশ্রাম না করিয়া একেকালে শত্রুর প্রতি আক্রমণ পূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে পরাভব করেন। তিনি রোম দেশে কেবল তিন প্রসিদ্ধ শব্দ দ্বারা ঐ জয়ের সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন যথা "বিনাই, বাইদাই, বাইসাই" অর্থাৎ "আমি আসিলাম, দেখিলাম, জয় করিলাম"।

এই সকল ক্রিয়ার পর সিজর ইতালিস্থ সেনাগণের মধ্যে তুমুল কলহ নিবারণার্থ রোম নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তিনি উপস্থিত হইলে তাঁহার মনের স্থৈর্য্য দর্শনেই শান্তি স্থাপন হইল, কিন্তু রোম নগরীতে তিনি অনেক কাল যাপন করিতে পারিলেন না, তাঁহার রাজকীয় বিপক্ষ লোকেরা অর্থাৎ পম্পির দলভুক্ত অবশিষ্ট ব্যক্তিরা ফার্সেলিয়া ক্ষেত্রের যুদ্ধান্তে আফ্রিকাতে গমন করিয়া তখন পর্য্যন্ত প্রাতিকূল্য করিতেছিল অতএব তাহারদিগকে পরাস্ত না করিলে তাঁহার জয় সম্পূর্ণ হইতে পারিত না এবং তাঁহার আধিপত্যও দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইত না। ঐ বিপক্ষ লোকেরা নুমিদিয়ার রাজা জুবার আনুকূল্য পাইয়া সাধারণ শাসন রক্ষার্থ আর একবার যত্ন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহারদের সেনাগণের মধ্যে পম্পির শ্বশুর কর্ণিলিয়স সিপিও (যিনি সিপিও আফ্রিকেনের উজ্জ্বল বংশে উৎপন্ন) এবং পিত্রিয়স, বারো, কেটো, ও দিক্তেতর সিলার পুত্র কর্ণিলিয়স ফস্তস, ইহারা অধ্যক্ষ ছিলেন। এই সকল যোদ্ধাদিগের আক্রমণে সিজরের অনেক হানি হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সিতিয়স নামে এক জন ভ্রমণকারি রোমান তৎকালে এক দল শস্ত্রধারি লোকের অধ্যক্ষ থাকিয়া মারিটেনিয়ার রাজা বোঁকসের সমভিব্যাহারে সিজরের স্বপক্ষতাচরণ করত জুবা রাজার অধিকারে উপদ্রব

করিতে লাগিল, তাহাতেই সিজরের মঙ্গল হইল। অপর তিনি থাপ্সস গ্রামের সন্নিধানে পম্পির দলস্থ সেনানীগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া রোমীয় ও নুমিদীয় বিপক্ষবর্গকে ক্রমশঃ পরাস্ত করিলেন, পরে পম্পির জামাতা ফস্তস শত্রুহস্তে পতিত হইয়া সিজরের আজ্ঞাতে হত হইলেন, আর সিপিও, পিত্রিয়স এবং জুবা আপনাদিগকে নিরুপায় দেখিয়া স্বহস্তে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

কেটো থাপ্সস গ্রামের যুদ্ধ কালীন তথায় উপস্থিত না থাকিয়া উতিকা নগরে অত্যল্প সৈন্যের অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন, তিনি সেখানে মিত্রপক্ষীয় লোকের দুর্গতির সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াও শত্রুনিরাকরণের চেষ্টাতে শিথিল হয়েন নাই, কিন্তু পরে আপনার যত্ন নিষ্ফল দেখিয়া নগরবাসি লোকদিগকে সিজরের শরণাগত হইতে পরামর্শ দিলেন এবং নিজ পুত্রকে কহিলেন যে জয়িষ্ণু সেনাপতির নিকট শীঘ্র অধীনতা স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেটো সমভিব্যাহারি লোকদিগের প্রাণরক্ষার্থে যে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছিলেন তজ্জন্য অবশ্য তাঁহার অনুরাগ করিতে হইত, কিন্তু তিনি অভিমান করিয়া আপনার প্রাণরক্ষার্থ জয়বীরের নিকট ক্ষমাপ্রাপ্তির প্রয়াস করেন নাই আর তাঁহার পুত্র তাঁহাকে আত্মহত্যা হইতে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত অনেক অনুরোধ ও বিনতি করিলেও তিনি উগ্রস্বভাব প্রযুক্ত সে কথা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন একারণ সম্পূর্ণ অনুরাগ করা যাইতে পারে না। তিনি সূর্য্যাস্তের পর নিজ কুঠরীতে গিয়া কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত প্লেতো রচিত গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন আর যে২ লোক উতিকা নগর হইতে জাহাজ আরোহণ করিয়া পলাইতেছিল আপনার বিষয়ে বন্ধুগণের আশঙ্কা দূর করণার্থ মধ্যে২ ছল করিয়া তাহারদিগের শুভাশুভ সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং সমুদ্রে প্রচণ্ড বায়ু হইয়াছে কিনা তাহার বিবরণ জানিবার নিমিত্ত বারম্বার লোক পাঠাইলেন, পরে রজনী অবসান হইবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে বন্ধুবর্গকে স্থিরচিত্ত দেখিয়া আপনার

শরীরে ছুরিকাঘাত করত খট্টা হইতে নীচে পতিত হইলেন, তাঁহার পুত্র ও ভৃত্যেরা খট্টাহইতে পতন শব্দ শ্রবণ করিয়া কুঠরীর মধ্যে আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ভূমি হইতে তুলিল এবং চিকিৎসার্থ ক্ষত বন্ধনের চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহারদের যত্নে কোন ফল দর্শিল না কেননা তিনি যৎকিঞ্চিৎ সচেতন হইবা-মাত্র পুনর্ব্বার সেই ক্ষত এমত বিদীর্ণ করিলেন যে তৎক্ষণাৎ তাহাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইল।

আফ্রিকাস্থ সংগ্রাম অবসান হইলে সিজর রোম নগরে প্রত্যাগমন করিলেন কিন্তু অনেক কাল তথায় স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহাকে শীঘ্র স্পেনে যাত্রা করিতে হইল কেননা নিয়স ও সেক্সটস নামক পম্পির দুই পুত্র তথায় ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত করিয়াছিল। অপর মণ্ডাগ্রামে এক ভয়ানক যুদ্ধ হয়, সে যুদ্ধে সিজর প্রায় পরাস্ত হয়েন এবং তাঁহার সেনাগণ মহাত্রাসে পলায়নপর হয় তাহাতে তিনি অশ্বহইতে ভূমিতে লম্ফ দিয়া সামান্য সৈন্যের ন্যায় শ্রেণীর অগ্রভাগে থাকিয়া শত্রুর অস্ত্রে প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন যে অনেক কালাবধি যশোভাজন পূর্ব্বক যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইয়া ষট্ পঞ্চাশত্তম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে যদি বিষয় বুদ্ধি ও যুদ্ধকৌশল এবং বয়ঃক্রমে ক্ষুদ্রতর এমত লোকের হস্তে পতিত হয়েন তবে মহতী লজ্জার বিষয় এবং তাহা হইতে মৃত্যু বরং শ্রেয়ঃ। তাঁহার এই সাহস ও কর্ম্মনৈপুণ্য দর্শনে পলায়নোদ্যত সৈন্যগণ শ্রেণীমধ্যে স্থির হইয়া যুদ্ধ করত জয়লাভ করিল, এবং এই ক্লেশলব্ধ জয়েতেই রণের অবসান হইল। পম্পির পুত্রেরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল, নিয়স প্রাণ রক্ষার্থ পলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু শত্রুহস্তে পড়িয়া নষ্ট হইলেন, আর সেক্সটস কৌশল পূর্ব্বক পলাইয়া সিজরের মরণ পর্য্যন্ত লুকাইয়া থাকিলেন।

মণ্ডার যুদ্ধেতে গৃহবিচ্ছেদের শেষ হইল পরে সিজর রোম-নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গাল ইজিপ্ত পন্তস এবং নুমিদিয়াতে যে২ বিদেশীয় শত্রুকে পরাস্ত করিয়াছিলেন তজ্জন্য জয়যাত্রা

করিলেন, এই জয়যাত্রা চারি দিন ব্যাপিয়া মহা ঘটা ও আড়ম্বর পূর্ব্বক সম্পন্ন হইল, গালীয় অধিপতি বর্সিঙ্গেতোরিক্স (আলিসিয়া নগরে যাহার ভয়ানক বিদ্রোহিতা দমন হয়) এবং ক্লিওপাত্রার ভগিনী আর্সিনোয়ী, ও নুমিদিয়ার পরাজিত রাজার পুত্র জুবা, আর এস্যা খণ্ডের পরাভূত রাজা ফার্নেসিস, ইহারা সকলেই তাঁহার যশোবৃদ্ধির নিমিত্তে লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া নীত হইল। জয়যাত্রা সমাপ্ত হইলে পর সিজর সমস্ত লোকদিগের মধ্যে অনেক খাদ্য দ্রব্যাদি এবং ধন বিতরণ কবিলেন এবং সাধারণের আমোদের নিমিত্ত নানা প্রকার কৌতুক ও ভোজনোৎসব বিস্তাব করিলেন, আর বহুব্যয় করিয়া নাটকাদি ক্রীড়াও প্রকাশ্যরূপে করাইলেন তাহাতে সকলেই তাঁহার অনুরাগ করিতে লাগিল এবং তাঁহার একাধিপত্যে কোন আপত্তি করিল না। সেনেটরেরাও তাঁহার গৃহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত জয় পদবীর উপক্রম দেখিয়া তাঁহাকে এমত২ সম্ভ্রান্ত পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ও এতাদৃশ মর্য্যাদা সূচক উপাধি দিয়াছিলেন যে বোমদেশে তদ্রূপ কেহ কখন প্রাপ্ত হয় নাই, এক্ষণে তাঁহারা সেই পদ ও উপাধির আরো বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিয়ম করিলেন যে "স্বদেশেব পিতা" ও "অধিপতি" এই ২ উপাধি সিজরের নামে সংযুক্ত হইবেক এবং তাঁহাব শরীরকে পবিত্র বলিয়া মান্য করা যাইবে এবং তিনি যাবজ্জীবন দিক্তেতর পদে নিযুক্ত থাকিবেন। বৎসরের যে মাসে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল পূর্ব্বে সে মাসের নাম কুন্টিলিস ছিল এক্ষণে তাহার আখ্যা জুলিয়স অর্থাৎ জুলাই বলিয়া ধার্য্য হইল, অধিকন্তু টাকার উপর তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হইবার বিধি হইল এবং কএক জন সেনেটর ও অশ্বারোহি লোক তাঁহার রক্ষার্থ নিযুক্ত হইল। তিনি স্পেনে গমন করিলে সেনেটরেরা এই২ ব্যবস্থা ধার্য্য করিয়াছিলেন, পরে তাঁহার প্রত্যাগমনান্তর সকলে সম্ভ্রমার্থ সমস্ত লিখিত ব্যবস্থা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, তাঁহারদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কালে যথোচিত সমাদর

পুরঃসর আসন হইতে উত্থান করিতে সিজরের স্মরণ হয় নাই, উপবিষ্ট হইযাই তাহারদিগকে দর্শন দিয়াছিলেন, এই সুশীলতার ত্রুটি কেবল অন্যমনস্ক প্রযুক্ত হইয়াছিল কিন্তু সেনেটরেরা সে দোষ কখন মার্জ্জনা করিলেন না, নিকটস্থ লোকদের প্রতি তাঁহার অহঙ্কারাচরণে সকলেই বিরক্ত হইল, আর তাঁহাকে দেশীয় সমস্ত শক্তি প্রদান করাতে যে২ রাজকীয় কর্ম্ম পূর্ব্বে সাধারণের হস্তে ছিল সকলি এক্ষণে তাঁহার ইচ্ছাধীন হইল, তাহাতেও অনেকানেক সেনেটরদিগের অন্তঃকরণে ঈর্ষার উদ্রেক হইল। অধিকন্তু আন্তোনি নামক তাঁহার এক দলভুক্ত লোক তাঁহাকে রাজ পরিচ্ছদ ও রাজ উপাধি প্রদান করিতে উদ্যত হইলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই, ইহাতে সকলে মনে করিল যে প্রজারদের পরীক্ষার্থ ছল করিতেছেন, অতএব কুলীনবর্গ ও সেনেট সমাজস্থ অনেক লোক তাঁহাকে দুরন্ত কপটী জ্ঞান করিয়া মনে২ অনুমান করিল যে তিনি দেশীয় সমস্ত শক্তি প্রাপ্ত হইয়াও সন্তৃপ্ত হয়েন নাই এবং রাজার একাধিপত্যস্বরূপ অপকৃষ্ট নিয়ম পুনঃস্থাপন করিয়া সাধারণ শাসনের যে২ লক্ষণ এখনও বর্ত্তমান আছে তাহাও লোপ করিতে ইচ্ছা করেন। অনন্তর কতিপয় মহোদয় ব্যক্তিরা পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিল যে তাঁহাকে সেনেটাগারে গোপনে বধ করা কর্ত্তব্য, আর মার্চ মাসের ১৫ তারিখে তাঁহার রাজ্যাভিষেকের ঘোষণা হওয়াতে উক্ত মন্ত্রণাকারিরা সেই দিনেই তাঁহাকে নষ্ট করিতে প্রতিজ্ঞা করিল।

সিজরের বধ করণার্থ মন্ত্রণাকারিরদের মধ্যে ব্রুতস এবং কেশস প্রধান, তাঁহারা উভয়েই ফার্সেলিয়ার যুদ্ধে পম্পির পক্ষীয় সেনাপতি ছিলেন কিন্তু সিজর তাঁহারদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহারা যে ব্যক্তিকে বধ করিতে উদ্যত হয়েন তাঁহার নিকট অন্যান্য মন্ত্রণাকারিদের ন্যায় অসাধারণ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আর যৎকালে ঐ হত্যার কল্পনা করেন তৎকালেও সিজরের শাসনে বিশ্বাস্য কার্য্যনির্ব্বাহের পদে নিযুক্ত ছিলেন। বিশেষতঃ ব্রুতস পম্পির

পক্ষে যুদ্ধ করিলেও সিজরেব অতিশয় প্রিয় ছিলেন সিজর তাঁহাকে বাল্যকালাবধি জানিতেন এবং অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তথাপি ঐ মন্ত্রণাকারিরদের অন্তঃকরণে এমত অদ্ভুত স্বদেশ বাৎসল্য স্বরূপ ভাবের উদয় হইল যে দেশের উপকার সাধিবার ছলে যে কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইল তাহার ভদ্রাভদ্র কিছুই বিবেচনা করিল না। যাহার দয়াতে তাহারদের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে এবং যাহার শাসনেব বশীভূত হইয়া তাহাবা রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ কবিতেছে এমত মহোপকারি গুরুতব লোকের বধে বিশ্বাসঘাতকতা ও কৃতঘ্নতা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, কিন্তু তাহারদের বুদ্ধিতে তাহাতে কোন পাপ বোধ হইল না কেননা তাহারা মনে করিলেক তদ্দ্বারা দেশেব মধ্যে স্বাধীনতা স্থাপনের সম্ভাবনা। আব ব্রুতস পূর্ব্বতন টার্ক্বিনেব নিরাকবণ কর্ত্তা অথচ রোমের প্রথম কন্সল জুনিয়স ব্রুতসের বংশে উৎপন্ন হইযাছিলেন একাবণ মনে কবিলেন যে পিতৃলোক কর্ত্তৃক সংস্থাপিত শাসন তাঁহার সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করা আবশ্যক।

উক্ত মন্ত্রণাকারিরা আপনারদের কল্পনা অতি গোপনে রাখিয়াছিল তথাপি সিজরের কোন২ বন্ধুরা তদ্বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ আভাস শ্রবণ করাতে তাঁহাকে সাবধান হইতে কহিয়াছিল, কিন্তু যে সকল লোকেরদিগকে বহু বদান্যতা দ্বারা আপনার অনুগত করিয়াছিলেন তাহাবা অবশ্য তাঁহাকে স্নেহ করিবে এবং যাহারদের নামে উক্ত কুমন্ত্রণার অপবাদ শ্রবণ করিলেন তাহারা সকলেই তাঁহার অনুগৃহীত অতএব এমত কর্ম্ম কি প্রকারে করিবে, এই ভাবিয়া সিজর বন্ধুগণের কথা প্রমাণ আত্মবক্ষার কোন উপায় না করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন, এবং মার্চমাসের ১৫ দিবসে যথোচিত রীত্যনুসারে সেনেটালয়ে গমন কবিলেন, তথায় উক্ত মন্ত্রণাকারিরা আপনারদের স্বদেশহইতে দূরীকৃত এক জন বন্ধুর নিমিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার ছলে তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল, পরে একেকালে সকলেই তাঁহাকে ছুরিকাঘাত করিতে

লাগিল। প্রথমতঃ কাস্কা নামক এক ব্যক্তি আঘাত করে, তাহার অব্যবহিত পরে অন্য সকলেই তাঁহার উপর পতিত হয়। সিজর তাহারদের আক্রমণ নিরাকরণ করিয়া বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু অনেকে বিপক্ষ থাকাতে একাকী তাহা করিতে না পারিয়া শরীরের ত্রয়োবিংশতি দেশে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

---

৭ অধ্যায়।

সিজরের মরণানন্তর যে গোলযোগ উপস্থিত হইল তাহাতেই তাঁহার হত্যাকারিদিগের অবিবেচনা ও অত্যাচার শীঘ্র সপ্রমাণ হইল, নগবেব মধ্যে অনেক লোক এবং বহুতর সৈন্য আপনারদের মহোপকারি অধ্যক্ষের বধের বৃত্তান্ত শ্রবণে অত্যন্ত রুষ্ট হইল, তন্নিমিত্ত মার্চমাসের ১৭ দিবসে সেনেটের যে সভা হয় তাহাতে সিজরের নাম অত্যাচারি বলিযা কলঙ্কান্বিত করিতে অথবা তাঁহার ব্যবস্থিত কোন নিয়মের অন্যথা করিতে কাহারও সাহস হইল না, বরং সকলে এই ধার্য্য করিলেন যে অন্যান্য মহোদয় ব্যক্তিদিগের ন্যায় তাঁহার দেহের আদর পূর্ব্বক সমাধি হইবে এবং আন্তোনি লোকসমাজে তাঁহার নানা গুণ বিস্তার করত বক্তৃতা করিবেন। বোধ হয় সিজবের শত্রু ও মিত্রেরা পরস্পরের ভয়ে ভীত হইয়াছিল কেননা যে সভাতে তাঁহার নামের সম্ভ্রম করিবার আদেশ হইল তাহাতেই এক সাধারণ দোষমার্জ্জন ব্যবস্থা স্থাপন করিয়া তাঁহার হত্যাকারিদিগকে তাহাদিগের অপরাধের দণ্ড হইতে মুক্ত করিল। কিন্তু সাধারণ লোকেরা সিজরের যুদ্ধবিক্রম স্মরণ করত তাঁহার নামের অনুরাগে মত্ত হইল এবং তাঁহার বদান্যতা মনে করিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ব্বক অত্যন্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইতে লাগিল, সুতরাং তাঁহার বধে তাহারদের ক্রোধ উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত হইল এবং আন্তোনি সিজরের হত্যাকারিদের প্রতিকূলে লোক সমূহকে ক্ষিপ্ত করিতে বাঞ্ছা করিয়া তাহারদের ক্রোধ শান্ত করিবার ছলে চতুরতা পূর্ব্বক

বরং আরো বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিলেন, অতএব দেহের সমাধি সম্বন্ধীয় বক্তৃতাতে তিনি অতি মনোহর ভাষায় মৃত দিক্তেতরের অসংখ্য গুণবর্ণন করিতে লাগিলেন, পৃথিবীর ভিন্ন২ খণ্ডে সিজর যে যুদ্ধবীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্বদেশীয় লোকদিগের প্রতি যে বদান্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন বিশেষতঃ উইলপত্রে যে প্রকার ঔদার্য্য পূর্ব্বক আপনার বিষয় বিভাগ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন সে সমস্ত বৃত্তান্ত উক্ত বক্তা অতি সুললিত ভাষায় বাহুল্য করিয়া প্রচার করিলেন। ঐ বক্তৃতা শ্রবণে যাবদীয় লোক ক্ষুব্ধচিত্ত ও রাগান্ধ হইয়া সিজরের হত্যাকারিদিগকে নষ্ট করণার্থে উন্মত্তপ্রায় হওত চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল, হত্যাকারিরা তাহা দেখিয়া প্রাণভয়ে নগর হইতে পলায়ন করিল।

রোম নগরে এই রূপ কোলাহল হইতেছে এমত সময়ে সিজরের ভগিনীর দৌহিত্র অক্তেবিয়স নামে এক যুবক তাঁহার মরণের সংবাদ শুনিয়া গ্রীশ দেশ হইতে ইতালিতে প্রত্যাগমন করিলেন, সিজর স্বীয় উইলপত্রে তাঁহাকে পোষ্যপুত্র ও বিষয়াধিকারি বলিয়া নিযুক্ত করিয়াছিলেন, অতএব তিনি সিজর নাম গ্রহণ করণার্থ ও বিষয়াধিকার প্রাপ্ত্যর্থ উপস্থিত হইলেন, কিন্তু আন্তোনি স্বয়ং সিজরের পদ পাইবার জন্য যত্নবান্ ছিলেন একারণ উক্ত যুবকের আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিমিত্ত কোন উৎসাহ দিলেন না, সুতরাং তাহারদের দুই জনের পরস্পর মনোভঙ্গ হইল, আর আন্তোনি কিয়দ্দিবস পরে সেনেটসভার প্রতিকূলে প্রকাশ্য রূপে যুদ্ধ আরম্ভ করাতে অক্তেবিয়স অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র বয়ঃক্রমে সাধারণ শাসনের সপক্ষ লোকদিগের সহিত মিত্রতা করিলেন।

অতএব রোমদেশে পুনর্ব্বার গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইল, আন্তোনি সেনেটসভার নিষেধ অমান্য করিয়া সিসাল্‌পিন গালে দেসিমস ব্রুতসের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, একারণ তিনি সাধারণের শত্রু বলিয়া কলঙ্কিত হইলেন, পরে পান্সা ও হর্শস নামে দুই কন্সল এবং সিজরের বিষয়া-

ধিকারি অক্তেবিয়স (যিনি অবশেষে অগস্তস নামে সর্ব্বাধিপতি হয়েন) এই তিন ব্যক্তি আস্তোনির সহিত যুদ্ধ করণার্থ প্রেরিত হইলেন, এবং সাহস পূর্ব্বক মুতিনা গ্রামে যাত্রা করিয়া শত্রুকে পরাভূত করিলেন। ঐ সংগ্রামে যদিও সেনেটপক্ষীয় লোকেরা কৃতকার্য্য হয়েন তথাপি কন্সলেরদের দুই জনের পঞ্চত্ব হয়, সুতরাং অক্তেবিয়স একাকী সমস্ত সেনার অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হইলেন। ইত্যবসরে আস্তোনি পলায়ন করিয়া গাল-দেশের অঞ্চলে গমন করিলেন।

সে স্থলে লেপিদস নামক এক ব্যক্তি যিনি পূর্ব্বে সিজরের শাসনস্থ অশ্বারূঢ়ের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং ঐ সময়ে এক মহতী সেনার উপরে আধিপত্য করিতেন তিনি আস্তোনির সহিত মিলন করিলেন। অক্তেবিয়সও তাঁহার অনুরোধে আস্তোনির সহিত মিত্রতা করিয়া সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে সিজরের হত্যাকারিগণের দণ্ড করণোদ্যত প্রায় হইয়া রোম নগরে প্রস্থান করিলেন, এবং তথায় উপনীত হইয়া বিংশতি বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমে আপনাকে কন্সল পদে অভিষিক্ত করাইলেন, পরে তাঁহার আদেশে পেদিয়স নামক সহযোগি কন্সল দ্বারা সিজরের বধকারি লোকদিগের প্রতি মৃত্যুদণ্ড বিধানের আজ্ঞা প্রচার হইল।

কিয়দ্দিবসানন্তর অক্তেবিয়স আস্তোনি এবং লেপিদস এই তিন সেনানী বনোনিয়ার নিকটবর্ত্তী এক উপদ্বীপে পরস্পর সাক্ষাৎ করিয়া স্বদেশীয় কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত আপনার-দিগকে ত্রিয়ম্বিরত্ব অর্থাৎ তিন সহযোগি শাসন কর্ত্তার পদে অভিষিক্ত করিলেন, পরে সেনেটরদিগের মধ্যে যাহারা তাঁহারদের প্রস্তাবিত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল অথবা সমষ্টি কিম্বা ব্যষ্টিভাবে তাঁহারদের অপ্রিয় হইয়াছিল এমত ভূরি২ মহোদয় লোকের নাম মৃত্যুদণ্ডার্হ্য বলিয়া অঙ্কিত করিলেন। দোষগুণের বিচার না করিয়া ঐরূপ নামাঙ্কন পূর্ব্বক প্রাণি হত্যা করা সর্ব্বত্রই ঘৃণার বিষয়, কিন্তু উক্ত ত্রিয়ম্বরদিগের বক্তারক্তি কার্য্য অধিক ঘৃণিত হইল কেননা তাঁহারা

আপনারদের আধিপত্য স্থাপনের এবং পরস্পরের মধ্যে ঐক্য রাখিবার মানসে নির্দ্দয়চিত্ত হইয়া জ্ঞাতি কুটুম্বকেও বধ করিলেন, অধিকন্তু সিসিরো নামক মহাপণ্ডিত ও সদ্বক্তাকেও নিষ্ঠুরতা পূর্ব্বক নষ্ট করেন।

সিসিরোর বধ প্রযুক্ত ত্রিয়ম্বরদিগের চরিত্রে অত্যন্ত কলঙ্ক হইল, ঐ মহাত্মা সেনেটর এবং কন্সল পদে নিযুক্ত হইয়া দেশের অশেষ উপকার করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ স্বজাতীয় ভাষার অনুশীলন ও উন্নতি বিষয়ে মহাযত্ন পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়া যাবদীয় রোমান লোকের প্রতিষ্ঠার যোগ্য হইয়াছিলেন। রোমীয় বিদ্যা তাঁহার দ্বারাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তিনি আপনি যে প্রকার লাটিন বাণী কহিতেন ও নিজ রচিত গ্রন্থে যে প্রকার বাক্য বিন্যাস করিয়াছেন আর তাঁহার সময়ে সুশিক্ষিত পণ্ডিতগণের মধ্যে যে রূপ কথোপকথনের রীতি ছিল লাটিন ভাষার সেই ধারাকেই যথার্থরূপে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কহা যাইতে পারে। অতএব দর্শনবেত্তা সুধীর প্রশান্তচিত্ত ও বিচক্ষণ এতাদৃশ ব্যক্তির হত্যায় বিজাতীয় ক্রূরতা প্রকাশ পায়, এবং ঐ দুরন্ত শাসন কর্ত্তাদিগের নামে মহা কলঙ্ক স্পর্শে, অপর যে স্থানে এমত অত্যাচার বিনাবাধায় হইয়াছিল সে দেশেরও লজ্জার সীমা নাই।

যৎকালীন রোম নগরে এমত ভয়ানক রক্তারক্তি হইতেছিল তৎকালে সিজরের হত্যাকারিগণের মধ্যে ব্রুতস ও কেশস নামে দুই প্রধান ব্যক্তি পূর্ব্ব দেশে আপনারদের প্রভুত্ব স্থাপন করত মাসিদোনিয়া, আকায়া, এবং এসা অধিকার করিয়া তথাকার সমস্ত সেনাকে নিজ শাসনাধীন করিয়াছিলেন। ত্রিয়ম্বরেরা দেখিলেন যেপর্য্যন্ত শত্রু পূর্ব্ব খণ্ডে এমত পরাক্রমশালী থাকিবে তাবৎ পর্য্যন্ত আপনারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন না একারণ শত্রু বিনাশার্থ সসৈন্যে সেই অঞ্চলে গমন ধার্য্য করিলেন, এবং লেপিদসকে ইতালি রক্ষার ভার দিয়া আন্তোনি এবং অক্তেবিয়স গ্রীশ দেশে প্রস্থান করিলেন। ব্রুতস এবং কেশসও তাঁহারদের আগমন সংবাদে

অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন, তাহাতে উভয় দলস্থ সেনারা ফিলিপাই গ্রামের সন্নিধানে পরস্পরাভিমুখ হইল। প্রথম বার যে সংগ্রাম হয় তাহাতে কোন পক্ষে জয়াজয়ের নিষ্পত্তি হয় নাই, অক্তেবিয়সের শাসনস্থ চমূগণ ব্রুতসের দ্বারা পরাভূত হয় বটে, কিন্তু ব্রুতসের সহযোগি কেশসের শাসনাধীন সৈন্যব্যূহও আন্তোনি দ্বারা পরাজিত হইয়াছিল সুতরাং কোন পক্ষে সম্পূর্ণ জয়াজয় হয় নাই, তথাপি কেশসের অমূলক ত্রাস প্রযুক্ত ত্রিয়ম্বরদিগের কার্য্য সিদ্ধির উপক্রম হইল। কেশস সহযোগি সেনানীর জয়-লাভের সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই সুতরাং আপনি পরাস্ত হইলে নিরুপায় জ্ঞান করেন, এবং এক দল অগ্রসর স্বপক্ষীয় সেনাকে ভ্রমবশতঃ বিপক্ষ বোধ করিয়া জয়িষ্ণু শত্রু হস্তে পতিত হইবার শঙ্কায় আত্মহত্যার দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করেন। ব্রুতস তাঁহার অশুভ ভ্রম ও দুর্গতির বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে "অন্তিম রোমান" বলিয়া তাঁহার মরণের নিমিত্ত বিষণ্ণচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সহযোগির অমঙ্গল হেতুক শোকার্ত্ত হইলেও কর্ত্তব্য সাধনে ত্রুটি না করিয়া ত্রিয়ম্বর-দিগের সহিত পুনশ্চ রণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই দ্বিতীয় রণে ব্রুতসের সেনা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল ও অনেক কুলীন বর্গীয় লোক তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করত হত হইল এবং তিনি আপনি পলায়নের পন্থা না দেখিয়া স্বহস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন।

ফিলিপাইর যুদ্ধান্তে সমুদয় রোম রাজ্য দুই জয়বীরদিগের শাসনাধীন হইল, তখন দেশের মধ্যে পূর্ব্বনিয়মানুযায়ি সাধারণ শাসনের কোন স্বপক্ষ লোকের এমত শক্তি ছিল না যে তাহারদিগকে বাধা দেয়, অতএব তাহারা পুনর্ব্বার রাজ্য বিভাগ পূর্ব্বক ইতালিস্থ সহযোগি লেপিদসকে উপেক্ষা করত সমুদয় প্রদেশ দুই অংশে বিভক্ত করিলেন, তাহাতে অক্তে-বিয়স স্পেন গাল ও ইতালি এই সকল দেশের অধিকারী হইলেন, এবং আন্তোনি এস্যা পন্তস এবং পূর্ব্বখণ্ড প্রাপ্ত হইলেন।

পরন্তু অক্তেবিয়স ইতালিতে প্রত্যাগমন করিলে কন্সল লুসিয়স আন্তোনি নামে সহযোগি ত্রিয়ম্বরের ভ্রাতা তাঁহাকে অনেক প্রকারে বাধা দিলেন। অক্তেবিয়সের সেনাগণ পূর্ব্বোক্ত জয়লাভে স্ফীত্ত হইয়া রোমীয় প্রজারদিগের প্রতি যথেচ্ছ উপদ্রব করিতে উদ্যত হইয়াছিল, লুসিয়স আন্তোনি ঐ উৎপাত নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু কোন ফল দর্শিল না, তাঁহার অভিনব সৈন্যেরা অচিরে অক্তেবিয়সের সুশিক্ষিত প্রবীণ যোদ্ধাদিগের সহিত সংগ্রামে অক্ষম হইল, সুতরাং তিনি পরাস্ত হইয়া পেরুসিয়া নগরে ধৃত হইলেন, তাঁহার দলভুক্ত লোকের মধ্যে প্রধান২ ব্যক্তিরা হত হইল কিন্তু তিনি আপনি ভ্রাতার অনুরোধে ক্ষমাপ্রাপ্ত হইলেন।

লুসিয়স আন্তোনি ও অক্তেবিয়সের মধ্যে যে বিবাদ হয় তৎপ্রযুক্ত ত্রিয়ম্বরদিগেরও পরস্পর বিচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, কিন্তু পরুসিয়া নগরের পরাজয়ানন্তর আন্তোনি ইতালিতে প্রত্যাগমন করিলে বৃন্দুসিয়ম গ্রামে অক্তেবিয়স তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেম তাহাতে কিয়ৎকালের জন্য তাহারদের মধ্যে বিচ্ছেদের নিবারণ হইল, কিন্তু চিরস্থায়িনী মিত্রতা জন্মিল না। ফলতঃ যাঁহারা দেশীয় সাধারণ শাসনের প্রথা লোপ করণার্থ বারম্বার যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং আপনারদের অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্ত সমস্ত বিঘ্নকারি লোককে নির্দ্দয়চিত্তে বধ করিয়াছিলেন তাঁহারা যে সামান্য শত্রুর অবিদ্যমানে পরস্পরের বিশ্বাস পাত্র হইয়া থাকিবেন এমত সম্ভব নহে, এতাদৃশ গৌরবাকাঙ্ক্ষি চঞ্চলচিত্ত লোকেরা রাজ্য মধ্যে একাধিপত্য করিতে না পারিলে কখন ক্ষান্ত হয় না।

ইতিমধ্যে মহান্ উপাধি প্রাপ্ত পম্পির পুত্র সেক্সটস যিনি মণ্ডার যুদ্ধান্তে পলায়নপর হইয়া সিজরের ভয়ে সেল্টিব্রীয়দিগের দেশে লুক্কায়িত ছিলেন তিনি সিজরের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে গোপন স্থান হইতে বহির্গত হইয়া ভূরি২ গৃহত্যাগি ভ্রমণকারি লোকদিগকে দলবদ্ধ করিয়া তাহারদের সমভিব্যাহারে সিসিলী উপদ্বীপ অধিকার করিলেন, এবং ঐ স্থানে

ব্রুতসের পক্ষীয় অবশিষ্ট লোকদিগের সহিত মিলিয়া আপনার জাহাজ সমূহ ও সংগৃহীত সেনার আনুকূল্যে অনেক উৎপাত করত অক্তেবিয়স ও আন্তোনির অন্তঃকরণে উদ্বেগ জন্মাইয়া দিলেন, কিন্তু পরে মাইসিনম গ্রামে ত্রিয়ম্বরদিগের সহিত তাহাব সদ্ভাব হওয়াতে রাজ্যের মধ্যে কিয়ৎকালের নিমিত্ত শান্তির সঞ্চার হইল।

ঐ সময়ে আগ্রিপা আকুইতানিয়া দেশে যে কর্ম্মের ভার লইয়াছিলেন তাহা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিলেন, এবং বেন্তিদিয়স সিরিয়া দেশের আক্রমণকারি পার্থিয়ানদিগকে জয় করিলেন। ক্রাশসের দুর্গতি ও পরাভবাবধি রোমানেরা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছিল আর সেই পর্য্যন্ত এক বারও পার্থিয়ানদিগেব সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করত আপনাদের লজ্জা রক্ষা করিতে পারে নাই, অতএব পরে পার্থিয়ানেরা সিরিয়া দেশ আক্রমণ করিয়া তথাকার সমস্ত প্রদেশ সহজে জয় করিলে তাহারদের লজ্জা আরো অতিবিক্ত হইল। পার্থিয়ানেরা লেবিনস নামক এক জন রোমানকর্ম্মচারির পরামর্শ ও আনুকূল্যে ঐ জয়লাভ করিয়াছিল, ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বে ব্রুতস ও কেশসের দলভুক্ত লোক ছিল, ফিলিপাইর যুদ্ধের দুর্গতি দেখিয়া প্রাণ রক্ষার্থে পার্থিয়ান রাজের নিকট পলাইয়া আইসে, এবং যখন আন্তোনি ইজিপ্তীয় রাণী ক্লিওপাত্রার প্রণয়ে মত্ত হইয়া আত্মবিস্মৃত ও কার্য্যশিথিল হওয়াতে রোমানেরদের এস্যা খণ্ডস্থ যাবদীয় প্রদেশের রাজকার্য্য বিশৃঙ্খল হয়, তখন উক্ত লেবিনস সুযোগ পাইয়া পার্থিয়ারাজকে সিরিয়া দেশ অধিকার করিতে পরামর্শ দেন, কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই আন্তোনি রমণীর মোহন হইতে যৎকিঞ্চিৎ প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন, অতএব ব্রন্দুসিয়মের সন্ধি নির্ব্বাহানন্তর বেন্তিদিয়সকে লেবিনসেব সহিত যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত করিলেন তাহাতে পার্থিয়ানেরা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল, আর রোমানেরা আপনারদের হৃত প্রদেশ পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং পার্থিয়ারাজ অরোদিসের পুত্র

পেকোরস স্বয়ং হত হইলেন, ঐ রাজকুমার যে যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করেন তাহাতে রোমানেরদের বিশেষ হর্ষ জন্মে কেননা অনেক বৎসর পূর্ব্বে যে দিবসে ক্রাশস পার্থিয়ান সেনানী সুরিনা দ্বারা দুরবস্থান্বিত ও পরাভূত হয়েন সেই দিনেই ঐ সংগ্রাম হয়। পার্থিয়ানেরা পরাস্ত হইলে রোমানেরদের মধ্যে বেন্তিদিয়স প্রথমে তদর্থ জয়যাত্রার সম্ভ্রম প্রাপ্ত হয়েন।

সেক্সটস পম্পি ও ত্রিয়ম্বরদিগের মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছিল তাহা বহুকাল প্রবল রহিল না, অক্তেবিয়স এবং পম্পি উভয়েই বিরোধ করণের ছল পাইয়া যুদ্ধ বিস্তার করিলেন তাহাতে পম্পি এক সামুদ্রিক সংগ্রামে পরাভূত হইলেন, এবং অবশেষে প্রাণ রক্ষার্থ পলায়নপর হইলে মাইতিলিন দেশে মারা পড়িলেন।

পম্পির বিনাশ সময়ে আন্তোনি পার্থিয়া দেশে সৈন্য সামন্ত লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহার অভিপ্রায় প্রথমতঃ যৎকিঞ্চিৎ সিদ্ধ হইয়াছিল কিন্তু প্রত্যাগমন কালে দুর্ভিক্ষ ও মরক প্রযুক্ত অনেক ক্লেশ হইল এবং শত্রুরা তাহা দেখিয়া বহু আক্রোশ পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তি হইল সুতরাং তিনি ঘোর দুরবস্থায় পরাজিত ও পলায়িত লোকের ন্যায় প্রত্যাগমন করিলেন।

অনন্তর আন্তোনি ও অক্তেবিয়সের মধ্যে স্পষ্ট বিবাদ উপস্থিত হইল। ব্রন্দুসিয়মের সন্ধি নির্দ্ধারণের পর আন্তোনি আপন সহযোগির ভগিনী অক্তেবিয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্লিওপাত্রার লাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বিষম কর্ম্ম সাধনের অনুবোধে গৃহীতা ঐ পত্নীকে ত্যাগ করিয়া ইজিপ্ত দেশের রমণীয়া রাণীকে আপনার মহিষী করেন, অধিকন্তু উক্ত দুই প্রধান ব্যক্তি অনেককালাবধি রাজ্যলোভি ও অন্যায়াচারি বলিয়া পরস্পরের অপবাদ করিতেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে স্নেহ ও সদ্ভাবের বিচ্ছেদ হইল। অক্তেবিয়স ভগিনীকে দুর্ভগা দেখিয়া কুপিত ছিলেন, এবং ক্লিওপাত্রার মন্ত্রণায় তাহারদের পরস্পর বিচ্ছেদের বৃদ্ধি হইল। ঐ রমণী আন্তোনির

হৃদয় হরণ করিয়াও সন্তুপ্ত হন নাই, রোম নগরীর মধ্যে রাজমহিষী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। রোমীয় লোকেরা আন্তোনিকে স্ত্রৈণতা প্রযুক্ত ঐ কামিনীর অনুগত কিঙ্কর স্বরূপ দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল সুতরাং অক্তেবিয়সের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহারা স্বদেশীয় দুই দল সংক্রান্ত গৃহবিচ্ছেদ মাত্র জ্ঞান না করিয়া রোমনগর জয়ার্থ বিদেশীয় জাতির উপদ্রব বোধ করিল। অক্তেবিয়সও প্রজারদের মনের ঐ ভাব বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিলেন কেননা তাহাতে তাঁহারি মঙ্গলের সম্ভাবনা।

এপিরস দেশান্তর্গত একটিয়ম নগর সন্নিধানে আন্তোনি ও অক্তেবিয়সের মধ্যে বিবাদের নিষ্পত্তি হইল। তথায় এক মহা সামুদ্রিক সংগ্রাম হওয়াতে আন্তোনির স্বীয় স্ত্রৈণতাদোষে সম্পূর্ণ অনিষ্ট হইল, জয়াজয় নির্দ্ধারণের পুর্ব্বেই ক্লিওপাত্রা ইজিপ্তীয় জাহাজ সমূহ লইয়া পলায়নপরা হইলেন তাহাতে আন্তোনি মান সম্ভ্রম ও হিতাহিত কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনা না করিয়া রমণীর পশ্চাৎ গমন করিলেন, সুতরাং তাঁহার সমস্ত জাহাজ নষ্ট হওয়াতে তিনি ইজিপ্তে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার আর উপায় নাই। ইতিমধ্যে অক্তেবিয়স মহাবীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়া ইজিপ্ত দেশে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, আন্তোনি ঘোর দুর্গতিতে পড়িয়া উদ্ধারের কোন পথ না দেখিয়া স্বহস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন, ক্লিওপাত্রাও জয়বীর তাঁহাকে রোমনগরে রাজমার্গ দিয়া বন্ধনপূর্ব্বক নীত করিয়া জয়যাত্রার ঘটা করিবেন এই আশঙ্কায় প্রণয়িজনের ন্যায় মরণাভিলাষিণী হইয়া বক্ষস্থলে কালসর্প সংযোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মরণানন্তর ইজিপ্ত রোম রাজ্যাধীন প্রদেশ বলিয়া গৃহীত হইল এবং কর্ণিলিয়স গেলস তথাকার শাসন কর্ত্তৃত্বপদে অভিষিক্ত হইলেন, ইনিই ইজিপ্ত দেশের প্রথম রোমীয় শাসক।

একটিয়ম যুদ্ধের ও আন্তোনির মৃত্যুর পরে অক্তেবিয়স রোম রাজ্যের একাধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহাকে বাধা

দিতে কাহারও শক্তি ছিলনা এবং ইচ্ছাও হইলনা, তিনি প্রথম কন্সলত্ব প্রাপ্তির দ্বাদশ বৎসর পরে রোমে প্রত্যাবৃত্ত হইলে সেনেটরেরা রাজ্যের সমস্ত উচ্চ পদ ও ক্ষমতা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। প্রথমতঃ তিনি ঐ সকল পদ গ্রহণে বিরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু লোকে সে বিরাগকে ছল মাত্র জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে রাজ্য শাসনের ভাব স্বীকার করিতে বিনয় পূর্ব্বক অনুরোধ করিল। তিনি পূর্ব্বেই "অধিপতি" এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তদতিরিক্ত "অগস্তুস" উপাধি দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত হইলেন, সুতরাং তদবধি সিজর অগস্তুস নামধেয় হইয়াছেন। সমস্ত রাজ্যের উপর তাঁহার স্বেচ্ছানুযাযি আধিপত্য হইল আর যদিও পূর্ব্বতন সাধারণ শাসনের বাহ্য চিহ্নে কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই তথাচ দেশের মধ্যে রাজার একাধিপত্য বাস্তবিক স্থাপিত হইল। অগস্তুস "রাজা" নাম গ্রহণ করেন নাই আর "অধিপতি" শব্দে তৎকালে কেবল অধ্যক্ষ মাত্রকে বুঝাইত, তথাপি তাঁহাকে রোম দেশের প্রথম সম্রাট্ বলিয়া বর্ণনা করাতে কোন দোষ নাই, একাধিপতি হইয়া তিনি চতুশ্চত্বারিংশৎ বৎসর রাজ্য করেন আর পূর্ব্বে আন্তোনি ও লেপিদসের সহযোগে যে দ্বাদশ বৎসর প্রভুত্ব করেন তাহা সঙ্কলন করিলে তাঁহার রাজত্বের স্থিতি সর্ব্বশুদ্ধ ষট্ পঞ্চাশৎ বৎসর হয়। পরে ষট্ সপ্ততি বর্ষ বয়ঃক্রমে নোলা গ্রামস্থ পিতৃভবনে রোগগ্রস্থ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, সেই গৃহে তাঁহার পিতারও মৃত্যু হইয়াছিল, রোমনগরে কাম্পস মার্শস নামক ক্ষেত্রে তাঁহার সমাধি হয়। তিনি বহু দিবস ব্যাপি একাধিপত্য কালে যে সুশীলতা ও ন্যায়াচরণ পূর্ব্বক রাজত্ব করেন তজ্জন্য প্রজাবর্গ তাঁহার পূর্ব্বতন ক্রূরতা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিল, একারণ সকলেই তাহাকে দৈব ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান করিত, ফলতঃ তাঁহার ন্যায় কেহ কখন যুদ্ধে কৃতকার্য্য ও যুদ্ধান্তে ধৈর্য্যশীল হয় নাই। তিনি চতুশ্চত্বারিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত একাকী নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য ভোগ করিলেও সর্ব্বদা এমত সৌজন্য প্রকাশ করিতেন যে প্রজাব্যূহ তদপেক্ষা

সুশীলতর রাজার প্রার্থনা করিতে পারি● না, তিনি সকল লোকের প্রতি বদান্য এবং বিশেষরূপে বন্ধুবৎসল ছিলেন, অধিকন্তু মিত্রবর্গকে এমত২ সম্ভ্রান্ত পদস্থ করেন যে তাহারা প্রায় তাঁহার সদৃশ মান্য হইয়াছিল।

অগস্তসের কালে রোমদেশ অতি উন্নতিশালী হইয়াছিল, অনেক স্থলে নূতন২ প্রদেশের সংযোগে সাম্রাজ্যের সীমা বাহুল্যরূপে বিস্তারিত হইয়াছিল। ইজিপ্তদেশ ক্লিওপাত্রার মরণানন্তর রোম রাজ্যের সহিত সংলগ্ন হয় এবং এক জন রোমান কর্ম্মচারি তথাকার শাসনকর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হয়, দাল্‌মেসিয়া বারম্বার পরাজিত হইলেও তাঁহার রাজত্বের পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে খর্ব্ব হয় নাই, আর কেণ্টেব্রিয়া, পেনোনিয়া, আকুইতেনিয়া, ইলিরিকম, রিসিয়া, এবং বস্ফরস, পেণ্টিকে-পিযন প্রভৃতি পন্তসের সমুদ্রতীরস্থ নগর ও আল্পস পর্ব্বতস্থ বিন্দিলিসি এবং সালাসিদের জনপদ, এ সমস্ত রোম রাজ্যের অধীন হয়। তিনি দেসিয়ানদিগের প্রতিকূলেও কএকবার যুদ্ধ করিয়া কৃতকার্য্য হয়েন এবং জর্মাণদিগের বহু সংখ্যক লোক নষ্ট করিয়া রাইন নদীর অপর পার্শ্বে অনেক দূরস্থ এল্‌বা নাম্নী এক তরঙ্গিনীর পারে তাহাদিগকে নিষ্কাসিত করিয়াছিলেন। জর্মাণ দেশীয় যুদ্ধ তাঁহার পত্নীর পুত্র দ্রুসসের দ্বারা সফল হয় এবং পেনোনিয়ার যুদ্ধে তাইবিরিয়স নামে তাঁহার পোষ্যপুত্র অধ্যক্ষতা করেন, সেই তাইবিরিস লিবিয়া নাম্নী তাঁহার মহিষীর অন্য এক তনয় যাহাকে পরে আপনার উত্তরাধিকারীরূপে ধার্য্য করিয়াছিলেন। কথিত আছে তাই-বিরিয়স জর্মাণ দেশ হইতে তিন লক্ষ বন্দি আনিয়া রাইন নদীর বাম পার্শ্বস্থ গাল দেশে স্থাপিত করেন অগস্তসের রাজত্ব-কালে আর্মিনিয়াদেশ পার্থিয়ানদিগের হস্ত হইতে পুন-র্ব্বার হৃত হয় এবং পার্থিয়ানদিগের সহিতও মিত্রতা স্থাপন হয়। পার্থিয়ারাজ ফ্রেতিস আপনার চারি পুত্রকে প্রতিভূস্বরূপে রোম নগরে প্রেরণ করিলেন, অগস্তস তাহারদিগকে স্নেহের সহিত গ্রহণ করিয়া রোমানদিগের আচার ব্যবহার এবং ইউ-

রোপীয় মহত্ত্বর জ্ঞান ও বিদ্যাতে শিক্ষিত করাইলেন, এবং ফ্রেতিসের সহিত মিত্রতার সুযোগে ক্রাশস ও আন্তোনির যুদ্ধযাত্রা কালীন হৃত রোমান পতাকা ও বন্দিগণকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন।

অগস্তস যদিও এইরূপে নানা জাতিব উপর জয়লাভ করিয়াছিলেন তথাপি জর্ম্মাণদিগের সহিত যুদ্ধে তাঁহার অনেক অনিষ্ট হইয়াছিল। বোমানেরা রাইন নদীর অপর পারে জয়ি হইলে যৎকালে তিনি বেবসকে রাইন ও এল্‌ব এই নদীদ্বয়ের মধ্যস্থলের সেনানী নিযুক্ত করেন তখন আর্মিনিয়স নামে জর্ম্মাণদিগের এক জন প্রধান লোক সমস্ত বোমান সেনাকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বিনষ্ট করণার্থ গোপনে মন্ত্রণা করিয়াছিল, বেরস তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস শুনিতে পাইয়াছিলেন কিন্তু আপনার জয়িষ্ণু সৈন্যগণের প্রতাপের উপর নির্ভর থাকাতে সে কথায় উপেক্ষা করেন অতএব আর্মিনিয়স নিজ দলভুক্ত লোকের সহিত গোপনে আত্ম কল্পনা সাধনের উপায় স্থির করিযা পবে অকস্মাৎ সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া রোমানদিগেব উপব আক্রমণ কবিল, তৎকালে বোমানেরা ঐ প্রকার উৎপাতের কোন আশঙ্কা না করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল সুতরাং আপনারদিগকে রক্ষা করিতে পারিল না, তাহারদের প্রায় সমস্ত সৈন্য নষ্ট হইল, যাহাবা কৌশলক্রমে রক্ষা পাইল তাহারা গালদেশে পলায়ন করিল অতএব রাইন নদীর অপর পারে তাহারদের অধিকৃত সমুদয় রাজ্য উচ্ছিন্ন হইল। অনন্তর তাইবিবিয়স স্বদেশীয় যোদ্ধাদের লজ্জা রক্ষার্থ জর্ম্মাণ দেশে একবার রণযাত্রা করিয়াছিলেন কিন্তু তথাকার এক প্রশস্ত দেশ উচ্ছিন্ন করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন, এবং শত্রুর রাজ্যে উপদ্রব করাতেই বেরসের পরাজয়ের যথোচিত পরিশোধ হইয়াছে এই ঘোষণা করত রাইন নদী পার হইয়া সসৈন্যে প্রত্যাগমন করেন।

অগস্তসের যশ সর্ব্বত্র বাহুল্যরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল, সিদিয়ান ও ভারতবর্ষীয় লোকেরা পূর্ব্বে কখন রোমানের-

দের নামও শুনে নাই, কিন্তু তাহারাও এখন তাঁহার নিকট উপঢৌকন সমেত দূত প্রেরণ করিল। তাঁহার প্রভুত্ব কালে গালেসিয়া দেশ যাহা পূর্ব্বে স্বাধীনাবস্থায় ছিল তাহাও রোমানেরদের অধীনে আসিল এবং লোলিয়স প্রতিনিধি প্রিতর স্বরূপে প্রথমতঃ তথাকার শাসন কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হইলেন। অগস্তসের সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপিয়া ছিল ইহাতে অসভ্য লোকেরাও তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য করিত আর রোমানেরদের মিত্র অনেক বিদেশীয় নৃপতি তাঁহার মর্য্যাদার্থ নগর নির্ম্মাণ করিয়া সিজেরিয়া নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছিল, মাবিটেনিয়ার রাজা জুবা ঐ নামে এক নগর নির্ম্মাণ করেন এবং য়িহুদিরদেব দেশেও ঐ রূপ এক জনপদ স্থাপিত হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত খ্যাত্যাপন্ন থাকে, আর অন্যান্য অনেক নবপতি স্বদেশ হইতে রোমে আগমন করিয়া রোমানেরদের রীত্যনুযায়ি তোগা নামক উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করত তাঁহার রথ অথবা অশ্বের পার্শ্বে ধাবমান হইত।

অগস্তস এইরূপে প্রজাব্যূহের আদর ও স্নেহের পাত্র হইয়া কালযাপন করিয়াছিলেন, প্রজারা তাঁহার সর্ব্বাধিপত্য কালের সুশীলতা ও ন্যায়াচরণ দেখিয়া যৌবনকালের দৌরাত্ম্য বিস্মৃত হইল, এবং তৎকালীন অলীক ধর্ম্ম প্রথানুসারে তাঁহার মরণানন্তর তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে লাগিল। রোমরাজ্য তাঁহার শাসনে কুশলাবস্থায় থাকিয়া অবশেষে তাইবিরিয়সের অধীন হইল, ঐ ব্যক্তি তাঁহার পত্নীর পুত্র ও জামাতা এবং পরে তাঁহার উত্তরাধিকারি স্বরূপে নিযুক্ত হয়।

পণ্ডিতেরা কহেন যে অন্যান্য কালাপেক্ষা অগস্তসের সময়ে রোমান বিদ্যার অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছিল, লিবি, বর্জ্জিল, হোরেস, ওবিদ প্রভৃতি প্রধান২ পণ্ডিতের দ্বারা ঐ সময় মহোজ্জ্বল হয় কিন্তু কোন২ বিচক্ষণের মতে রোমান বিদ্যার অনুশীলন বিষয়ে অন্যান্য কালাপেক্ষা অগস্তসের কালের সুখ্যাতি করাতে ভ্রম আছে, রোমান পণ্ডিতেরা স্বয়ং সে

কালের বিষয়ে তদ্রূপ কহেন নাই, প্রাচীন গ্রন্থকারকের মধ্যে কেবল গ্রীক রচকেরাই ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন, লিবি এবং বেলিরিয়স মেশালা ব্যতিরিক্ত তৎকালে অন্য কেহ গদ্য রচনাতে পারদর্শী ছিলেন না। * এই শেষোক্ত বিচক্ষণদিগের মতে সিসিরো এবং সিজর যে কালে প্রৌঢাবস্থ সেই সময়ে রোমানবিদ্যার সর্ব্বতোভাবে উত্তম অনুশীলন হয়।

অগস্তসের রাজত্বকাল আর এক ঘটনার দ্বারা উজ্জ্বল হয় এবং সেই অবধি ইউরোপ খণ্ডস্থ খ্রীষ্টীয় দেশের লোকেরা বর্ষ গণনা করে, অর্থাৎ অগস্তসের পঞ্চত্ব প্রাপ্তির প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে য়িশু খ্রীষ্ট পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং তাহার পর বিংশতি বৎসর অতীত না হইতে২ খ্রীষ্টীয় সভাস্থাপনের উপক্রম হয়, একারণ সেই সময়াবধি রোমরাজ্যের বিবরণে আমারদের মনঃ সংযোগ অধিক হইয়া থাকে, ফলতঃ কোন দেশের বৃত্তান্তে প্রথমতঃ উপেক্ষা থাকিলেও পরে যদি শুনা যায় সেই স্থলে আমারদের প্রণয়িজনেরা নিবাস করেন তবে ত্বরায় অনুরাগ জন্মে, অতএব ঐ অবধি রাজ্যের মধ্যে দুঃখ ও উপদ্রবের বৃত্তান্ত হৃদয়ঙ্গম করিবার কালে বিষাদের সম্ভাবনা থাকিলেও মধ্যে২ যৎকিঞ্চিৎ সান্ত্বনা হইতে পারিবে কেননা অন্তঃকরণে এমত প্রবোধ জন্মিবে যে পুরাবৃত্তে বর্ণিত সমস্ত অশুভ ঘটনার মধ্যে এক পরম মঙ্গল দায়িকা শক্তি সাধারণের প্রত্যক্ষ না হইলেও উত্তরোত্তর প্রভাবশালিনী হইতেছে, অধিকন্তু যে২ মনুষ্যবর্গের পক্ষে দুঃখনিবারণের কোন উপায় পূর্ব্বে দেখা যায় নাই তাহারদের মধ্যে অহরহ ধর্ম্ম ও আনন্দের বৃদ্ধি দেখিলে অবশ্য হর্ষোদয় সম্ভাবনা। পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা রোমীয় সাধারণ শাসনের শেষাবস্থার অশুভ বৃত্তান্তে মনঃসংযোগ করিয়াছেন তাঁহারা সম্প্রতি এই শুভ ঘটনার বিবরণ ধ্যান করত মধ্যে২ হৃষ্টচিত্ত হইবেন। †

* নিবর। † আর্ণল্ড।

তাইবিরিয়স।— অগস্তসের মরণানন্তর তাইবিরিয়স রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন, তিনি রাজকীয় কর্ম্ম সাধনে অতি শিথিল ও অক্ষম ছিলেন, তাঁহার চরিত্রে কেবল ক্রূরতা ও অন্যায়াচরণ এবং ইন্দ্রিয়রসাসক্তি প্রকাশ পায়। তিনি সম্রাট্ হইবার পূর্ব্বে সেনাপতিত্ব ও রাজকীয় বিষয়ে অতি নিপুণ ছিলেন কিন্তু রাজত্ব প্রাপ্তিব পরে তদ্বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার প্রভুত্ব কালে যে২ যুদ্ধ হয় তাহাতে আপনি হস্তক্ষেপ করেন নাই, অন্যান্য কর্ম্মচারির উপর সমস্ত ভারার্পণ করিয়াছিলেন। আব ছল পূর্ব্বক সৌজন্য দেখাইয়া কতিপয় বিদেশীয় রাজাকে আনয়ন কবত রোম নগরে বদ্ধ করিয়া রাখেন, কাপেদোসিয়ার রাজা আর্কিলেয়স এইরূপে তাঁহার প্রবঞ্চনাজালে বদ্ধ হয়, তিনি তাহাকে কেবল কারারুদ্ধ করেন নাই, তাহার রাজ্যও বলদ্বারা হরণ করিয়া রোমানেরদের অধীনে আনিয়াছিলেন, এবং তথাকার প্রধান নগরী যাহা পূর্ব্বে মাজাকা নামে বিখ্যাতা ছিল আপনার নামানুসাবে তাঁহার নামান্তর করেন তাহাতে ঐ নগরী সেই পর্য্যন্ত সিজেরিয়া নামে প্রসিদ্ধা হয়।

তাইবিরিয়স সম্রাট্ হইবার কিয়দ্দিবস পরে জর্মাণিকস্ নামে প্রসিদ্ধ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের শাসনে জর্মাণ দেশে যুদ্ধযাত্রা হইয়াছিল, জর্মাণেরদের দেশে কোন প্রাচীর বা পরিখা বিশিষ্ট পুরী না থাকাতে তাহারা রোমদেশীয় সুশিক্ষিত সেনাগণের সহিত রণে অক্ষম হইয়া অরণ্যে ও দুর্গম গ্রামে পলায়নপর হয়, কিন্তু রোমানেরা জর্মাণদেশ জয় করণে ক্ষান্ত হওয়াতে সে দেশের স্বাধীনতা নষ্ট হইল না, রোমানেরা যৎকিঞ্চিৎ বীরত্ব প্রকাশ কবিয়া পরে আপনারদের প্রদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইল, বোধ হয় তাইবিরিয়স আপনি যে দেশ জয় করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন আত্ম সেনাপতিকে সে দেশ অধিকার করিয়া যশস্বি করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

তাইবিরিয়সের রাজত্বের প্রথমাবস্থায় পেনোনিয়ার ও রাইন নদীর তীরস্থ সেনাগণের মধ্যে উপপ্লব উপস্থিত হওয়াতে মহা

গোলযোগ হইয়াছিল। সেনাগণের প্রতি ব্যবস্থার ব্যতিক্রমে অধিক কাল ব্যাপিয়া কার্য্য সাধনে নিযুক্ত থাকনের আদেশ হওয়াতে তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়া স্পষ্টরূপে রাজবিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইল, পরে তাহারদের বিদ্রোহিতার দমন হয় বটে কিন্তু রাজাকেই তাহারদের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দিতে হইল, কেননা যদিও তাহারদের মধ্যে প্রধান২ দলপতিদিগের মৃত্যুদণ্ড হয় তথাপি সামান্য সৈন্যেরদিগের পক্ষে অনেক প্রকার অনুগ্রহ প্রকাশ হয় এবং তাহারদের ক্লেশেরও উপশম হয়।

তাইবিরিয়সের প্রভুত্বের অষ্টাদশ বৎসরে কাল্‌বরি পর্ব্বতোপরি আমারদের ত্রাণকর্ত্তা ক্রুশযন্ত্রে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন এবং পরে মৃত্যুদেশ হইতে পুনরুত্থিত হয়েন। যিহুদিরা তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার অবতারের মহৎ অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করণে অক্ষমতা প্রযুক্ত তাঁহাকে ঈশ্বর নিন্দক ও রাজবিদ্রোহি বলিয়া অপবাদ করিয়াছিল, তথাকার শাসনকর্ত্তা পন্তিয়স পিলাতের নিকট সেই অপবাদের বিচার হয়, পিলাত চতুর্দ্দিকস্থ লোক সমূহের কোলাহলে ভীত হইয়া অপবাদিত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষি জ্ঞান করিয়াও অন্যায় দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করেন। খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের কিয়দ্দিবসানন্তর শৃঙ্খলাপূর্ব্বক খ্রীষ্টীয় সমাজ স্থাপন হয় এবং তাহার অব্যবহিত পরে ঐ সমাজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপিতে উপক্রম করে।

তাইবিরিয়স ২২ বর্ষ রাজত্ব করিয়া ৭৮ বৎসর বয়ঃক্রমে কাম্পেনিয়া দেশে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন, প্রজাবর্গ তাঁহার ক্রূরতায় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল সুতরাং তাঁহার মরণে সাধারণ লোকে বিষণ্ণচিত্ত না হইয়া বরং আনন্দিত হইল।

কাইয়স কালিগুলা।—কালিগুলা উপাধি প্রাপ্ত কাইয়স সিজর নামে বিখ্যাত এক ব্যক্তি তাইবিরিয়সের মরণানন্তর রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন, মৃত রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র জর্মাণিকস যিনি কোন২

রচকের মতে বিষ পানে হত হয়েন তিনি ইহার পিতা, সুতরাং ইনি অগস্তসের পোষ্য পুত্র ড্রুসসের পৌত্র। কালিগুলা পিতৃ বিয়োগের পরে পিতামহ ভ্রাতা তাইবিরিয়সের আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন, তাইবিরিয়স অনেকের প্রতি সন্দেহ করিয়া ক্রূরতা প্রকাশ করাতে কালিগুলা সর্ব্বদা প্রাণভয়ে উৎ-কণ্ঠিত হইতেন, বোধ হয় তাহাতেই তাঁহার মনে কুসংস্কার জন্মিয়াছিল, সুতরাং রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া অল্পকালের মধ্যে অতিশয় দুবস্ততা ও অন্যায়াচরণ করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার দৌরাত্ম ও অত্যাচার এমত ঘোর ভয়ানক হইয়া উঠিল যে অনুমান হয় তিনি যেন হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন, ফলতঃ বিবেকশক্তি ও ভদ্রাভদ্র বিবেচনার সম্বন্ধে তাঁহার অন্তঃকরণ অতি পামর হইয়াছিল, এপ্রযুক্ত তিনি অবিবে-চনায় ও দুষ্কর্ম্ম সাধনে তাইবিরিয়স হইতেও অধম হইলেন। তিনি ব্রিটেন ও জর্মাণ দেশে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কেবল আপনি সকলের উপহাস্য হয়েন এবং সুইবিয়া দেশে প্রবেশ করিয়াও কিঞ্চিন্মাত্র যুদ্ধবীরত্ব অথবা সেনা-পতিত্ব প্রকাশ করিতে পারেন নাই। আর রাজকীয় ব্যাপারে যেমত ঘৃণিত কর্ম্ম করিতেন তদ্রূপ আচার ব্যবহারেও নরাধম হইয়াছিলেন, ভগিনীগমন স্বরূপ মহাপাপে মগ্ন হইয়া সহো-দরার গর্ভজাত সন্ততিকে আপনার ঔরস পুত্রী বলিয়া স্বীকার করণে লজ্জিত হয়েন নাই, এবং যাবদীয় লোকের উপর অত্যাচার করিয়া নিষ্ঠুরাচরণ লোভ ও কামুকতা প্রকাশ পূর্ব্বক অশেষ প্রকারে প্রজাপীড়ন করিলেন।

সেনেটরেরা তাঁহার অত্যাচার হেতুক চারি বৎসর ব্যাপিয়া নিরুপায়ে যন্ত্রণা ভোগ করেন, পরে প্রিতোরিয়ান সেনার কএক জন অধ্যক্ষ এমত নরাধম পশুকে গোপনে বধ করণার্থ পরস্পর মন্ত্রণা করিল তাহাতে কালিগুলা চারি বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া ২৯ বৎসর বয়ঃক্রমে হত হইলেন। সেনে-টরেরা তাঁহার পঞ্চত্বে মহানন্দিত হইয়া পূর্ব্ববৎ সাধারণ শাসনের নিয়ম পুনঃস্থাপন করিতে উদ্যত হইলেন, কন্সলেরা

কাপিতলে তাঁহারদিগকে সভাস্থ করিলে তাঁহারা কালিগুলার নামে যথোচিত নিন্দাবাদ করিয়া ব্যগ্রচিত্তে সাধারণ শাসনের পুনঃ স্থাপনার্থ বিবেচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রিতোরিয়ান সৈন্যগণের সম্মতি ব্যতিরেকে তাঁহারা কিছুই করিতে পারিতেন না কেননা শস্ত্রধারি যোদ্ধারদিগের আনুকূল্য ব্যতীত রাজকীয সভ্যাদিগের কোন ক্ষমতা ছিল না। অপর প্রিতোরিয়ান সৈন্যগণের অভিমতানুসারে এক জন সম্রাট্ নিযুক্ত করাই শ্রেয়স্কর বোধ হইল, প্রাচীন ব্যবস্থানুযায়ি শাসনের সময়ে তাহারা দলবদ্ধ থাকে নাই, আর জুলিয়স সিজরের দ্বারা প্রচলিত ও অগস্তস কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত আধুনিক রীত্যনুসারে তাহারদের আপনাদের অধ্যক্ষই পৃথিবীপতি হইতেন, একারণ তাহারদের মনে এই আশঙ্কা জন্মিল যে এক জন সর্ব্বাধিপতি রাজাকে অভিষিক্ত না করিলে পেরুসিয়ার পতন ও লুসিয়স আন্তোনির পরাজয়ানন্তর তাহারা যে মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার হ্রাস হইবে, অতএব সেনেটরেরা প্রিতোরিয়ানদিগের প্রাতিকূল্য করণে অক্ষম হওয়াতে তাহারদের ইচ্ছাই বলবতী হইল।

ক্লদিয়স।—কালিগুলার মরণানন্তর ক্লদিয়স রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তিনি ঐ দ্রুসসের পুত্র যাঁহার স্মরণার্থ এক স্তম্ভ মোগান্টিএকম দেশে স্থাপিত হইয়াছিল এবং যিনি মৃত রাজার পিতামহ ছিলেন, অতএব ক্লদিয়স কালিগুলার পিতৃব্য। তিনি ৫০ বর্ষ বয়ঃক্রমে রাজত্ব প্রাপ্ত হয়েন, প্রৌঢ়াবস্থায় রাজকীয় ব্যাপারে মনোযোগ করেন নাই, দেশের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়া সামান্য মনুষ্যের ন্যায় কাল যাপন করিতেন, আর শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতা প্রযুক্ত অতীত নৃপতি দ্বয়ের ক্রূরতায নষ্ট হয়েন নাই, তাহারা সকলকে সন্দেহ করিয়া বধ করণে উদ্যত হইলেও তাঁহাকে অতি উপেক্ষণীয় জ্ঞান করিয়াছিল, সুতরাং তাঁহা হইতে কোন উপদ্রবের সম্ভাবনা নাই এমত বোধ করিয়া অনর্থক জ্ঞাতি হত্যার পাতকে প্রবৃত্ত হয় নাই।

যদিও ক্লদিয়সের বুদ্ধির প্রখরতা মাত্র ছিলনা তথাপি বিদ্যানুশীলনে যথেষ্ট আমোদ করিতেন, তিনি গ্রীক এবং লাটিন বিদ্যার্থী হইয়া বহু পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছিলেন এবং ঐ উভয় ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইতে স্পৃহা করিয়াছিলেন, আর গ্রীক ভাষাকেও লাটিনের ন্যায় আপনার মাতৃভাষা বলিয়া অভিমান করিতেন। তিনি লাটিন ভাষাতে রোম দেশের পুরাবৃত্তের এক পুস্তক ৪১ কাণ্ডে বিভাগ কবিয়া রচনা করেন এবং আপনার কালের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন ও গালস সিসিরোর প্রতিকূলে যে কটাক্ষ করেন তাহার উত্তর লিখিয়াছিলেন। আর গ্রীক ভাষায় টস্কান দেশীয় পুরাবৃত্ত ২০ কাণ্ডে সম্বলিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং কার্থেজ দেশেরপ্রাচীন বিবরণ ৮ কাণ্ডে বর্ণনা করেন।* অপর তাঁহা হইতে তিন নুতন অক্ষরেরও সৃষ্টি হয় সে অক্ষরেব বিশেষ প্রয়োজন ছিলনা তথাপি তৎকালে গ্রন্থ কারকদিগের রচনায় কখন২ প্রয়োগ হইয়াছে।

ক্লদিয়সের পাণ্ডিত্য যৎকিঞ্চিৎ ছিল বটে কিন্তু তিনি রাজ্য শাসন অতি সামান্যরূপে করেন, তাঁহার চবিত্রে যশস্কব অথবা আশ্চর্য্য জনক কোন ব্যাপার দেখা যায় না, তিনি কখন২ প্রশান্ত চিত্ত ও ধৈর্য্যশীল পুরুষের ন্যায় কার্য্য কবিতেন কখনবা নির্ব্বুদ্ধিতা ও ক্রূরতা প্রকাশ করিতেন। তিনি ব্রিটেন দেশে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, জুলিয়স সিজরের পর কোন রোমান বীর কস্মিন কালেও সসৈন্যে তথায় গমন করে নাই, সে সংগ্রামে তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছিল, তিনি সেনসিয়স ও প্লসিয়স নামক দুই জন কর্ম্মচারি দ্বারা ঐ দেশ পরাজয় করিয়া রোমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মহা ঘটায় জয়যাত্রা করেন। ব্রিটেন হইতে দূরবর্ত্তি সমুদ্রস্থ অর্কেডিস নামক উপদ্বীপও তাঁহার সময়ে রোম রাজ্যের অধীনে আইসে। উক্ত দেশ জয় করণানন্তর তিনি আপনার পুত্রকে ব্রিটানিকস উপাধি প্রদান করেন,

* সুইতোনিয়স রচিত ক্লদিয়সের চরিত্র।

অপর কোন২ বন্ধুগণের প্রতি এমত সৌজন্য ও অনুগ্রহ বিস্তার করিতেন যে প্লসিয়স নামে যশস্বী সেনানী ব্রিটেন দেশীয় যুদ্ধে মহাবীর্য্য প্রকাশ করিয়া রোম নগরে জয়যাত্রা করিলে আপনি তাঁহার সমভিব্যাহারী হইয়া পদব্রজে তাঁহার বাম পার্শ্বে গমন করত কাপিতলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এইরূপে ১৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৬৪ বর্ষ বয়ঃক্রমে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন, আগ্রিপিনা নাম্নী তাঁহার মহিষী তাঁহাকে বিষপান করাইয়া নষ্ট করে, ঐ নারী পূর্ব্বতন স্বামির ঔরসে নিরোনামে এক পুত্র প্রসব করিয়াছিল, রাজা নিজ কুমার ব্রিটানিকসকে নিরাশ করিয়া পত্নীর পুত্রকে উত্তরাধীকারি করিয়াছিলেন, অতএব নিরোকে শীঘ্র অভিষিক্ত করণার্থে রাজমহিষী স্বামিহত্যা করিল।

নিরো।—ক্লদিয়সের মৃত্যু হইলে নিরো রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন, তিনি আপনার মাতুল কালিগুলার সদৃশ ছিলেন, সুতরাং রোম রাজ্যের লজ্জাকর ও প্রজাপীড়ক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অপব্যয় ও অত্যাচারের কোন সীমা ছিলনা, মাতুলের ন্যায় উষ্ণ ও শীতল তৈলে স্নান করিতেন এবং স্বর্ণনির্ম্মিত ও পট্ট সূত্র সংযুক্ত ছিপ লইয়া মৎস্য ধরিতেন ও স্বীয় পদ্ধতির মহত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া বাদ্যকর ও নাট্যকরের পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়া রঙ্গভূমির উপর নাট্য গীতাদি করত রাজ মর্য্যাদার লাঘব করিতেন। তাঁহার অপব্যয় ও কৌতুকাসক্তি যেমত অবহেয় হইয়াছিল নিষ্ঠুরতাও তদ্রূপ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, তিনি রাজ্যের মধ্যে ভদ্র লোক মাত্রের দ্বেষ করিতেন, একারণ অনেক সেনেটর ও নিজ কুটুম্বকে বধ করিলেন, আর মাতা, ভ্রাতা, পত্নী প্রভৃতিকে অন্যান্য অপ্রিয় লোকের ন্যায় নষ্ট করিলেন, এবং ত্রয় নগরদাহ সময়ে কেমত শোভা হইয়াছিল তাহা দেখিবার নিমিত্ত রোম নগরে অগ্নি সংযোগ করিয়া কৌতুক দর্শন করিতে লাগিলেন, পরে স্বীয় দোষ খণ্ডনার্থে অতি নীচাত্মা হইয়া ভূরি২ খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগের

প্রতি নগর দাহের দোষারোপ করিয়া নির্দ্দয়চিত্তে তাহারদের অনেককে বধ করিলেন।*

নিরো কোন প্রকার যুদ্ধবীরত্ব প্রকাশ করিতে পারে নাই, ব্রিটেন রাজ্যের লোকেরা বোয়াদিসিয়া রাণীর শাসনে উপপ্লব করিয়াছিল তাহাতে প্রথমত রোমানেরদের অনেক অনিষ্ট হয় এবং ব্রিটেন দেশে তাহারদের রাজত্ব পর্য্যন্ত নষ্ট প্রায় হয় কিন্তু ব্রিটানেরদের অনিয়মিত উদ্যমে রোমানেরদের সুনিয়মিত বিক্রমকে খর্ব্ব করিতে পারিল না। পার্থিয়াদেশেও যুদ্ধ উপস্থিত হয় তাহাতে রোমান সেনাপতি কর্বুলার শাসনে রোমানেরদেরই জয়লাভ হয় এবং তিরিদেতিস নামক পার্থিয়ারাজ আপনাকে রোমানসম্রাটের বশীভূত দাস বলিয়া স্বীকার করেন। নিরোর সময়ে দুই নূতন দেশ রোমানদের অধীনে আইসে, প্রথমতঃ পোলিমন রাজা পন্তস পোলিমোনিএকস দেশ দান করেন, দ্বিতীয়তঃ কটিয়স রাজার মরণানন্তর আল্পিস দেশ প্রাপ্ত হয়।

নিরোর অত্যাচারে সমস্ত প্রজা তাহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল, সকলেই তাহাকে ত্যাগ করিল, এবং সেনেটসমাজে দেশের শত্রু বলিয়া তাহার নামাঙ্কন হইল, আর সেনেটরেরা তাঁহাকে বিবস্ত্র করিয়া মস্তকের অধোভাগে কাঁটা দিয়া রাজমার্গের মধ্যে আকর্ষণ পূর্ব্বক বেত্রাঘাতে বধ করত তার্পিয়ান পর্ব্বত হইতে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন। নিরো এমত লজ্জা সংক্রান্ত দণ্ড ও যন্ত্রণার ভয়ে রাজবাটী হইতে পলায়ন করিয়া নগরের দুই ক্রোশ দূরে সেলেরি ও নূমান্তিয়

---

* "নিরো রোম নগর ভস্মসাৎ করিয়াছিল একথা তাসিতসের মতে সপ্রমাণ নহে, বোধ হয় তাহা জনশ্রুতি মাত্র" ইতি নিবরের উক্তি। তথাপি তাসিতস স্পষ্ট কহিয়াছেন যে "ঐ জনশ্রুতির নিবারণ করিতে খ্রীষ্টীয়ান নামে প্রসিদ্ধ লোক সমূহের প্রতি দোষারোপ করিয়া তাহারদিগকে নির্দ্দয়চিত্তে দণ্ড করেন"।

পথের মধ্যে আপনার এক ভৃত্যের আলয়ে আসিয়া স্বহস্তে প্রাণ ত্যাগ করিল। তিনি ১৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৩১ বৎসর বয়ঃক্রমে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন তাহার মরণে অগস্তসের বংশ লোপ পাইল।

নিরো রোম নগরে উষ্ণ স্নানাগার নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সে স্নানাগার প্রথমতঃ তাহারি নামে প্রসিদ্ধ হয় পরে আলেক্জন্দ্রিয় বলিয়া বিখ্যাত হয়।

গাল্‌বা।—নিরো অত্যাচার পূর্ব্বক শাসন করিতেছে এই সংবাদে স্পেন ও গাল দেশীয় সেনারা তাহাকে জীবদ্দশায় রাজ্যচ্যুত করণার্থে আর এক ব্যক্তিকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছিল, তাহারদের অভিষিক্ত ব্যক্তির নাম গালবা, সমস্ত সেনাগণ তাহাকে আহ্লাদ পূর্ব্বক রাজা বলিয়া গ্রহণ করিল। তিনি এক প্রাচীন ও মহোদয় বংশোদ্ভব সেনেটর, রাজ্য প্রাপ্তির সময়ে তাঁহার ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রম হইযাছিল, ইহার পূর্ব্বে তিনি দেশের মধ্যে রাজশাসন ও যুদ্ধ সংক্রান্ত অনেক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, দুইবার কন্সল হয়েন এবং বারম্বার প্রোকন্সল ও ভয়ানক যুদ্ধকালে সেনানী হইয়াছিলেন। তিনি অভিষিক্ত হইয়া শুভ লক্ষণে রাজ্যারম্ভ করেন বটে কিন্তু প্রিতোরিয়ান সেনাগণকে পারিতোষিক ও ধন দানে সন্তুষ্ট করণে ক্রটি করিয়া এবং তাহারদের প্রতি কাঠিন্য দর্শাইয়া অত্যন্ত অপ্রিয় হইলেন, সুতরাং তাঁহার প্রভুত্ব বহুকালস্থায়ি হইল না, রাজ্য প্রাপ্তির সপ্তম মাসে ওথো নামে এক ব্যক্তি তাঁহার প্রতিকূলে মন্ত্রণা করিয়া রোমান ফোরম নামক ক্ষেত্রে তাহাকে বধ করিল, পরে নগরের নিকট আরিলিয়ান পথে তাহার আপনার উদ্যানে দেহের সমাধি হইল।

ওথো। গাল্‌বার মরণানন্তর ওথো রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন তিনি অতি সামান্য বংশে উৎপন্ন, তাঁহার পিতামহ কুলাপেক্ষা মাতামহ কুলের যৎকিঞ্চিৎ মর্য্যাদা ছিল, তিনি অত্যন্ত

স্ত্রৈণ ছিলেন এবং লাম্পট্যে নিরোর সহযোগী হইয়াছিলেন, সুতরাং সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া বীরত্ব প্রকাশে অক্ষমতা প্রযুক্ত কেবল অপযশ বিস্তার করিতে লাগিলেন। অপর যৎকালে তিনি গাল্‌বাকে নষ্ট করেন তৎকালে রাইন নদীর তীরস্থ সেনাগণ বিতেলিয়সকে সম্রাট্ করিয়া অভিষিক্ত করণার্থ ইতালিতে আগমন করিল, তথায় বেত্রিএকম গ্রামে যুদ্ধ হওয়াতে ওথো একবার পরাভূত হইলেন, কিন্তু সে যুদ্ধে জয়াজয়ের সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি হয় নাই, কেননা অনেক সৈন্য বর্ত্তমান থাকাতে তাঁহার রাজ পদবী রক্ষার্থ পুনশ্চ যত্ন করিবার ক্ষমতা ছিল, সেনাগণও একবার মাত্র পরাভবে ভীত না হইয়া তাঁহাকে শীঘ্র নিরুৎসাহ হইতে নিষেধ করিল, পরন্তু তিনি তাহারদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া কহিলেন আমার এমত কোন গুণ নাই যে আমার নিমিত্তে রাজ্য মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ সহিষ্ণুতা করা যাইতে পারে, এই বলিয়া আত্মহত্যার দ্বারা কলহের শেষ কবিলেন অতএব ৯৫ দিন রাজত্ব করিয়া ৩৮ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার মৃত্যু হইল।

বিতেলিয়স।—অনন্তর বিতেলিয়স সম্রাট হইলেন, তিনি যে বংশে উৎপন্ন হয়েন তাহাতে কৌলীন্য মর্য্যাদা ছিলনা কিন্তু অন্য প্রকারে মহত্ত্ব ছিল, তাঁহার পিতা মহাকুলোদ্ভব না হইলেও তিন বার কন্সল হইয়াছিলেন। তিনি রাজা হইয়া অতিশয় ক্রূরতা ও অন্যায়াচরণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং উদরম্ভরিত্ব ও ইন্দ্রিয় রসে অত্যন্ত আসক্ত হওয়াতে সর্ব্বত্র ঘৃণিত হইলেন, কথিত আছে তিনি প্রতি দিবস চারি পাঁচ বার ভোজন করিতেন এবং তাঁহার ভ্রাতা একবার তাঁহার নিমিত্তে এক ভোজনোৎসব করিয়াছিল তাহাতে তাঁহার জন্য ২০০০ মৎস্য ও ৭০০০ কুক্কুটের মাংস অন্যান্য বস্তুর সহিত প্রস্তুত হয়। তিনি ক্রূরতা ও লাম্পট্য ব্যবহার করিয়া লজ্জিত হইতেন না বরং প্রকাশ্যরূপে কহিতেন যে নিরোর চরিত্রানুযায়ি আচরণ করিবেন, আর ঐ পাপিষ্ঠ রাজার দেহ যে অপ্রসিদ্ধ স্থানে

প্রোথিত ছিল তাহার মহা সমাদর করিতেন। মিসিয়া, সিরিয়া, ও যুদিয়া দেশস্থ সেনারা তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হইল কেননা তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তি-কালে তাহারদের অভিমত জিজ্ঞাসা হয় নাই, একারণ আন্তোনিয়স প্রাইমস নামে এক সেনানী মিসিয়া ও পেনোনি-য়ার বিদ্রোহি সেনাগণের অধ্যক্ষ হইয়া ইতালিতে যাত্রা করিলেন এবং ক্রিমোনা গ্রামের সন্নিধানে বিতেলিয়সের সেনা-পতিদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। ঐ উপপ্লবকারি সেনা-দের মনস্থ ছিল যে যুদিয়া দেশীয় সেনার অধ্যক্ষ বেস্পেসিয়ান যিনি তৎকালে য়িহুদিদিগের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করে। অনন্তর বেস্পেসিয়ানের ভ্রাতা সেবিনস রোমনগরে থাকিয়া কাপিতলে আশ্রয় লওয়াতে বিতেলিয়স ক্রোধ পূর্ব্বক তাহাকে বধ করত কাপিতল দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন কিন্তু বেস্পেসিয়ানের দলস্থ লোকেরা দিনে২ বৃদ্ধিশীল হইয়া ঐ অত্যাচারি রাজাকে নষ্ট করিল, এবং তাহার শ্মশ্রুর নীচে এক খড়্গ বন্ধন করিয়া নগ্ন শরীরকে পথের মধ্যে প্রকাশ্যরূপে টানিতে লাগিল তাহাতে পথিকেরাও তাঁহার প্রতি ঘৃণা করিয়া সেই শরীরের সর্ব্ব প্রকার অসম্ভ্রম করিল, পরে মস্তক ছিন্ন করিয়া সমুদয় দেহ তাইবর নদীতে নিক্ষেপ করিল। লোকেরা তাহার নামের যৎপরোনাস্তি কুৎসা করত সামান্যরূপেও তাহার সমাধি করিল না। তিনি অষ্টমাস মাত্র রাজত্ব করিয়া ৫৭ বৎসর বয়ঃক্রমে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

বেস্পেসিয়ান।—বিতেলিয়সের মরণানন্তর বেস্পেসিয়ান য়িহুদিদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পালেস্তিন দেশেই রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। তিনি সামান্য বংশে জন্মিয়াছিলেন বটে কিন্তু সৎস্বভাব প্রযুক্ত অতীত নৃপতিগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট রাজাদের তুল্য হইলেন এবং সাম্রাজ্য প্রাপ্তির পূর্ব্বে পৃথিবীর অনেক স্থলে শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া আপনার নাম

উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, ক্লদিয়স তাঁহাকে জর্মাণ এবং ব্রিটেন দেশ জয় করিতে প্রেরণ করেন তাহাতে তিনি শত্রুদের সহিত দ্বাত্রিংশৎ বার যুদ্ধ করেন এবং দুই মহাপরাক্রমশালি জাতিদিগকে পরাভূত করিয়া তথা ব্রিটেন দেশের সন্নিহিত ওয়াইট উপদ্বীপ ও অন্য দ্বাবিংশতি নগর অধীনে আনিয়া রাজ্যের বৃদ্ধি করেন, পরে রাজা হইয়া দয়া ও সৌজন্য প্রকাশ পূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। কোনং ব্যক্তিরা তাঁহাকে ধনলুব্ধ বলিয়া বর্ণনা কবিয়াছেন, যদিও তাহা সত্য হয় অর্থাৎ যদ্যপি তিনি অর্থের প্রয়াস করিয়া থাকেন তথাপি কাহারো উপর অন্যায় বা অত্যাচার করেন নাই, ও যথার্থের বিরুদ্ধে কাহারো বিষয় হরণ করেন নাই, আর যদ্যপি অর্থ সঞ্চয়ার্থে যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন তথাপি বন্ধুগণ বিশেষতঃ দরিদ্র ও দুঃখিদিগকে ধন দান করিতে কাতর ছিলেন না, ফলতঃ তাঁহার ন্যায় বিবেচক ও বিপুল দাতা কেহ কখন হয় নাই একারণ প্রজা সমূহ তাহার অনুগ্রহ ও সুশীলতায় যথোচিত অনুগত হইয়াছিল। কেহ তাঁহার আপনার প্রতিকূলে বিদ্রোহী হইলেও তিনি রক্তারক্তি পূর্ব্বক দণ্ড করণে বিরত হইতেন, আর তাঁহাব মতে কেবল দেশত্যাগী করিলে গুরুতর দোষেরও যথেষ্ট দণ্ড হইত। দুই এক মহোদয় লোক তাঁহার আদেশে হত হইয়াছিল ইহাতে তাঁহার কোমল শাসনে ব্যভিচাব দর্শে বটে কিন্তু সে লোকেরা এমত বিজাতীয় দোষ করিয়াছিল যে তজ্জন্য প্রশান্ত স্বভাবেও রাগোদ্রেক হওয়া অসম্ভব নহে সুতরাং সে কাঠিন্য ধর্ত্তব্য নয়।

বেস্পেসিয়ানের রাজত্ব সময়ে যিরুশালমের মন্দির ও য়িহুদিদের রাজনীতি উচ্ছিন্ন হয়। য়িহুদিবা সকল কালে বিদেশীয় লোকে তাহারদের স্বদেশীয় ব্যাপারে হস্ত ক্ষেপ করিলে অভিমানে পূর্ণ হইত এবং বিদেশীয় রাজার অধীনতা স্বীকার সহিষ্ণুতা করিতে পারিত না, তথাপি হর্কেনস ও আরিষ্টবুলসের রাজ্য প্রাপ্তির বিষয়ে পরস্পর বিবাদ কালীন পম্পিকে মীমাংসা করিতে অনুরোধ করিয়াছিল, পম্পি

হর্কেনসের পক্ষে মীংমাসা করিয়া য়িরুশালম নগর হরণ পূর্ব্বক আরিষ্টবুলসকে পরাভব করত আপনার অভিমতানুসারে রাজা নিযুক্ত করেন তাহাতেই রোমানদিগের প্রাধান্য স্থাপন হয়, পরে আন্তোনির অনুগ্রহে হেরোদ রাজ্যাভিষিক্ত হওয়াতে ঐ প্রাধান্যের আরো বৃদ্ধি হয়, কিন্তু রোমানদিগের প্রভুত্ব হইলেও য়িহুদিদিগের স্বাধীনতা তখনও সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় নাই, পরন্তু হেরোদের পঞ্চত্ব প্রাপ্তির কিয়ৎকাল পরে তাহার পুত্র আর্কিলেয়স অনেক অত্যাচার করাতে অগস্তস রাজা তাহা শুনিয়া তাহারদের স্বাধীনতা লোপ করিয়া যুদিয়া দেশ রোমরাজ্যের অন্তর্গত করিলেন, এবং তাহা সিরিয়া দেশের অধ্যক্ষের শাসনস্থ করিয়া তথাকার রাজকীয় কর্ম্ম-নির্ব্বাহার্থে এক জন রোমানকে নিযুক্ত করিলেন। য়িহুদিরা এই রূপে ষষ্টি বর্ষ পর্য্যন্ত রোমানদের অধীনে থাকিয়া পরে বিদ্রোহিতা করিতে প্রবৃত্ত হইলে বেস্পেসিয়ান তাহারদের দমনার্থ নিযুক্ত হইলেন কিন্তু তিনি সম্রাট্ হওয়াতে য়িহুদি-দের দেশ সম্পূর্ণরূপে জয় করিবার পূর্ব্বেই ইতালিতে আসিতে বাধ্য হইলেন, এবং তাঁহার পুত্র তাইতস সেনানীত্ব পদে নিযুক্ত হইয়া য়িহুদিদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন তাহাতে তাহারদের নগর ধ্বংস হইল, মন্দির ভূমিসাৎ হইয়া গেল, এবং তাহারা স্বয়ং খড়্গাঘাতে হত অথবা দাস স্বরূপে বিক্রীত হইল। বেস্পেসিয়ান রাজা যিরুশালম সংহারের সংবাদ পাইয়া জয়প্রকাশক এক তোরণ নির্ম্মাণ করিয়া পরাজিত দেশ হইতে হৃত বিচিত্র ও মহার্ঘ দ্রব্য বিস্তার পূর্ব্বক আপনার রণকুশল তনয়ের সহিত জয়যাত্রার যশোলাভ করিলেন।

এই রাজার শাসনে আকায়া, লিসিয়া, রোদস, বিজান্সিয়ম, সেমস প্রভৃতি স্বাধীন দেশ এবং থ্রেস, সিলিসিয়া, কেপিয়া, কোমেজিনি প্রভৃতি রোমানদের আশ্রিত ভূপতি-গণের রাজ্য রোম সাম্রাজ্যের অধীনে আইসে।

বেস্পেসিয়ান এই রূপে প্রজা সকলের অনুরাগ ও সেনেটর-দিগের সমাদর প্রাপ্ত হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন,

পরন্তু বাস্তবিক কোন মহৎ গুণের নিমিত্ত সাধারণের অনুরাগ ভাজন হয়েন নাই, দোষাভাবেই লোকদিগকে অনুগত করিয়া ছিলেন। অতীত রাজারদের মধ্যে অনেকে যেং অত্যাচার ও দুর্বৃত্ততা করে তাহাতে তিনি নিরস্ত ছিলেন, আর তাঁহার ন্যায়াচরণ ও কোমল স্বভাব প্রযুক্ত প্রজারদের মনে কোন উদ্বেগ না থাকাতেই তাহারদের স্নেহ পাত্র হইয়াছিলেন। অপর তিনি স্বভাবতঃ ক্ষমাশীল ছিলেন এপ্রযুক্ত কাহারও দোষগ্রহণে সত্বর হইতেন না, এবং বিচারাগার সংক্রান্ত ও পণ্ডিতাভিমানি বক্তারদের নিন্দাবাদ ধৈর্য্যপূর্ব্বক সহিষ্ণুতা করিতেন, আর রোমানেরদের মধ্যে যে বহুভোজন পান ও অপব্যয় এবং লাম্পট্যের প্রথা সর্ব্বত্র চলিত হইয়াছিল স্বীয় সদ্ব্যবহার দেখাইয়া ও রাজকীয় ব্যবস্থা স্থাপন করিয়া তাহা রহিত করিতে যত্ন করিলেন। তিনি সৈন্য সংক্রান্ত শাসনও সতর্কতা পূর্ব্বক প্রবল রাখিয়াছিলেন আর সেনাধ্যক্ষগণের মনে বৈরক্তি না জন্মাইয়া তাহারদিগকে আপন আজ্ঞার বশীভূত করেন, কিন্তু বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের কোন আদর করিতেন না, আপনি বিদ্যানুশীলনে ত্রুটি করাতে ব্যুৎপন্ন লোকের ঔদার্য্য হৃদয়ঙ্গম করণে অক্ষম হইয়া সুশিক্ষিত মনুষ্যদিগের স্পষ্ট অনাদর করিতেন. এবং যাহারা বিষয় কর্ম্ম সাধনের অতিরিক্ত গুণের প্রয়াস করিত তাহারদেরও অনুরাগ করিতেন না।

বেস্পেসিয়ান ৯ বৎসর রাজ্য করিয়া ৭০ বৎসর বয়ঃক্রমে আপনার গ্রামস্থ আশ্রমে রোগগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, রোমানেরা আপনারদের দেবগণের মধ্যে তাঁহার নামাঙ্কন করিয়া তৎকালের অসঙ্গত রীত্যনুসারে প্রতিষ্ঠা করিল। বেস্পেসিয়ান আপনাকে জ্যোতিষ্ গণনায় পটু জ্ঞান করিয়া অভিমান করিতেন, আর তাঁহার পুত্রেরদের জন্ম নক্ষত্রের লক্ষণ দেখিয়া কহিতেন যে পরে তাহারাই সম্রাট্ হইবে নচেৎ রাজশাসনের বিপরীত ঘটনা হইবে। রোমনগর সেই সময়ে নির্বিরোধ অবস্থায় থাকাতে এবং তাঁহার পুত্র

তাইতসের উত্তম চরিত্র হওয়াতে বাস্তবিক জ্যোতিষ্ গণনাশক্তি না থাকিলেও উক্ত কথা সাহস পূর্ব্বক প্রচার করা যাইতে পারিত।

তাইতস।—তাইতস বেস্পেসিয়ান নামধেয়ও ছিলেন তিনি পিতৃবিয়োগানন্তর রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন, এবং অনেক সদ্‌গুণে ভূষিত হইয়া "মনুষ্যগণের মনোরঞ্জন ও আনন্দ" নামে সুখ্যাতি পাইয়া যশোভাজন হইতে লাগিলেন, আর দয়া ও ধৈর্য্য প্রযুক্ত বিশেষরূপে মান্য হইলেন এবং অতি নিপুণ সেনানী, সদ্বক্তা, ও পণ্ডিত বলিয়াও প্রশংসিত হইতে লাগিলেন। পিতার রাজত্ব কালে য়িহূদিদিগের বিরুদ্ধ সংগ্রামে যে বীর্য্য প্রকাশ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার যুদ্ধ কৌশল স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে, কথিত আছে য়িরুশালম আক্রমণ কালে তিনি কেবল দ্বাদশ বাণ নিক্ষেপ করিয়া দ্বাদশ জন প্রসিদ্ধ নগর রক্ষককে স্বহস্তে বধ করিয়াছিলেন। তিনি বিচারাগারে লাটিন ভাষার যে প্রকার ললিত শব্দ প্রয়োগ করিয়া কোন বিষয়ের পোষকতা করিতেন তাহাতে তাঁহার সদ্বক্তৃতাশক্তি বিলক্ষণরূপে প্রকাশ হয় আর গ্রীক ভাষাতে যে কাব্য নাটকাদি রচনা করিয়াছেন তাহাতে নিশ্চয় বোধ হয় যে সে ভাষাতেও তাঁহার সমীচীনা ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য গুণাপেক্ষা রাজ্যশাসনে দয়া ও ধৈর্য্য প্রকাশ করত প্রজাবর্গকে অধিক অনুগত করিয়াছিলেন, আর দণ্ড করণে অত্যন্ত বিরত ছিলেন, এবং যে২ দোষিলোকেরা ব্যবস্থানুসারে কঠিন শাস্তি পাইবার উপযুক্ত হইত তাহারদিগকে বারম্বার ক্ষমা করিতেন, যাহারা তাঁহার আপনার প্রাণে আঘাত করণাভিপ্রায়ে পরস্পর কুমন্ত্রণা করিয়া দোষী হইয়াছিল তাহারদেরও অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া পুনশ্চ বিশ্বাস ও অনুগ্রহ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই, আর সর্ব্বত্র বদান্যতা ও কৃপা প্রকাশ করাতে তদ্বিষয়ে প্রায় আতিশয্য দোষগ্রস্ত হইয়াছিলেন কেননা কোন প্রার্থির নিবেদন কখন অগ্রাহ্য করিতেন

না। তাঁহার বহুব্যয় দেখিয়া অমাত্যগণ তাঁহার আচরণে যথার্থ বদান্যতার বিকৃত লক্ষণ আরোপ করত তাঁহাকে পরিমিতব্যয়ি হইতে অনুরোধ করিয়াছিল, তিনি তাহারদের অনুযোগ শুনিয়া এই প্রত্যুত্তর কবেন যে "সম্রাটের সাক্ষাৎ হইতে কাহারও নিরাশ হইয়া বিষণ্ণচিত্তে গমন করা বিহিত নহে"। এক দিবস রজনী যোগে ভোজন করিতে২ তাঁহার স্মরণ হইয়াছিল যে সে দিবস কাহারও কোন উপকার করেন নাই তৎপ্রযুক্ত নিকটস্থ লোকদিগকে চীৎকার শব্দে কহেন "হে বন্ধুগণ অদ্য আমার এক দিন অনর্থক গিয়াছে"।

কিন্তু নির্দ্দয়চিত্তে প্রাণিহত্যা দর্শন পূর্ব্বক আমোদ করণার্থ আম্ফিথিএটর নামে যে কৌতুকাগার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার দয়ালুতার বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়না, পরন্তু সে ক্রিয়াতে রাজারপ্রতি দোষ স্পর্শে না বরং কাল ও দেশাচারেই দোষ স্পর্শ হয়, রোমানেরা তখন বিবেচনা করে নাই যে ঐ প্রকার কৌতুকে নিষ্ঠুরতার সংযোগ আছে, অর্থাৎ কতক লোককে কেবল দর্শকগণের মনোরঞ্জনার্থে পরস্পর যুদ্ধ করিয়া নষ্ট হইতে অথবা বন্য পশুর দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইতে দেখিলে সে কালে কাহার মনে খেদ জন্মিত না। পরে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে ঐ সকল নির্দ্দয়তা ক্রমে২ সকলের দূষ্য বোধ হয় তাহাতেই অবশেষে ঐ নিষ্ঠুর কৌতুক দর্শনের প্রথা একেবারে রহিত হয়। উক্ত কৌতুকাগারের প্রতিষ্ঠা কালীন তাইতস পঞ্চ সহস্র বন্য পশু বধ করিয়াছিলেন।*

এই লোকপ্রিয় রাজার প্রভুত্ব বহু কাল স্থায়ি হইল না, তিনি দুই বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া ৪১ বৎসর বয়ঃক্রমে রোগগ্রস্ত হইয়া পিতা যে উদ্যানস্থ ভবনে পঞ্চত্ব পাইয়াছিলেন তথায় প্রাণ ত্যাগ করিলেন, তাঁহার অকাল মৃত্যু হওয়াতে নগরস্থ

---

* কোন২ ইতিহাসবেত্তারা কহেন যে উক্ত কৌতুকাগার বেস্পেসিয়ান কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হয়, তাইতস কেবল তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

লোকদিগের মন অতিশয় শোকাকুল হইল, সকলেই তাঁহাব বিয়োগে সাধারণের দুরদৃষ্ট জ্ঞান করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল, তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তির অশুভ সংবাদ সায়ংকালে নগরের মধ্যে আনীত হয় তাহাতে সেনেটবেরা রজনী যোগেই সভাস্থ হইয়া খেদ প্রকাশ করত ঐ দুর্ঘটনায় রাজ্যের কি পর্য্যন্ত অমঙ্গলের সম্ভাবনা তদ্বিষয়ে আপনারদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে উদ্যত হইলেন, সেই সভায় তাঁহার এমত অপূর্ব্ব গুণানুবাদ হইল যে জীবদ্দশায় তাঁহার সাক্ষাতে কখন তাদৃশ হয় নাই, আব অন্যান্য অতীত রাজারদের ন্যায় তিনি দেবতাব মধ্যে গণিত হইলেন।

তাইতসের রাজত্ব কালে বিসুবিয়স নামক আগ্নেয় পর্ব্বতের উদ্ভেদে হর্কুলেনিয়ম ও পম্পিয়া নামে দুই নগরীর ধ্বংস হয়, তৎকালে সে দুর্ঘটনায় অনেক অনিষ্ট হইয়াছিল কিন্তু আধুনিক লোকেরদের তাহাতে মহোপকাব হইয়াছে, ঐ দুই নগরী মৃত্তিকার নীচে প্রকাশ হওয়াতে পুরাবৃত্তের বর্ণনা এক প্রকার প্রত্যক্ষ হইয়াছে, এবং তৎপ্রযুক্ত এক্ষণে অতীত কালবর্ণনায় আমারদের শ্রদ্ধা বলবতী হয় এবং পূর্ব্বতন জাতিরদের উপাখ্যান আলোচনা করাতে উৎসাহ জন্মে।

দোমিসিয়ান।—তাইতসের মরণানন্তর তাঁহাব কনিষ্ঠ ভ্রাতা দোমিসিয়ান রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার স্বভাব ও চরিত্র পিতা কিম্বা ভ্রাতার সদৃশ ছিল না বরং তাইবিরিয়স, কালিগুলা, নিরো প্রভৃতি অপকৃষ্ট নৃপতিগণেব তুল্য বলা যাইতে পাবে, তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হইবার প্রথম বৎসরে বিলক্ষণ সুশীলতাচরণ করিয়াছিলেন কিন্তু অবিলম্বে ভয়ঙ্কব ক্রূরতা ও দুরন্ততা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, আর যেমত প্রজাপীড়ন ও নিষ্ঠুরাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন তদ্রূপ লাম্পট্য ও ধনলোভেও মত্ত হওয়াতে প্রজাবর্গের অপ্রিয় হইলেন এবং পিতা ও ভ্রাতার নাম কলঙ্কিত করিলেন, আর প্রধান২ সেনেটরদিগকে অকাতরে বধ করিতে লাগিলেন, তাহারদের কোন

বিষয়ে। অপরাধ ছিলনা, কিন্তু তিনি স্বয়ং দোষী এ প্রযুক্ত তাহারদের গুণ দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে তাহারদের সচ্চরিত্রেতেই তাঁহার হানি হইবার সম্ভাবনা। তাঁহার ক্রূরতা হইতে আত্মীয় কুটুম্বেরাও পরিত্রাণ পায় নাই, তিনি অন্যান্য অপ্রিয় লোকের ন্যায় আপনার জ্ঞাতিদিগকেও নির্দ্দয়চিত্তে বধ করিয়াছিলেন।

অধিকন্তু ক্রূরতা প্রযুক্ত যেমত রক্তারক্তি ব্যাপারে রত ছিলেন তদ্রূপ সর্ব্বদা অহঙ্কার এবং দর্পও প্রকাশ করিতেন ইহাতে সকলের ঘৃণাপাত্র হইলেন। তিনি রাজব্যবস্থা দ্বারা আপনাকে দেবতা করিয়া প্রচার করত প্রজাবর্গকে আদেশ করিয়াছিলেন যেন তাহারা তাঁহাকে "প্রভু" ও "ঈশ্বর" বলিয়া সম্বোধন করে। অপর কাপিতলে স্বীয় বিগ্রহ স্থাপন করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন এবং রজত কাঞ্চন ব্যতীত অপকৃষ্ট ধাতুতে আপনার প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে দেন নাই।

তাহার রাজত্ব কালে রোমদেশে অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল, প্রথমতঃ আগ্রিকোলা নামক অতি কার্য্যকুশল সেনানী স্কটলণ্ডের সীমা পর্য্যন্ত সসৈন্যে গমন করিয়া ব্রিটেন দেশে রোমানেরদের রাজত্ব বৃদ্ধি করিলেন এবং সমুদ্র পথে অর্কনি উপদ্বীপ অবধি যাত্রা করিলেন। পরে সার্মেসিয়ান, কাটি, এবং দেসিয়ানদিগের বিরুদ্ধেও রণসজ্জা হইল তাহার মধ্যে সার্মেসিয়ান ও দেসিয়ানদের সহিত সংগ্রামে রোমানেরদের যদিও যশোলাভ হয় নাই তথাপি রাজা এ সমস্ত যুদ্ধের কারণ গৌরবাভিমান করিয়াছিলেন। ব্রিটেন দেশে মহাবীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার রাজ্য বৃদ্ধি হয়, এবং তিনি কাটি নামক জর্মাণ জাতিরদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন ইহাতে তাঁহার দর্প করা অসঙ্গত ছিল না বটে, কিন্তু সার্মেসিয়ান ও দেসিয়ানদিগের সহিত রণে তাঁহার মহা হানি হইয়াছিল, সার্মেসিয়াতে তাঁহার সেনাধ্যক্ষ সসৈন্যে নষ্ট হয় এবং দেসি-য়াতে সেবিনস নামে এক কন্সলীয় ব্যক্তি এবং ফস্কস নামে প্রিতোরিয়ান সেনাগণের অধ্যক্ষ এই দুই জন ভূরি২ সৈন্য-

সামন্তের সহিত হত হয়। দেসিয়া দেশের রাজা দিসিবেলস রোমানেরদের সহিত অনেক দিন ব্যাপিয়া যুদ্ধ করণে ভীত হইয়াছিলেন অতএব সন্ধির প্রস্তাব হওয়াতে আহ্লাদ পূর্ব্বক সম্মত হইলেন কিন্তু সে সন্ধিতে রোমরাজের মান রক্ষা হয় নাই, তথাপি তিনি প্রত্যাগমন কালীন বৃথা অভিমান করিয়া জয়যাত্রার ঘটা করিলেন, পরন্তু সার্মেসিয়ার যুদ্ধান্তে কেবল লারল বৃক্ষের পল্লব ধারণ করিয়াই সন্তুপ্ত হইয়াছিলেন।

নিরো এবং তাইতসের কালে নগরদাহ হওয়াতে ভূরি২ অট্টালিকা নষ্ট হইয়াছিল একারণ দোমিসিয়ান অনেক সাধারণ গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন, তাঁহা হইতে কাপিতলের পুনর্নির্ম্মাণ হয়, আর ফোরম ত্রানসিতোরিয়ম, ও আইসিস এবং সিরাপিস দেবতাদের মন্দির, আর বাদ্যশালা, ধাবনক্ষেত্র, বারান্দা প্রভৃতি সংস্থাপিত হয়।

কিন্তু তিনি সকল প্রকার লোকের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুরাচরণ করাতে অবশেষে তাঁহার আপনার কএক জন সভাসদ তাঁহাকে নষ্ট করণার্থ গোপনে মন্ত্রণা করিল, অতএব ১৫ বৎসর রাজ্য করিয়া ৪৫ বৎসর বয়ঃক্রমে হত হইলেন। তাঁহার মরণানন্তর দেহের প্রতি রাজপদের উপযুক্ত সম্ভ্রম হয় নাই, কেবল সামান্য শববাহকেরা ঐ মৃতদেহ লইয়া অনাদর পূর্ব্বক সমাধি করিয়াছিল।

---

৮ অধ্যায়।

নর্বা।—দোমিসিয়ানের পঞ্চত্ব প্রাপ্তির পর সেনেটরেরা তাহার নামে নিন্দাবাদ করিয়া ঐ বিষয়ে সেনাগণ হস্তক্ষেপ করিতে অবকাশ পাইবার পূর্ব্বে এক জন সম্রাট্ নিযুক্ত করণে সত্বর হইলেন, এবং নর্বা নামে এক জন সুশীল ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিকে রাজ্যাভিষেকার্থে নির্বাচন করিলেন, তাঁহার সুশীলতা প্রযুক্ত এমত বোধ হইয়াছিল যে তিনি সুখে রাজত্ব করিবেন। রাজ্যাভিষেক সময়ে তিনি প্রায় বার্দ্ধক্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন আর ধৈর্য্য ও কার্য্যনৈপুণ্য হেতুক সর্ব্বত্র তাঁহার

সুখ্যাতি হইয়াছিল। রোম নগর নির্ম্মাণের ৮৪৪ বৎসরানন্তর (খ্রীষ্টীয় শকের ৯৬ বর্ষে) বিতস ও বালেন্স নামক দুই ব্যক্তির কন্সলত্বকালে নর্বা রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন, সকলেই তাঁহার রাজ্য শাসনকে শুভ কালের পূর্ব্ব লক্ষণ জ্ঞান করিয়া ন্যায় ও সত্য স্থাপনের প্রতীক্ষাতে রহিল, এবং সুশীল ও প্রজাবৎসল ভূপতির অধীনে রাজ্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে এমত প্রত্যাশা করিতে লাগিল। প্রিতোরিয়ান সেনাগণের অধ্যক্ষ পিত্রোনিয়স এবং দোমিসিযানের হত্যাকারি পার্থিনিয়স উভয়েই সেনেটরদিগের কথায় সম্মত হইযা নর্বার রাজত্ব প্রাপণে আনুকূল্য করিয়াছিল তাহাতে তিনি সৈন্য সংক্রান্ত ও রাজকীয় লোকেরদের সকলের অভিমতানুসারে সম্রাট্ হইলেন। তাঁহার রাজনীতিতে সেনেটরদিগের এবং অন্যান্য প্রজাবর্গের প্রত্যাশা পূর্ণ হইল, তিনি যথার্থ, সুবিবেচনা, ও ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, এবং আপনার কোমল শাসন প্রবল রাখিবার জন্যে ও রাজ্যের চিরস্থায়ি মঙ্গল করিবার নিমিত্তে রাইন নদী তীরস্থ সেনাগণের অধ্যক্ষ ত্রেজানকে উত্তরাধিকারি স্বরূপে নিযুক্ত করিলেন। আপনার কুটুম্বগণকে উপেক্ষা করিয়া ঐ উপযুক্ত ব্যক্তিকে উত্তরাধিকারি স্বরূপে নির্ব্বাচন করাতে রোম রাজ্যের কুশল ও উন্নতির নিমিত্ত তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল ইহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হয়। কিন্তু তাঁহার রাজত্ব বহুকাল ব্যাপিয়া রহিল না, তিনি ১ বৎসর ৪ মাস ৯ দিন মাত্র রাজ্য করিয়া ৬৬ বৎসর বয়ঃক্রমে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

অল্পিয়স ত্রেজান।—অল্পিয়স ত্রেজান অতীত রাজার দ্বারা নির্ব্বাচিত হওয়াতে গালদেশের আগ্রিপিনা নগরে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। স্পেনান্তর্গত ইতালিকা গ্রামে এক প্রাচীন বংশে তাঁহার জন্ম হয়, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের বিশেষ মর্য্যাদা ছিল না কেবল তাঁহার পিতা কন্সলত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু পিতামহাদি অন্য কেহ কখন সে সম্ভ্রম ভাজন

হয় নাই। ত্রেজান সারল্য ও ন্যায়াচরণের নিমিত্তে রোম রাজ্যের সর্ব্বত্র যশস্বী হইয়াছিলেন আর তজ্জন্যই নর্বা তাঁহাকে উত্তরাধিকারি করেন। তাঁহার রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহের ধারা মনে করিলে এ বিষয়ে নর্বার বিবেচনাকে উত্তম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, তাঁহার রাজনীতিতে সমস্ত রোমীয় লোকের সন্তোষ জন্মিল, তাহারা তাঁহাব ন্যাযাচরণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা বদান্যতা ও সৎকর্ম্মানুরাগে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে অতীত রাজারদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল।

কিন্তু ত্রেজানের এতাবৎ গুণ থাকিলেও তিনি যুদ্ধ ঘটিত অমঙ্গল ও দৌরাত্ম্য উত্তম বুঝিতেন না সুতবাং জয়লাভ সংক্রান্ত যশঃস্পৃহাতে বিরত হইতে পারেন নাই*। অগস্তসের পর রোমানেরা বিদেশীয় লোকের সহিত যে২ সংগ্রাম করিয়াছিল তাহা শত্রু বিনাশাপেক্ষা বরং আত্মরক্ষার্থই হয়, তাহাবা রাজ্য বৃদ্ধি করণাপেক্ষা বরং অসভ্য জাতি-দের উপদ্রব দমন কবিয়া রাজ্যের প্রান্তভাগ রক্ষার্থে অস্ত্রধারণ করে, কেবল ব্রিটেন দেশ জয়ে তাহার বিপরীত লক্ষণ দেখাযায়। কিন্তু ত্রেজান যুদ্ধবীরের যশোভিলাষে মত্ত হইয়া নুতন২ দেশ জয় দ্বারা আপনার নাম উজ্জ্বল করিতে অস্থির হইলেন, আর দেসিযানেরা মধ্যে২ দেনিউব নদী পার হইয়া বোম রাজ্যে বিদ্রোহ করিত একারণ তাহারদের সহিত যুদ্ধার্থ যত্ন ও চেষ্টা করা বিহিত জ্ঞান করিলেন, অধিকন্তু রোমানেরা দোমিসিয়ানের কালে ঐ অসভ্য জাতিরদের সহিত সংগ্রামে অক্ষম হওয়াতে দেশের যে লজ্জা হয় তাহা বিলক্ষণরূপে তাঁহার স্মরণে ছিল এনিমিত্তে ঐ শত্রুবর্গের দর্প চূর্ণ করিয়া স্বীয় বীর্য্য বিস্তার পূর্ব্বক সেই অপমান মোচন করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধ করিলেন। গ্রন্থকারকেরা দেসিয়ানদের রাজা দিসিবেলসকে বিক্রমশালী ও কার্য্যকুশল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু কোন

---

* আর্ণল্ড

অসভ্য রাজা আপনি অত্যন্ত গুণী হইলেও রোম রাজ্যের সুনিয়মিত ও সুশৃঙ্খল বলকে নিরাকরণ করিতে সমর্থ হইত না, অতএব দেসিয়ানরাজ শীঘ্র দমিত হইয়া সন্ধির প্রার্থনায় অতি লজ্জাকর পণেও সম্মত হইতে বাধ্য হইলেন, তিনি প্রজারদের সমস্ত অস্ত্র শত্রুর নিকট উপস্থিত করিতে এবং রোমানেরদের সমুদায় পলাতক ও দলত্যাগি লোকদিগকে সমর্পণ করিতে ও আপনার দেশস্থ দুর্গ সমূহ ধ্বংস পূর্ব্বক রাজ্যের একাংশ জয়বীরদিগকে দান করিয়া তাহারদের শাসনাধীন মিত্রস্বরূপে বাস করিতে স্বীকৃত হইলেন। পরন্তু অসভ্য লোকেরা পরাজয় হেতুক ত্রাস যুক্ত হইয়া পরে যখন তদ্বিস্মরণে নির্ভয়চিত্ত হয় তখন এরূপ দুঃসহ পণ পালন করিয়া চিরকাল লাঘব স্বীকার করিবে এমত সম্ভাব্য নহে, অতএব ত্রেজান পুনশ্চ যুদ্ধো-দ্যোগ করণের ছল পাইয়া দেনিউব নদীর উত্তর পার্শ্বে রোমানদের শাসনস্থাপনার্থ যত্ন করিতে লগিলেন. তৎপূর্ব্বে ঐ নদী পর্য্যন্তই রোম রাজ্যের সীমা ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহার উপর এক প্রকাণ্ড সেতু বন্ধন করিয়া রোমান সম্রাট্ ত্বরায় দেসিয়া দেশ জয় করত রাজ্য বৃদ্ধি বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলেন। দিসিবেলস স্বদেশ রক্ষার চেষ্টাকে নিষ্ফল বিবেচনা করিয়া এবং আপনার রাজবাটী পর্য্যন্ত রোমানেরদের হস্তে পড়িতে দেখিয়া আত্মহত্যার দ্বারা লোকান্তর গমন করিলেন, অতএব দেনিউব নদীর উত্তর পার্শ্বে তৈফলি, বিক্তফলি ও থর্বিঞ্জি জাতিরা পরে যেখানে নিবাস করে সেই স্থলে ১৩০০ মাইল পরিধি পরিমাণে এক রোমান প্রদেশ স্থাপিত হইল।

দেসিয়া দেশ জয় করিয়াও ত্রেজানের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না, অলেগজন্দর রাজার যশ ও গুণ কবি ও পুরাবৃত্ত রচকদের কর্ত্তৃক ধারাবাহিক রূপে বর্ণিত দেখিয়া তাঁহার মনে তদ্রূপ অশুভ যশঃস্পৃহার উদ্রেক হইল, তিনি মাসিদন-রাজের ন্যায় পূর্ব্বাঞ্চলস্থ জাতিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া আক্ষেপ ও বিলাপ করিতে লাগিলেন যে তাঁহার বয়ঃক্রমের

আধিক্য প্রযুক্ত আলেগজন্দরের তুল্য যশস্বী হইবার সম্ভাবনা নাই, যাহা হউক তাঁহার জয় অল্পকাল স্থায়ি হইলেও অনায়াসে সিদ্ধ হইয়াছিল। তিনি প্রথমতঃ আর্মিনিয়াতে রণযাত্রা করিয়া প্রায় যুদ্ধ ব্যতিরেকে সে দেশ পার্থিয়ানদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন, পার্থিয়াধিপতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত আর্মিনিয়ার রাজা পার্থেমিসিরিস ত্রেজানের নিকট আপনার রাজত্ব পদ দৃঢ করণার্থে আগমন করিয়াছিল কিন্তু তিনি বিশ্বাসঘাতক হইয়া তাহাকে পদচ্যুত করিয়া বধ করিলেন। পরে রোমরাজ চতুর্দ্দিগে স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিতে উৎসুক হইলেন তাহাতে আল্‌বানেরা তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত এক রাজাকে গ্রহণ করিল, এবং আইবিরীয সরোমেসিয়ান, বস্ফরীয়, আরবীয়, অসড্রএনি, ও কল্‌চিয়ানেরদের রাজারা তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিল, আর আন্তিএবিনি ও মার্কমিদিরাও তাঁহার অধীন হইল। অপর তিনি পার্থিয়া দেশান্তর্গত আন্তিমিসিয়ম নামক মহা প্রদেশে প্রবেশ করিয়া সিলুসিযা টেসিফন বেবিলন প্রভৃতি নগর অধিকার করিলেন, তাহাতে বীর্য্যভ্রষ্ট পার্থিযানেরা গৃহ বিচ্ছেদে উচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহার অস্ত্র ভয়ে পলায়ন করিল। অনন্তর তিনি জয়িষ্ণু হইয়া তিগ্রিস নদী দিয়া গমন করত পারস সমুদ্রের মধ্যে ভারত বর্ষাভিমুখে জয় বিস্তার করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া আর রণযাত্রা করিলেন না, যদিও ভারতবর্ষ জয় করণার্থে তাঁহার অভিলাষ হইয়া থাকে তথাপি তিনি পারস সমুদ্রের নিকট কিয়ৎকাল স্থির থাকিয়া পরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। অপর আরবি দেশের একাংশ অধীনে আনিয়া ভারতবর্ষে যাত্রা করণাভিপ্রায়ে লাল সমুদ্রের উপর বহর প্রস্তুত করেন পরন্তু তাঁহার সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই।

ত্রেজান যুদ্ধবীরত্ব প্রকাশে যাদৃশ যশোভাজন হইয়াছিলেন সুশীলতা ও ধীরতার দ্বারা তদপেক্ষা আরও সুখ্যাতি প্রাপ্ত হয়েন, পৃথিবীর মধ্যে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান রাজপদ হইলেও নগরে ও প্রদেশের সর্ব্বত্র প্রজার প্রতি বিনয় ও সদাচরণ

প্রকাশ করিতেন, আর রাজ প্রতাপে তাঁহার সংমনুষ্যত্ব অন্তর্হিত হয় নাই, তিনি লৌকিক শিষ্টাচার দেখাইতে ত্রুটি করিতেন না, উৎসবকালে অথবা কোন বন্ধুর শারীরিক পীড়া হইলে বিনা আড়ম্বরে পুনঃ২ সাক্ষাৎ করিতে সত্বর হইতেন, এবং রাজ্যগৌরব পরিহার করিয়া তাহারদের গৃহে ভোজনাদি করিতেও স্বীকৃত হইতেন, ফলতঃ তাহারদের সহিত একত্র আমোদ করাতে অথবা তাহারদের আপনারদের শকটে সমভিব্যাহারি হওয়াতে লজ্জা বোধ করিতেন না, তিনি কোন সেনেটরের অনিষ্ট করেন নাই, এবং রাজকোষ পুর্ণ করণার্থে কোন অন্যায় বা অত্যাচার করিতেন না, সকলের প্রতিই বদান্যতা বিস্তার করিয়া প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রূপে ধন দান করিতেন এবং পরো পকার করণে একান্তরত প্রযুক্ত তদ্বিষয়ে কাহাকেও উপেক্ষা করেন নাই, যাহারা তাঁহার সুপরিচিত ছিল না তাহারাও তাঁহার দাতৃত্বের ফলভাগী হইয়া তাঁহার আশ্রয়ে উন্নতিশালী হইযাছিল, অধিকন্তু পৃথিবীর নানা খণ্ডে জনপদ ও নগর নির্ম্মাণ করিয়া তথাকার লোকদিগকে অনেক শক্তি ও ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন, আর প্রজাবর্গের অপ্রিয় অথবা অহিতজনক কোন ব্যবস্থা স্থাপন করেন নাই। তাঁহার রাজত্ব কালে কেবল এক জন সেনেটর দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল কিন্তু তাহা তাঁহার জ্ঞাতসারে কিম্বা অনুমতিক্রমে হয় নাই, সেনেটর সমাজেরই আজ্ঞাতে হয়, অতএব এই২ কারণে সকলে তাঁহাকে দৈব পুরুষ জ্ঞান করিত আর তাঁহার জীবদ্দশায় এবং মৃতাবস্থায় সর্ব্বদা যথোচিত সম্ভ্রম করিত।

তাঁহার প্রসিদ্ধ বচনের মধ্যে পশ্চাল্লিখিত কথা বর্ণিত হইয়াছে, কোন সময়ে তাঁহার মিত্রগণ কহিয়াছিল যে সকলের প্রতি অত্যন্ত কোমলাচরণ করা রাজধর্ম্ম নহে, তাহাতে তিনি উত্তর করেন "আমি প্রজা থাকিয়া রাজারদিগকে আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে প্রার্থনা করিতাম আপনিও প্রজাবর্গের প্রতি তদ্রূপ করিতে বাঞ্ছা করি"। এই প্রকারে

ত্রেজান কার্য্যকুশল বীর ও করুণান্বিত রাজা রূপে সর্ব্বত্র খ্যাত্যাপন্ন হইলেন, পরে পার্থিয়াদেশ হইতে প্রত্যাগমন কালে সিলুসিয়াতে রোগগ্রস্ত হইয়া ১৯ বৎসর রাজ্য ভোগানন্তর ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রমে লোকান্তর গমন করিলেন। রোমীয় রাজারদের মধ্যে কেবল তাঁহারি সমাধি নগরের মধ্যে হইল, আর তাঁহার প্রতিমাপূজক প্রজারা তাঁহাকে দেবগণের মধ্যে গণ্য করিল, তাঁহার অস্থি এক স্বর্ণময় পাত্রে ফোরমের মধ্যে তাঁহার দ্বারা নির্ম্মিত ১৪৪ ফুট পরিমাণে উচ্চ স্তম্ভ তলে প্রোথিত হয়, তাঁহার নামের এমত সম্ভ্রম হইয়াছিল যে সার্দ্ধ দুই শত বৎসর পরেও কোন নূতন রাজার অভ্যর্থনাকালে সেনেটরেরা এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিত "তুমি যেন অগস্তস হইতেও শুভংযু ও ত্রেজান হইতেও সুশীল হও"।

কিন্তু ত্রেজান খ্রীষ্টীয় লোকদিগকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়াছিলেন একারণ ধর্ম্ম সংক্রান্ত পুরাবৃত্তে তাঁহার নাম কলঙ্কিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম না বুঝিয়া তাহাতে অনেক গোলযোগ ও অনিষ্ট জ্ঞান করিতেন, তাঁহার অনুমানে তাহাতে নানা প্রকার বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল সুতরাং তদ্বিষয়ে নিয়ম ও শাস্তির ব্যতিক্রম বোধ করিতেন, ফলতঃ যুদিয়াতে যে ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইয়া রোমানদিগের সাধারণের উপেক্ষণীয় ছিল রোমরাজ সে ধর্ম্মের হিতাহিত বিবেচনা করিবেন অথবা তাহার পোষক উক্তিতে কর্ণপাত করিবেন এমত সম্ভাব্য নহে। আর কোন ধর্ম্মাবলম্বির হিংসা কর্ত্তব্য নয় এবং সকলেরি নিজ বিবেচনানুযায়ি ধর্ম্ম সাধনে অধিকার আছে এ কথা অদ্য পর্য্যন্ত খ্রীষ্টীয় দেশের লোকেরাও সম্পূর্ণরূপে বুঝে না সুতরাং প্রতিমা পূজকদিগের মধ্যে তাহা আরও অবিদিত হইতে পারে, রোমানেরা কোন দেশের সাধারণ চলিত অথবা জাতীয় ধর্ম্ম সাধনে আপত্তি করিত না কিন্তু সাধারণের চলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ মত প্রচার করিতে অনুমতি দেয় নাই। রাজ্যাধিপতির সেনসরত্ব শক্তি থাকাতে প্রজারদিগের মত ও আচারের সম্বন্ধে ব্যবস্থা স্থাপন করিবার

ক্ষমতা ছিল, অতএব ত্রেজানের প্রতি নীতিপালন ও রাজ্য রক্ষণের ভারার্পণ হওয়াতে তিনি মনে করিয়াছিলেন যে তখনকার সকল জাতীয় ধর্ম্মের বিপরীত সুতরাং তাঁহার অনুমানে অতি অনিষ্টজনক এমত মতের দমন করা কর্ত্তব্য, এপ্রযুক্ত তিনি সকল খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিগণকে দণ্ডার্হ জ্ঞান করিলেন, কিন্তু তৎকালে এমত বহুসংখ্যক লোক এ ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছিল এবং দণ্ডনীয় ব্যক্তিরা এমত দুর্দ্দান্ত বিক্রম পূর্ব্বক ধর্ম্ম ত্যাগাপেক্ষা মরণকে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিল যে রাজা এতাদৃশ অসংখ্য প্রজানাশনে সঙ্কুচিত হইলেন, কনিষ্ঠ প্লিনি নামে বিথিনিয়ার শাসনকর্ত্তা ঐ দোষীকৃত ধর্ম্মের আশ্চর্য্য বৃদ্ধি ও শমতা এবং নির্ম্মৎসতার বর্ণনা করিয়া তদবলম্বিরদের প্রতি কি কর্ত্তব্য ইহা প্রশ্ন করিলে ত্রেজান উত্তর করেন যে খ্রীষ্টীয়ানদিগের বধ করণার্থ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য নহে, তাহারা স্বয়ং সত্বর হইয়া উপস্থিত হইলে ব্যবস্থানুযায়ি দণ্ড করা কর্ত্তব্য, ফলতঃ এই রাজার কালে এবং তাহার পূর্ব্বাপর খ্রীষ্টীয়ানেরদের প্রতিকূলে যে তাড়নার প্রথা হইয়াছিল তাহাতে তাহারদের ধর্ম্মের হানি না হইয়া বরং উপকার হয় কেননা তাহারদিগের যন্ত্রণায় লোকের মনে করুণোদ্রেক হওয়াতে তদ্বিষয়ে সাধারণের মনঃসংযোগ হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত অবশেষে রোমরাজ্যের সর্ব্বত্র তাহা গ্রাহ্য হইল।

হেড্রিয়ান।—ত্রেজানের মরণানন্তর হেড্রিয়ান রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন, তিনি জ্ঞাতির পুত্র হইলেও ত্রেজান তাঁহাকে উত্তরাধিকারি স্বরূপে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু প্লোটিনা রাণী ঘোষণা করিলেন যে ত্রেজান ম্রিয়মাণাবস্থায় তাহাকে উত্তরাধিকারী করিয়াছিলেন সুতরাং ঐ রাজমহিষীর আনুকূল্যে তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তি হইল, তিনি অতীত রাজার ন্যায় জন্মতঃ স্পেনদেশীয় ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনের ভাব ও সংস্কার অন্য প্রকার ছিল সুতরাং কখন২ অতি মহানুভবত্ব প্রকাশ করিতেন কখনবা অতি অধম ক্রিয়াতে রত

হইতেন, আর তঁহার নিরীহতা ত্রেজানের যুদ্ধাসক্তির বিপরীত ছিল। অপর তিনি পাণ্ডিত্য ও শিল্প বিদ্যাদির বহু আদর কবিতেন এবং রাজ্যের নানা স্থলে সুশোভন অট্টালিকার আরম্ভ করিয়া গৃহনির্ম্মাণ বিদ্যানুরাগের চিহ্ন স্থাপন করিয়াছিলেন। আর নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া অথবা অতীত রাজার যুদ্ধযশে ঈর্ষা করিয়া দেসিয়া ব্যতীত ত্রেজানদ্বারা জিত সমস্ত দেশের অধিকার ত্যাগ করেন, এবং আসিরিয়া মিসোপোটেমিয়া ও আর্মিনিয়া দেশ হইতে সৈন্যসামন্ত বহির্গত করিয়া ইউফ্রেতিস নদীকেই রাজ্যের পূর্ব্ব সীমারূপে ধার্য্য করেন, অপর এস্যা খণ্ডস্থ প্রদেশের ন্যায় দেসিয়াও ত্যাগ কবিতে মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অমাত্য গণ এমত বহু সংখ্যক বোমান লোকদিগকে অসভ্য লোকের হস্তে সমর্পণ করা অন্যায় ইহা কহিয়া তাঁহাকে সে প্রতিজ্ঞা হইতে নিরস্ত করে, কেননা ত্রেজানের কালে দিসিবেলসের সহিত অনেক বৎসর ব্যাপিয়া যুদ্ধ হওয়াতে দেসিয়া দেশেব বহুবিধ নগর ও গ্রাম নির্মনুষ্য হইয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত ত্রেজান সে স্থলে অনেক রোমানকে বাস করাইয়াছিলেন।

হেড্রিয়ানের যুদ্ধব্যাপারে সম্পূর্ণ বিরাগ ছিল একারণ তাঁহার রাজত্ব কালে কদাপি সন্ধির ব্যতিক্রম হয় নাই, কেবল য়িহুদিদের বিদ্রোহিতা এবং অন্যান্য কএক ক্ষুদ্র বিষয়ের নিমিত্ত রণসজ্জা হইয়াছিল। অতীত রাজারা কেবল রোম অথবা ইতালির কার্য্যে মনোযোগ করিয়াছিলেন কিন্তু হেদ্রিয়ান আপনাকে সমস্ত রাজ্যের প্রভু জ্ঞান করিয়া বোম দেশের সার্ব্বভৌমের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন, এবং আপনার অধীনস্থ সকল দেশে গমন করিয়া সর্ব্বত্র অনেক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন। লাটিন এবং গ্রীক উভয় ভাষাতেই তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি এবং উত্তম বক্তৃতাশক্তি ছিল। কিন্তু তিনি গ্রীক ভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগ করিতেন অতএব এথেন্স প্রভৃতি নানা গ্রীক নগবের অত্যন্ত আদর করিয়া তথাকার লোকদিগের প্রতি বহুবিধ অনুগ্রহ প্রকাশ

করিয়াছিলেন। এথেন্স নগরে যেং সুশোভিত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন তাহাতে প্রজাদের পেরিক্লিসের কীর্ত্তি স্মরণ হইয়াছিল। অপর তিনি পাইরিযস নামক সমুদ্র তীরস্থ পুরীর নির্ম্মাণ সমাপ্ত করেন এবং অনেকানেক রঙ্গভূমি ও মন্দির স্থাপন করিয়া গ্রীশ দেশের প্রতি অনুরাগের বিশেষ লক্ষণ দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার অধিক দয়ালুতা ও কোমল স্বভাব ছিল না। তিনি সর্ব্বদা সাবধান পূর্ব্বক রাজকোষ পরিপূর্ণ রাখিতেন এবং সেনাগণের শাসনেও কখন ক্রটি করিতেন না। এইরূপে ২১ বৎসর রাজ্য করিয়া ষষ্টি বর্ষাধিক বয়ঃক্রম কালে কাম্পেনিয়া দেশে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার মরণানন্তর সেনেটরেরা তাঁহাকে দেবতার তুল্য সম্ভ্রম করিতে প্রথমতঃ সম্মত হয়েন নাই, কিন্তু তাইতস আন্তোনাইনস নামে তাহার উত্তরাধিকারী বিশেষ অনুরোধ করাতে আর আপত্তি না করিয়া তাঁহাকে রীত্যনুসারে অমরগণের মধ্যে গণিত করিলেন।

তাইতস আন্তোনাইনস। পরে "ধার্ম্মিক" উপাধিপ্রাপ্ত তাইতস আন্তোনাইনস সম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন, তাঁহার জন্ম কোন প্রাচীন বংশে হয় নাই কিন্তু পূর্ব্ব পুরুষদিগের কৌলীন্য মর্য্যাদা ছিল,তাহার পরোপকারিতা ন্যায়াচরণ ও ধৈর্য্যবৃত্তিতার কারণ যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল, এবং ত্রেজান যদ্রূপ দ্বিতীয় রমুলস বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন তিনিও তদ্রূপ দ্বিতীয় নুমা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সম্রাট হইবার পূর্ব্বেও তিনি অতি সুশীল ও আদরণীয় ছিলেন এবং রাজ্যাভিষিক্ত হইবার পর আরো অধিক যশোভাজন হইলেন, সকলের প্রতিই অনুগ্রহ প্রকাশ করাতে কেহ তাঁহাকে নিষ্ঠুর অথবা কঠিনান্তঃকরণ বলিয়া অপরাধি করিতে পারে নাই। তিনি ধৈর্য্যশালি প্রযুক্ত যুদ্ধ সম্বন্ধীয় যশোলাভের স্পৃহা দমন করিয়াছিলেন এবং রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করণাপেক্ষা বরং রক্ষা করণেই সচেষ্ট হইতেন। আর সরল ও ন্যায়াচারি লোকেরাই তাঁহার প্রিয়পাত্র হইত সুতরাং তিনি স্বয়ং সহায়তা করিয়া তাহারদিগকে রাজকীয় কর্ম্মের

ভার দিতেন, আর দুশ্চরিত্র লোকদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিতেন কিন্তু তাহারদিগের প্রতি নির্দ্দয়াচরণ করিতেন না। তাঁহার ন্যায়াচরণের সুখ্যাতি সর্ব্বত্র ব্যাপিয়াছিল তাহাতে রোমান-দিগের অনুগত রাজারা তাঁহাকে ভয় ও সম্ভ্রম করিত এবং দূরস্থ অসভ্যজাতিরাও পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইলে অস্ত্র-ধারণ পরিহার করিয়া তাঁহার নিকট বিরোধ নিষ্পত্তির প্রার্থনা করিত এবং তিনি যে রূপ মীমাংসা করিয়া দিতেন সর্ব্বদা তদনুযায়ি ব্যবহার কবিত। রাজা হইবার পূর্ব্বে তিনি অতি ধনাঢ্য ছিলেন কিন্তু স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সেনাগণের মধ্যে বেতন স্বরূপে ও বন্ধুগণের মধ্যে দান স্বরূপে বিতরণ করিয়া নিজধন অকাতরে ব্যয় করিলেন, তথাচ পরিমিতাচাব ও বিবেচনার দ্বারা রাজভাণ্ডার পূর্ণ রাখিয়াছিলেন। আব তিনি দয়ালুতার কারণ "ধার্ম্মিক" এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই রূপে ২৩ বৎসর রাজ্য করিয়া ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রমে লোরিয়ম গ্রামস্থ নিজ ভবনে পঞ্চত্ব পাইলেন, পরে নানা প্রকার গুণের নিমিত্ত তাঁহার নাম দেবতাদের মধ্যে অঙ্কিত হইল।

মার্কস আরিলিয়স আন্তোনাইনস। অনন্তর মার্কস আরি-লিয়স আন্তোনাইনস সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার পিতৃ-পিতামহাদি নুমা পম্পিলিয়সের বংশে এবং মাতৃমাতামহাদি সালেন্তিন রাজার বংশে উৎপন্ন, সুতরাং তিনি যে মহা-কুলোদ্ভব ইহাতে সন্দেহাভাব। বিদ্যার চালনাতে তাঁহার বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল একারণ তিনি এক জন সহযোগি সম্রাট্ নিযুক্ত করিয়া রাজ্য পালনের ভার হইতে আপনাকে যৎ-কিঞ্চিৎ মুক্ত করিলেন, তাঁহার ঐ সহযোগির নাম লুসিয়স বিরস, অতএব রোম রাজ্য পূর্ব্বে এক জন রাজার শাসনে থাকিয়া এক্ষণে দুই জন সর্ব্বপ্রধান অধিপতির অধীনে শাসিত হইতে লাগিল।

ঐ দুই সহযোগি সম্রাটের মধ্যে পরস্পর জ্ঞাতিত্বসম্বন্ধ

ছিল এবং পরে কুটুম্বিতাও হইল, মার্কস আন্তোনাইনস যে রূপ ফস্তিনা নাম্নী আন্তোনাইনস "ধার্ম্মিকের" কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন তদ্রূপ বিরস তাঁহার দুহিতাকে পত্নী করেন। ঐ দুই সম্রাট্ পার্থিয়ানদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন কেননা তাহারা ত্রেজানের কালে পরাজিত হইয়া সে সময়ে পুনশ্চ বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিল। বিরস এই যুদ্ধের ভার গ্রহণ করিলেন কিন্তু কেবল আন্তিওক ও আর্মিনিয়া পর্য্যন্ত যাত্রা করিয়াছিলেন এবং তথায় আপনার কর্ম্মচারি গণ যে মহাবীরত্ব প্রকাশ করে তাহার গৌরব প্রাপ্ত হয়েন। অনন্তর সিলুসিয়া নামে আসিরিয়া দেশস্থ প্রসিদ্ধ নগর অধিকার করিয়া তথাকার পাঁচ লক্ষ লোক বন্দি স্বরূপে গ্রহণ করিলেন। পরে এস্যা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পার্থিযার যুদ্ধ হেতুক শ্বশুর অথচ সহযোগি সম্রাট্ মার্কস আরিলিয়সের সমভিব্যাহারে জয়যাত্রা করিলেন। কিন্তু বিরস বহুকাল পর্য্যন্ত আপনার মর্য্যাদা ভোগ করিতে পারেন নাই, জর্মাণ দেশের যুদ্ধান্তে কঙ্কর্ডিয়া নগরহইতে অল্তিনমে আসিবার সময় আপনার ভ্রাতা মার্কসের সমভিব্যাহারে রথারূঢ় হইয়া যাত্রা করিতেং পথিমধ্যে বিনিসিয়া নগরে মৃগি রোগে অকস্মাৎ তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল। তিনি লম্পট ও দুরাচারী ছিলেন এপ্রযুক্ত তাঁহার চরিত্রের কোন প্রশংসা ছিল না, তাঁহার ক্রূরতা ও দুষ্টাচরণে মার্কস আরিলিযস অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন, কেবল এই সুশীল রাজার ভয় ও অনুরোধে তাঁহার দুর্বৃত্ততার কিঞ্চিৎ শমতা ছিল কিন্তু তিনি এবম্প্রকার দুশ্চরিত্র হইলেও তৎকালের রীত্যনুসারে দেবতাবদের মধ্যে গণিত হইলেন।

বিরসের মরণানন্তর মার্কস আরিলিয়স একাকী রাজত্ব করিতে লাগিলেন, তাঁহার চরিত্র বিরসের ন্যায় ছিল না, তাঁহার এতাদৃশ মহৎ গুণ ও সৎস্বভাব ছিল যে তাহাতে কেবল চমৎকৃত হওযাই সহজ, যথার্থ বর্ণনা অথবা সম্পূর্ণ প্রশংসা করা সুকঠিন। তিনি বাল্যকালাবধি অতি প্রশান্ত চিত্ত ছিলেন, সুখেতে পুলকিত হইয়া প্রসন্নবদন অথবা

দুঃখেতে উদ্বিগ্ন হইয়া বিষণ্ণবদন হইতেন না সুতরাং তাঁহার মুখের শোভার কখন বিকৃতি হয় নাই। তিনি স্তৈক নামক দর্শন বিদ্যার অনুশীলন করিয়া তদনুযায়ি আচরণ করিতেন, আর আপন পাণ্ডিত্য, ব্যুৎপত্তি, আচরণ এবং প্রচারণের দ্বারা সেই দর্শনকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বাল্যকালেও তাঁহার এমত প্রশংসা ছিল যে হেড্রিয়ান তাঁহাকে পোষ্য পুত্র করিতে কল্পনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার অত্যল্প বয়ঃক্রমের কারণ সে কল্পনা সিদ্ধ করিতে পারেন নাই। তন্নিমিত্তে হেড্রিয়ান আন্তোনাইনস "ধার্ম্মিককে" পোষ্য পুত্র কবিয়া এই স্থির করিয়াছিলেন যে তাঁহার উত্তরাধিকারির কন্যা ঐ দার্শনিক বালককে পত্নী স্বরূপে দত্তা হইবে, হেড্রিয়ান তদ্দ্বারা মার্কসের উত্তর কালে রাজা হইবার সোপান প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

মার্কস আরিলিয়স ঐ দর্শন শাস্ত্রানুশীলনার্থে এপলোনিয়স নামক চাল্‌সিডন নগরস্থ এক পণ্ডিতের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করেন, কেরোনিয়া নিবাসি প্লুটার্কের পৌত্র সেক্সটস তাঁহাকে গ্রীক বিদ্যায় উপদেশ দেন, এবং ফ্রন্টো নামে সদ্বক্তা তাহাকে লাটিন ভাষা শিক্ষা করান। মার্কস রোমনগরীয় সকল লোকের সহিত সৌহার্দ্য ব্যবহার কবিতেন এবং কখন রাজ গৌরবে স্ফীত হয়েন নাই, সকলের প্রতি ঔদার্য্য ও বদান্যতা প্রকাশ করিতেন এবং আত্ম বশীভূত যাবদীয় দেশে দয়ালুতা ও ধৈর্য্যবৃত্তি দেখাইতেন। অনন্তর তাঁহাকে জর্মাণদিগের সহিত কএক বার সংগ্রাম করিতে হয়, তাহাতেও কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, আব মার্কমেনি জাতিদের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয় তাহাতে তাঁহার যুদ্ধচেষ্টায অনেক ব্যাঘাত জন্মে, তথাপি তিনি অবশেষে জয় লাভ করেন একারণ সে সংগ্রামকে পুনিক যুদ্ধের তুল্য কহা যাইতে পারে। ঐ যুদ্ধে স্বাভাবিক দুর্ঘটনায় তাহার সৈন্য নষ্ট হয়, অর্থাৎ পার্থিয়ার যুদ্ধান্তে এক ভয়ানক মরকের সঞ্চার হইয়াছিল তাহাতে ইতালি প্রভৃতি অন্যান্য দেশে অসংখ্য লোকেব প্রাণ নাশ হয়, কিন্তু এই কারণ বশতঃ সৈন্য নষ্ট হইলেও তিনি কার্ণণ্টমে তিন বৎসর

পর্য্যন্ত বহু ক্লেশে থাকিয়া পরে মার্কমেনি, কোআদি, এবং অন্যান্যঅস্ত্রধারি অসভ্য জাতিরদিগকে পরাভূত করেন, এই সকল জাতিদের পরাজয় করণানন্তর রোম নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কমডস নামক নিজ তনয় যাহাকে সিজর উপাধি দিয়া উত্তরাধিকারি স্বরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহার সহিত জয়যাত্রা করিলেন। বোধ হয় তাঁহার রাজত্বের শেষাবস্থায় পুনর্ব্বার মার্কমেনিরদের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল।

মার্কমেনিদের সহিত সংগ্রাম কালে রাজকোষে যথেষ্ট ধন না থাকাতে যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যয়ের অপ্রতুল হইয়াছিল। রাজা সেনেটর অথবা প্রদেশীয় অধ্যক্ষদিগের নিকট কর গ্রহণে অসম্মত হইয়া আপনার দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া ঐ অভাব নিবারণ করিতে মানস করিলেন, অতএব রাজবাটীর স্বর্ণময় পাত্র ও স্ফটিক এবং কাচের বাসন তথা ক্ষৌম ও চিক্কণ বস্ত্র রত্ন ও অলঙ্কার সমস্ত বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলেন, দুই মাস পর্য্যন্ত উক্ত দ্রব্যাদি পণ্য বীথিস্থ হইয়া থাকে পরে তাহার মূল্যে রিক্ত রাজকোষ পুনর্ব্বার পূর্ণ হয়। অনন্তর যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে ক্রেতাবদের মধ্যে যাহারা দ্রব্য প্রত্যর্পণ করিতে চাহিল তাহারদিগকে দ্রব্যের সমুদয় মূল্য প্রত্যর্পণ করিলেন, যাহারা ক্রীত দ্রব্য রাখিতে ইচ্ছা করিল তাহারদেরও অভিলাষ সিদ্ধিতে কোন ব্যাঘাত হইল না।

মার্কমেনিরদের সহিত যুদ্ধাবসানে সিরিয়াদেশে আবিদিয়স কেশস নামে এক জন রাজ কর্ম্মচারী বিদ্রোহিতা করিয়া সম্রাটের মনে উদ্বেগ জন্মাইল, ঐ ব্যক্তি সে অঞ্চলের সেনানীত্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত সিরিয়ার অধ্যক্ষতা পদ ভোগ করিয়াছিল তাহাতে আপনার শাসনাধীন দেশে অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়াছিল, পরে মার্কস আরিলিয়সের রাজনীতিতে বিরক্ত হইয়া মনে করিল যে সম্রাট রাজ্য সংক্রান্ত কার্য্যনির্ব্বাহে পটু নহেন কেবল দর্শনবিদ্যার বিচারা-দিতেই নিপুণ, অধিকন্তু তৎকালে একটা জনরব উঠিয়া-ছিল যে রাজার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে তন্নিমিত্তে উক্ত

সেনানী রাজ্য লোভে আকৃষ্ট হইয়া সর্ব্বাধিপত্য পাইবার যত্ন করিতে লাগিল। তথাকার প্রজারা তাহার যথেষ্ট অনুরাগ করিত অতএব সেনাগণের মধ্যে কতিপয় লোক তাহার অভিলাষ পূরণার্থে সম্রাট বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহার নামোল্লেখ করিল, ফলতঃ তিনি রাজ্যলোভী হইলেও উত্তম সেনানী ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন আর সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইলে মার্কসের পরে যে২ রাজা শাসন করেন তাহারদের অনেকের অপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে প্রজাপালন করিতে পারিতেন। কিন্তু মার্কস আরিলিয়সের পাণ্ডিত্য ও সুশীলতার মহা প্রভাব প্রযুক্ত তাঁহাকে পদচ্যুত করা অতি সুকঠিন ছিল ঐ বিদ্রোহি সেনানী আপনার অধীন এক জন শতসেনাপতি কর্ত্তৃক হত হওয়াতে তাহার দলস্থ সকল লোক পুনশ্চ মার্কসের বশীভূত হইল। মার্কস বিদ্রোহি কর্ম্মচারির মৃত্যু শুনিয়া অত্যন্ত বিলাপ করিলেন কেননা তাঁহার প্রত্যাশা ছিল যে অপরাধির দোষ মার্জ্জনা করিয়া শত্রুকে মিত্র করণের সুখভোগ করিবেন সে আহ্লাদে এক্ষণে বঞ্চিত হওয়াতে সুতরাং দুঃখিত হইলেন, তথাপি মৃত বিদ্রোহি অধ্যক্ষের সন্তানদিগের প্রতি বহুবিধ স্নেহ প্রকাশ করিলেন এবং সেনেটরেরা তাহার দলস্থ লোকদিগকে মহা আক্রোশে দণ্ড করিতে উদ্যত হইলে তাহারদের ক্রোধ শান্ত করিলেন।

মার্কস আরিলিয়স এই রূপে প্রজারদের অনুরাগ ভাজন হইয়া শাসন করিতে লাগিলেন, প্রজারা তাঁহাকে যেমন ভক্তি করিত তদ্রূপ স্নেহও করিত, তদ্বিষয়ের এক মহা প্রমাণ এই যে সকলেই যত্নপূর্ব্বক তাঁহার চিত্রিত মূর্ত্তি অন্বেষণ করিয়া সাবধানে আপন২ গৃহে রাখিত, আর তিনিও ঐ প্রকার অনুরাগের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন কেননা পণ্ডিত ও রাজার যেরূপ কর্ত্তব্য তদ্রূপ আচরণে নিয়ত রত থাকাতে অতি সদাচারি রূপে খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম অনায়াস সাধ্য ছিল না, তিনি বহু পরিশ্রমে তাহাতে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, আর অনেক পাণ্ডিত্য ও বিচার এবং উপদেশ ও বারম্বার রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক ধ্যান এই সকল সাধন দ্বারা ঐ ধর্ম্মফল প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন, দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি স্তৈকদিগের কষ্ট সাধ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তদ্দ্বারা শরীরকে দমন করিয়া বুদ্ধির অধীন করিতে ও কাম ক্রোধাদি ষড়বর্গকে বিবেক শক্তির বশে রাখিতে এবং ধর্ম্মকেই কেবল ইষ্ট অধর্ম্মকেই কেবল অনিষ্ট আর বাহ্যেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য সমস্ত প্রত্যক্ষ পদার্থকে হিতাহিতত্ব গুণবর্জ্জিত জ্ঞান করিতে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন। তিনি শিবিরস্থ লোকারণ্যের মধ্যে থাকিয়া যে২ বিষয় ধ্যান করত রচনা করিয়াছেন তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, আর প্রকাশ্য ভাবেও দর্শনবিদ্যার এমত উপদেশ দিয়াছেন যে তাহা নিরহঙ্কার পণ্ডিতের ও মহিমান্বিত রাজার পক্ষে যৎকিঞ্চিৎ অসঙ্গত বোধ হয়। কিন্তু মনুষ্যজাতির ইন্দ্রিয় দমন করণে তাঁহার দর্শনবিদ্যার এক মহা ত্রুটি ছিল, সে বিদ্যা অতি কষ্ট সাধ্য এজন্য সাধারণে তাহার অধিকারী হইতে পারিত না, আর তাহাতে প্রখরতর বুদ্ধির অপেক্ষা করিত একারণ অধিকাংশ লোকের হৃদয়ে সৎপ্রবৃত্তি জন্মাইতে পারিত না, ফলতঃ মনুষ্যবর্গের চরিত্র শোধনার্থে এমত উপদেশের অপেক্ষা করে যাহা একেকালে জ্ঞানি ও অজ্ঞান উভয়ের হৃদয়ঙ্গম হইয়া বল পূর্ব্বক বিবেক শক্তির চালনা করিতে সমর্থ হয়।

কিন্তু উক্ত সম্রাট্ আপনি এমত কষ্টসাধ্য ধর্ম্মানুশীল করিলেও পরের প্রতি দয়া ও স্নেহ প্রকাশ করিতেন। উৎসব কালে রাজ্যের সমস্ত প্রধান লোককে আপন২ গৃহ রাজবাটীর ন্যায় সুশোভন দ্রব্যে সজ্জিত করিতে এবং তাঁহার নিজ ভৃত্যের ন্যায় পরিচ্ছন্ন দাস নিযুক্ত করিতে নিষেধ করিতেন না। অপর মার্কমেনিরদের উপর জয়লাভানন্তর তিনি মহা আড়ম্বর পূর্ব্বক কৌতুক বিস্তার করত একেকালে শত সিংহ বাহির করিয়া প্রজাবর্গকে বিলক্ষণ আমোদিত করিয়াছিলেন, এই রূপে বিবেচনা ও ধৈর্য্যবৃত্তি পূর্ব্বক দেশের মঙ্গল ও উন্নতি করিয়া ১৮ বৎসর রাজ্য ভোগানন্তর অবশেসে ৬১ বৎসর বয়ঃক্রমে লোকান্তর গমন করিলেন, রোমানেরা তাহার প্রতি

আদর প্রকাশার্থে তাঁহাকে ব্যগ্রচিত্তে দেবতারদের মধ্যে গণিত করিল। কিন্তু দোষ গুণ বিচার না করিয়া প্রায় প্রত্যেক মৃত রাজার ঐ রূপ প্রতিষ্ঠা করাতে সে প্রতিষ্ঠা আর গুরুতর সম্ভ্রম বলিয়া গণ্য হইতে পারিল না।

উক্ত রাজার শাসন সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট হইলেও দুই বিষয়ে দুষ্য ছিল এবং তজ্জন্য তাহার নামে কলঙ্ক স্পর্শ হইয়াছে। প্রথমতঃ তিনি আপনার কুপুত্র কমডসকে উত্তরাধিকারি স্বরূপে নিযুক্ত করেন তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে তাঁহার দর্শন বিদ্যানুযায়ি স্থিরধীত্ব থাকিলেও তিনি মনুষ্য স্বভাবের মায়ামমতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই আর পুত্রের উপকারার্থে সাধারণের অমঙ্গল করণে বিরত হয়েন নাই। রোম দেশীয় রাজগণের মধ্যে যদি পুরুষানুক্রমে রাজ্যাভিষিক্ত হইবার ধারা থাকিত তবে কমডস সুতরাং পিতৃপদ প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু সে ধারার অভাব হেতুক প্রাচীন রীতি ও ব্যবহারানুসারে সম্রাটের কর্ত্তব্য এই ছিল যে দেশের যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বুঝেন তাহাকেই উত্তরাধিকারী করিয়া নিযুক্ত করেন এ প্রযুক্ত নর্বা আপনার জ্ঞাতিবর্গকে উপেক্ষা করিয়া ত্রেজানকে রাজ্যাধিকারী বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন কিন্তু মার্কস দার্শনিক পণ্ডিত হইয়াও তদ্বিপরীতাচরণ করত পুত্রস্নেহে মুগ্ধ হইয়া এক অত্যাচারি ও ক্রূর প্রজাপীড়ককে রাজ্যের প্রভু করিলেন।

তাঁহার শাসনের মধ্যে দ্বিতীয় দোষ এই যে তিনি আপনার যাজক ও অন্যান্য ভৃত্যদিগকে খ্রীষ্টীয়ানদিগের প্রতিকূলে তাড়না করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। যদিও ঐ ধর্ম্ম রোমদেশের চলিত ব্যবস্থা ও লৌকিক মতের বিরুদ্ধ ছিল তথাপি রাজার মনে দর্শন বিদ্যানুশীলনজন্য মহানুভবত্বের দৃঢ়তর সংস্কার থাকাতে তাঁহার পক্ষে এই কর্ত্তব্য ছিল যে সকলের প্রতি দয়া করেন ও কোন ধর্ম্মের হিংসা না করেন এবং যে ব্যক্তি যে রূপ ধর্ম্ম সাধন আপন বিবেচনায় উত্তম জ্ঞান করে তাহাকে তাহাতেই নিরত থাকিবার অনুমতি দেন।

কমডস।—(খ্রীষ্টীয় ১৮০ বর্ষে) মার্কসের পুত্র কমডস পিতৃ-বিয়োগানন্তর রাজা হইলেন, ইনি জর্মাণ দেশে একবার যুদ্ধে কৃতকার্য্য হয়েন তদ্ব্যতীত পিতার ন্যায় কোন মহৎ ক্রিয়া করিতে পারেন নাই। তিনি ঐশ্বর্য্যভোগ ও লাম্পট্যে আসক্ত হইয়া অতি জঘন্য ব্যাপারেও আমোদ করিতেন। সেপ্তেম্বর মাসের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া আপন নামানুসারে কমডস বলিয়া ধার্য্য করণার্থ অস্থির হওয়াতে তাঁহার বৃথা অহঙ্কার বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। যাহারা দর্শক লোকের কৌতু-কার্থে পরস্পর খড়্গধারি হইয়া যুদ্ধ করিত তিনি তাহারদের পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়া শিক্ষাগারে যুদ্ধের অভ্যাস করিতে ভাল বাসিতেন পরে ঐ অধম ক্রিয়াতে আত্ম নৈপুণ্য প্রকাশ করণার্থে আম্ফিথিএটর নামক কৌতুকাগারেও উপস্থিত হইতেন। অপর সকল প্রকার লোকের উপর নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া সাধারণের হেয় ও ঘৃণাস্পদ হইলেন, সুতরাং কএক ব্যক্তি তাঁহাকে বধ করণার্থ মন্ত্রণা করিলে অবশেষে তাঁহার এক জন নিজ ভৃত্য তাঁহাকে বিষ পান করাইল, তাহাতে শীঘ্র মৃত্যু না হওয়াতে শয্যার মধ্যেই গণ্ড পেষণ দ্বারা হত করিল। ১২ বর্ষ রাজ্য ভোগানন্তর তাঁহার লোকান্তর হয়, তিনি সর্ব্বত্র এমত ঘৃণিত হইয়াছিলেন যে মরণের পরও সকলে তাঁহাকে মানব কুলের শত্রু বলিয়া নিন্দা করিত।

হেল্‌বিয়স পার্টিনাক্‌স। অনন্তর হেল্‌বিয়স পার্টিনাক্‌স নামক এক জন ৭০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ সেনেটর রাজ্য শাসন করিতে আহূত হইলেন, তিনি তৎকালে নগর রক্ষক কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, সেনেটরদিগের বিশেষ অনুরোধে রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি সুবিচার পূর্ব্বক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, আর দেশের মধ্যে যে২ দুষ্য প্রথা চলিত হইয়াছিল তাহার নিরাকরণ করিলেন এবং বদান্যতা ও সুবিবেচনা সম্বলিত রাজনীতি দ্বারা প্রজারদের সুখভোগের উপায় করিলেন, তাহাতে সকলেই তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইল

কেবল প্রিতোরিয়ান সৈন্যেরা তাহার রাজনীতিতে বিরক্ত ছিল। তাঁহার যথার্থ বিচারে তাহারদের অত্যাচারে ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল এবং তাঁহার কঠিন শাসনে তাহারদের দুশ্চরিত্রের বাধা হইত একারণ তাহারা বারম্বার তাঁহাকে বধ করণার্থ কুমন্ত্রণা করিয়া অবশেষে আপনারদের অভিলাষ সিদ্ধ করিল, তাহাতে ঐ সুশীল সম্রাট ৮০ দিন মাত্র রাজ্য করিয়া তাহারদের হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। সৈন্যেরদের সে দৌরাত্ম্যে প্রজারা অত্যন্ত কুপিত হইয়া ক্ষুব্ধচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিল।

দিদিয়স জুলিএনস। পর্টিনাক্স রাজাকে বধ করিয়া প্রিতোরিয়ান সৈন্যেরা রাজত্ব পদ নিলামে বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়া উচ্চৈঃশব্দে ঘোষণা করিল যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধন দান করিতে সম্মত হইবে তাহাকেই রাজ্যাভিষিক্ত করা যাইবেক তাহাতে সল্পিসিএনস ও দিদিয়স জুলিএনস নামে দুই জন রাজত্বের প্রার্থী হইল এবং জুলিএনস অধিক ধনদান করিতে অঙ্গীকার করাতে তৎক্ষণাৎ রাজ্য প্রাপ্ত হইল। জুলিএনস উদার বংশে জন্মিয়া ছিলেন এবং ব্যবস্থা শাস্ত্রে অতি পারদর্শী ছিলেন, তিনি সাল্বিয়স জুলিএনসের পৌত্র যিনি হেদ্রিয়ানের কালে প্রিতর হইয়া নিত্যনিয়ম নামে এক আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন।

পর্টিনাক্সকে বধ করিয়া জুলিএনসকে রাজপদ বিক্রয় করাতে সমস্ত রোম রাজ্যের লোকেরা অত্যন্ত কুপিত হইল, গাল ও জর্মাণ দেশস্থ সৈন্যেরা ব্রিটেন দেশস্থ সেনানী ক্লোদিয়স আলবিনসের দলস্থ হইয়া তাঁহাকেই সম্রাট্ বলিয়া প্রচার করিল। এবং রাজত্ব ক্রয় দ্বারা রোমদেশের অমর্য্যাদাকারি পূর্ব্বোক্ত নৃপতিকে পদচ্যুত করণার্থে পূর্ব্বাঞ্চলস্থ সৈন্যেরাও পেসেনিয়স নাইগর নামক এক জনকে রাজ্যাভিষিক্ত করিল, আর পেনোনিয়ার সৈন্যরা সেপ্তিমিয়স সিবিরস নামে অন্য এক ব্যক্তিকে তন্নিমিত্তে নির্ব্বাচন করিল, ইনি রাজত্ব প্রার্থি

উক্ত কএক সেনানীরদের মধ্যে অতি ভয়ানক ছিলেন, এবং আশ্চর্য্য ত্বরার সহিত ইতালিতে আসিয়া মল্‌বিয়ান নামক সেতুর সন্নিধানে জুলিএনস রাজাকে যুদ্ধে পরাভূত করিলেন। ঐ পরাজিত রাজা নিজ দলস্থ লোক দ্বারা ত্যক্ত হওয়াতে সেনেটরগণের আদেশে পদচ্যুত ও সামান্য দোষির ন্যায় রাজ-বাটীর মধ্যেই হত হইলেন, সুতরাং বিপুল অর্থব্যয় করিয়া যে মর্য্যাদা ও প্রভুত্ব ক্রয় করিয়াছিলেন তাহা সপ্তমাসের অধিক কাল ভোগ করিতে পাইলেন না।

সেপ্তিমিয়স সিবিরস।—জুলিএনসের মরণানন্তর সেপ্তিমিয়স সিবিরস রোম রাজ্যের আধিপত্য গ্রহণ করিলেন, তিনি জন্মতঃ আফ্রিকাদেশীয় ছিলেন, ঐ খণ্ডে জাত লোকদের মধ্যে তাঁহার পূর্ব্বে অথবা পরে অন্য কেহ কখন রাজত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, এই উচ্চ পদ প্রাপ্তির পূর্ব্বে তাঁহাকে রাজ্যের অন্যান্য অনেক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল। তিনি যখন সাম্রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন তৎকালে পর্টিনাক্স নাম গ্রহণ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন কেননা ঐ নামধেয় রাজার যথেষ্ট সমাদর করিতেন আর তাঁহার বধের সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া হত্যাকারিদিগের দণ্ড করিতে অস্ত্রধারী হইয়াছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ নিষ্ঠুরচিত্ত এবং সকল বিষয়ে পরিমিত ব্যয়ী ছিলেন।

সিবিরস রোমনগরে আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া অন্য দুই জন রাজগৌরবাকাঙ্ক্ষি সেনানীকে দমন করিতে প্রস্থান করিলেন, তাহারা তাঁহার সহিত একে কালে আপন২ সৈন্য-গণের দ্বারা রাজা বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। পূর্ব্বাঞ্চলস্থ রাজাভিমানী সেনাপতি, অর্থাৎ নাইগর, সিরিয়া এবং ইজিপ্ত দেশীয় সৈন্যগণের আনুকুল্য প্রাপ্ত হইলেও প্রথমে তাঁহার দ্বারা পরাজিত ও হত হইল, পরে আল্‌বিনস নামক অপর রাজাও তদ্রূপ দুর্গতিতে পড়িল, সুতরাং সিবিরস নিঃসপত্নে সমস্ত রাজ্যের স্বামী হইলেন। তাঁহার নিষ্ঠুরাচরণরূপ দোষ থাকিলেও

রাজনীতি বিষয়ে অনেক গুণ ছিল, তিনি প্রিতোরিয়ানগণকে দমন করিয়া এমত দৃঢ় প্রতিজ্ঞত্ব প্রকাশ করিলেন যে সকলেই অনুমান করিতে লাগিল তিনি সেনারদিগকে ভয় করিয়া কোন কর্ম্ম করেন না এবং রাজকীয় কর্ম্মচারি ও যুদ্ধ সংক্রান্ত লোক সকলের উপর প্রভুত্ব করণেও ত্রুটি করিবেন না।

সিবিরসের রাজত্ব কালে অনেক বিদেশীয় যুদ্ধের বিস্তার হয়, তিনি প্রথমতঃ আদিএবেনি ও আরবী লোকদিগের প্রতিকূলে রণযাত্রা করেন, তাহাতে তাহারা সকলেই রোম রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিল। পরে পার্থিযানদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া সিলুসিয়া ও তেসিফন নগর অধিকার করেন তাহাতে পার্থিকস ও আরবিকস এই দুই মর্য্যাদান্বিত উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তাঁহাকে ব্রিটেন রাজ্যেও যুদ্ধযাত্রা করিতে হয়, কালিদোনিয়েরা সেস্থল আক্রমণ করাতে কারাকেলা ও জিতা নামে দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তথায় স্বয়ং প্রস্থান করেন, আর দেশরক্ষার্থে ঐ উপদ্বীপ ব্যাপিয়া এক প্রশস্ত প্রাচীর নির্ম্মাণ করত আপন যুদ্ধযাত্রার চিহ্ন স্থাপন করেন। এই রূপে অষ্টাদশ বৎসর পর্য্যন্ত যশোবিস্তার পূর্ব্বক রাজ্য শাসনে কৃতকার্য্য হইয়া পঞ্চ ষষ্টি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে লোকান্তর গমন করিলেন। তিনি দুই পুত্রকেই রাজ্যের অংশি স্বরূপে নিযুক্ত করিয়া মরণ কালে তাহারদিগকে পরস্পর সংমিলনে বাস করিতে অনুরোধ করিয়া যান। যুদ্ধ নৈপুণ্য ও রাজ্য শাসনের কৌশল নিমিত্তই তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি হইয়াছিল, এবং শান্তিকারী বিদ্যার চর্চ্চাতেও কৃতকার্য্য হইয়া বিলক্ষণ যশোভাজন হইয়াছিলেন, গ্রীক এবং লাটিন উভয় ভাষাতেই তাঁহার সমীচীনা ব্যুৎপত্তি ও সুন্দর রচনা শক্তি ছিল আর তৎকালের দর্শন শাস্ত্রেও উত্তম পাণ্ডিত্য হইয়াছিল।

কারাকেলা এবং জিতা।—কারাকেলা এবং জিতা দুই ভ্রাতা পিতৃবিয়োগানন্তর একত্র রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন কিন্তু তাঁহারা মৃত পিতার আজ্ঞা ও বর্ত্তমানা মাতার অনুরোধ

অমান্য করিয়া পরস্পর এমত ঘোর শত্রুতা করিতে লাগিলেন যে তাঁহারদের মধ্যে পুনর্ব্বার হৃদ্যতা হইবার সম্ভাবনা মাত্র রহিল না। তাহারদের পরস্পরের প্রতি দ্বেষ ও অবিশ্বাস প্রযুক্ত সকলের নিশ্চয় অনুমান হইল যে উভয়ে একত্র রাজ্য ভোগ করিতে পারিবেন না এবং দুই জনের এক জন অবশ্যই নষ্ট হইবেন। পরে জ্যেষ্ঠ, অর্থাৎ কারাকেলা, কনিষ্ঠকে নষ্ট করণার্থ গোপনে মন্ত্রণা করিয়া শোকার্ত্তা জননীর ক্রোড়েই তাঁহাকে বধ করিলেন। কারাকেলা এই প্রকারে একাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত প্রজাবর্গের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া রক্তারক্তি করিতে লাগিলেন, তিনি মার্কস আরিলিয়স রাজার সম্ভ্রমার্থে আন্তোনিয়স উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার দুরাচারে সে উপাধির কেবল অমর্য্যাদাই হইল, আর যদ্রূপ নির্দ্দয়তা ও ক্রূরতা করিতেন জঘন্য কামাসক্তিতেও তদ্রূপ মত্ত ছিলেন। অবশেষে পার্থিয়ানদের প্রতিকূলে রণযাত্রা করিয়া এদেশা নগরে অপন ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক হত হইলেন, অতএব ৬ বৎসর রাজ্য ভোগানন্তর ৪৩ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার পঞ্চত্ব হইল।

মেক্রিনস।—সিবিরস রাজার বংশ লোপ পাইলে রোম দেশ তিন দিবস পর্য্যন্ত অরাজকভাবে ছিল পরে প্রিতোরিয়ান সেনাদের অধ্যক্ষ মেক্রিনস যিনি কারাকেলার বধার্থে বিশেষ উদ্যোগ করিয়াছিলেন তিনি দাইয়াডুমিনস নামক আপনার পুত্রের সহিত ঐ সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। মেক্রিনস সামান্য বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং সেনেটর পদে কখন নিযুক্ত হয়েন নাই। তিনি নীচ কুলোদ্ভব এপ্রযুক্ত সেনাগণের মধ্যে কঠিনতর শাসন করণের উপক্রম করাতে সকলেই তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইল, এবং প্রিতোরিয়ানেরা কারাকেলার বদান্যতা স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল কেননা তিনি দুরাচারি হইলেও তাহারদিগকে যথেষ্ট আদর করিতেন, আর সেনেটরেরাও এমত অন্ত্যজ রাজার অধীনে থাকায় লাঘব

বোধ করিল, সুতরাং ঐ কালে সিরিয়া দেশস্থ সূর্য্যদেবের* এক যুবক পুরোহিত কারাকেলা রাজার ঔরসজাত জারা-পুত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দেওয়াতে সকলেই তাহার কথায় ব্যগ্রতা পূর্ব্বক মনোযোগ কবিল। তাহার মাতা কারাকেলার মাতৃষ্বসার পুত্রী, তিনিও অখ্যাতির ভয় ত্যাগ করিয়া ও রাজ্য লোভ প্রযুক্ত নির্লজ্জা হইয়া আপনার অসতীত্ব দোষের ঘোষণা করত কহিলেন যে তাঁহার পুত্র মৃত রাজার সহিত অসৎ সংসর্গে উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ যুবক বঞ্চকের নাম আন্তোনিয়স বাসিএনস, অনেক সৈন্য তাহাব সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে যুদ্ধ উপস্থিত হইল তাহাতে মেক্রিনস পরাজিত হইয়া প্রাণ ভয়ে পুত্রের সহিত পলায়ন করিলেন, কিন্তু পিতাপুত্রেই শত্রু হস্তে পড়িয়া হত হইলেন।

এলাগাবেলস।—আন্তোনিয়স বাসিএনস এমেসা নগরস্থ এলাগাবেলস দেবতার পুরোহিত ছিলেন তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া ঐ দেবের নাম গ্রহণ করিলেন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রমের অল্পতা দেখিয়া সকলে অনুমান করিল যে তিনি অনেক কাল পর্য্যন্ত কুশলে রাজত্ব করিতে পারিবেন, আর তিনি ধৈর্য্য ও সুশীলতাচরণ করিতে অঙ্গীকার করাতে সেনেটরেরা ও সেনাগণেরা অনেক সুখের প্রত্যাশা করিল, কিন্তু তিনি অবিলম্বে দুর্বৃত্ত ও অত্যাচারী হওয়াতে সকলেই সে আশায় নিরাশ হইয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইল। তিনি একান্ত নিরপত্রপ হইয়া প্রকাশ্য ভাবে কুৎসিতাচরণ করত কেবল ঘৃণার্হ কর্ম্মের সমাদর করিতে লাগিলেন তাহাতে বোধ হইল যে তাঁহার অন্তঃকরণে লজ্জাভয়ের লেশ মাত্র ছিল না, এমত ঘোরতর দুর্বৃত্ত নৃপতি সর্ব্বত্রই মনুষ্য কুলের কলঙ্ক স্বরূপ হইয়া থাকে, আর অতি জঘন্য লোকেরাও তাদৃশ রাজার কুব্যবহার

---

* সিরিয়া দেশের লোকেরা ভ্রম প্রযুক্ত সূর্য্যকে দেবতা বলিয়া অনুমান করিত।

সহিষ্ণুতা করিতে পারে না, সুতরাং প্রিতোরিয়ান সেনারা কুপিত হইয়া তাঁহাকে বধ করিল এবং তাঁহার ক্ষত বিক্ষত শরীরকে রাজ মার্গ দিয়া আকর্ষণ পূর্ব্বক তাইবর নদীতে নিক্ষেপ করিল, তাঁহার মাতা যিনি রাজ্য লোভে আকৃষ্ট হইয়া নিজ অসতীত্বের ঘোষণা করিয়াছিলেন তাঁহারও ঐ কুসন্তানের তুল্য দুর্গতি হইল।

আলেক্‌জন্দর সিবিরস।—পরে এলাগাবেলসের মাতৃষ্বসৃপুত্র আলেকজন্দর সিবিরস সেনেট ও সেনাগণের দ্বারা রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন, তিনি তৎকালে অল্পতর বয়স্ক ছিলেন একারণ কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত মাতৃ শাসনেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, পরে অতি বিশ্বাসি ও ক্ষমতাপন্ন এবং ব্যবস্থা শাস্ত্রের পারদর্শী অলপিয়ান নামে এক ব্যক্তি তাঁহার অমাত্য হইল, আলেক্‌জন্দর সিবিরসের কালে এস্যা খণ্ডে এক গুরুতর ঘটনা হয়, পারস দেশে পার্থিয়ানদিগের প্রভুত্বের লোপানন্তর সাইরসের সংস্থাপিত রাজ্য অর্টেজরসেস নামক এক ব্যক্তির অধীন হইয়া পুনশ্চ তদ্দেশীয় রাজার শাসনস্থ হয়। এই মহা ব্যাপার হওয়াতে রোমানদিগের মধ্যেও গোলযোগ উপস্থিত হইল, পারস রাজ্যের পুনস্থাপনকারি ভূপাল কহিলেন যে২ দেশ পূর্ব্বে সাইরসের সাম্রাজ্যে ভুক্ত ছিল পরে রোমানদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়াছে তাহা যথার্থাধিকারির প্রতি প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। আলেক্‌জন্দর সিবিরস রোমরাজ্য অখণ্ডিত রূপে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যুদ্ধের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু বোধ হয় সে যুদ্ধে কোন বিশেষ ফলোৎপত্তি হয় নাই।

এস্যা খণ্ডের যুদ্ধান্তে সিবিরস রাজাকে জর্ম্মাণ দেশীয় অসভ্য জাতিরদের বিরুদ্ধে রণযাত্রা করিতে হইল পরন্তু সেস্থলে তাঁহার প্রধান সেনানী যাহাকে তিনি স্বয়ং উচ্চপদস্থ করিয়াছিলেন তাহার খলতা প্রযুক্ত রাজ্যচ্যুত ও হত হইলেন। ঐ সেনানীর নাম মাক্‌সিমিন, রোমরাজ্যের মধ্যে তাহার জন্ম হইলেও সে ব্যক্তি অসভ্য কুলে সঙ্কীর্ণ বর্ণ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিল,

সেপ্তিমিযস সিবিরস নামক অতীত রাজা তাহার যুদ্ধবীরত্ব দেখিয়া তাহাকে সেনাগণের মধ্যে এক গুরুতর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন পরে আলেক্জন্দর তাহাকে আরও সম্ভ্রান্ত করিয়া নানা প্রকার অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, ঐ সকল অনুগ্রহ প্রাপণে সে ব্যক্তি বিশ্বাসপাত্র না হইয়া বরং রাজ্যলোভানলে দগ্ধ হইযাছিল, এবং জন্মতঃ থ্রেসদেশীয কৃষিকারি হইয়া এক্ষণে রোম রাজ্যের স্বামী হইতে আকাঙ্ক্ষা করিল। সেনাগণেরা তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া তাহার রাজত্ব দৃঢতর করণার্থে আলেকজন্দর ও তাঁহার মাতাকে বধ করিল, অতএব ঐ সুশীল ও বহু গুণালঙ্কৃত ভূপতি ১৩ বৎসর মাত্র রাজ্যভোগ করিয়া অবশেষে আপনার এক লোভি কর্ম্মচারির ক্রূরতায নষ্ট হইলেন।

---

৯ অধ্যায।

মাক্সিমিন।—মাক্সিমিন জন্মতঃ অতি নীচ ব্যবসাযী. (খ্রীষ্টীয ২৩৫ বর্ষে) সর্ব্বাধিপত্য গ্রহণ করিযা প্রথমতঃ রোমরাজ্যের মহিমার লাঘব করেন, সেনাগণেরা সেনেটরেরদের সম্মতি বিনা তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করে সুতরাং সে কার্য্যে কেবল সেনারদের অত্যাচার প্রকাশ পায। মাক্সিমিন সমস্ত উদার বংশজাত লোকের প্রতি মরণান্তিক দ্বেষ করিতেন, আর যে২ ব্যক্তির উপর এমত আশঙ্কা জন্মিল যে তাহারা তাঁহাকে নীচ জাতি বলিয়া অবজ্ঞা করিযা থাকে তাহারদের সকলকে বধ করিলেন এবং রাজ্যের সর্ব্বত্র অতি নির্দ্দয়তা ও ক্রূরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে আফ্রিকা খণ্ডের তিস্দ্রস নগরে গর্ডিয়ান নামক দুই জন সম্ভ্রান্ত রোমান পিতাপুত্রে রাজ্যাভিষিক্ত হওযাতে তাঁহার প্রতিকূলে এক উপপ্লব উপস্থিত হইল, সেনেটরেরা পশুবৎ ক্রূর ঐ মাক্সিমিনের দূরীকরণাভিপ্রায়ে উক্ত দুই রাজার সপক্ষ হইয়া প্রদেশীয় সমস্ত অধ্যক্ষদিগকে তাহারদিগের শাসন

মান্য করিতে আদেশ করিলেন কিন্তু মাক্সিমিনের কর্ম্ম-চারিরা তৎপর হইয়া আফ্রিকার ঐ উপদ্রব নিবারণ করিল তাহাতে গর্ডিয়ানেরা পিতাপুত্রে বিনষ্ট হইলেন। সেনেটরেরা আপনারদের মনোনীত নৃপতি দ্বয়ের মরণ সংবাদে ঘোর নৈরাশ্যে পড়িলেন এবং ত্বরায় বাল্‌বিনস ও মাক্সিমস নামক অন্য দুই জনকে উক্ত অত্যাচারি সম্রাটের নিরাকরণার্থ নিযুক্ত করিলেন। ঐ ব্যাপারের সংবাদ মাক্সিমিনের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি শত্রুবিনাশনিমিত্ত ইতালিতে আগমন করিলেন কিন্তু নিজ সৈন্যগণের বিদ্রোহিতাচরণে তথায় মারা পড়িলেন, তাঁহার কুৎসিত রাজত্ব ৩ বৎসর কএক দিন মাত্র প্রবল ছিল।

বাল্‌বিনস ও মাক্সিমস।—মাক্সিমিনের মরণানন্তর বাল্‌বিনস ও মাকসিমস গর্ডিয়ান নামক অন্য এক যুবকের সহিত একত্র রাজা হইয়া শাসন করিতে লাগিলেন। প্রথমোক্ত দুই জন মহাকুলোৎপন্ন ছিলেন না, কিন্তু শেষোক্ত যুবকের কৌলীন্য মর্য্যাদা নিঃসন্দেহ রূপে ছিল কেননা তিনি জ্যেষ্ঠ গর্ডিয়ানের পৌত্র, যিনি পূর্ব্ববর্ত্তি রাজার রাজত্বকালে আফ্রিকাতে প্রোকন্সল থাকিয়া পরে রাজাকে পদচ্যুত করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাল্‌বিনস ও মাক-সিমস যে সাধারণ শত্রু বিনাশের নিমিত্ত একত্র হইয়াছিলেন তাহার ভয় হইতে উত্তীর্ণ হওয়াতে উভয়ে রাজ্যের দুরদৃষ্ট ক্রমে পরস্পর দ্বেষ করিতে লাগিলেন, তাহারা সেনেট দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন একারণ প্রিতোরিয়ানেরা অসন্তুষ্ট থাকাতে যৎকালীন তাহারদের রক্ষকেরা কাপিতোলিয়ান কৌতুক দর্শনে আমোদ করিতেছিল সেই সময়ে উভয়েই ঐ সেনাগণ কর্ত্তৃক হত হইলেন সুতরাং গর্ডিয়ান একাকী রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি যুবক ছিলেন এবং ত্রাঙ্কুইলা নাম্নী এক নারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন আর সেনেটর এবং সেনাগণ তাঁহার যথেষ্ট আদর করিত। অপর পারস্য জাতিরা পূর্ব্বাঞ্চলস্থ সীমায় উপদ্রব করাতে তিনি জেনস দেবের মন্দিরের

দ্বার মুক্ত করিয়া তাহাবদিগের প্রতিকূলে রণযাত্রা করেন, কথিত আছে ঐ যাত্রায় তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছিল কেননা তিনি পারস্যদিগের উপর কএকবাব জয়ী হইযা অনেক শত্রু বধ করিযাছিলেন, পরন্তু তাঁহাব প্রত্যাগমন কালে ফিলিপ নামে এক ভৃত্য বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তাঁহাকে নষ্ট কবিযা রাজত্ব হবণ কবিল। তাঁহার সেনাগণ ইউফ্রেতিস নদীর সন্নিহিত সর্শেসম নামক বোমান দুর্গেব ১০ ক্রোশ দূরে তাঁহাব স্মবণার্থ এক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া মৃত দেহের অবশিষ্টাংশ রোমে আনয়ন করত তাঁহাকে দেবতার মধ্যে গণিত করাইল।

ফিলিপ।—ফিলিপ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক প্রভু হত্যা করিয়া নিজ-নামধাবি তনয়েব সহিত বাজ্যাভিষিক্ত হইলেন, তিনি আববী দেশে জন্ম গ্রহণ করিযা আপনার গুণে ক্রমশ উচ্চ পদস্থ হইযাছিলেন, পবে বাজত্ব প্রাপ্ত হইলে পারস্যদিগেব সহিত সন্ধি কবিযা ইতালিতে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন কবিলেন। অনন্তর রোমনগর নির্ম্মাণের সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে মহা সমাবোহ ও ঘটা পূর্ব্বক নানাবিধ লৌকিক কৌতুক বিস্তাব করিলেন, লোকে তাঁহাব কৌতুক ও উৎসব দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাব সমস্ত দোষ বিস্মৃত হইল। কিয়ৎকাল পরে মিসিয়া ও পেনোনিয়া দেশস্থ সেনাবা উপদ্রোহ কবাতে তাহারদেব সেনাপতি দিসিয়স স্বযং রাজ বিদ্রোহ কবণে ইচ্ছুক না হইলেও ঐ উৎপাতকারিরদেব অধ্যক্ষতা কবিতে বাধ্য হইলেন তাহাতে ফিলিপ পুত্রেব সহিত পরাজিত হইয়া ৫ বৎসব রাজ্য ভোগানন্তব হত হইলেন।

ধর্ম্মসংক্রান্ত পুবাবৃত্ত বচকেবা কহেন যে ফিলিপ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন কবিয়াছিলেন। “কথিত আছে পেস্‌খা পর্ব্বের সংযম দিবসে তিনি অন্যান্য খ্রীষ্টীযানের ন্যায সভাস্থ লোকের সহিত একত্র ভজনা করিতে বাসনা করিযাছিলেন কিন্তু যদবধি পাপ স্বীকার করিয়া আপনাকে অনুতাপি ব্যক্তিরদেব মধ্যে গণিত না করিলেন তদবধি তৎকালের বিশপ তাঁহাকে

সভামধ্যে প্রবেশ করিতে দেন নাই"*। আরও উক্ত আছে যে সম্রাট্ ধর্ম্মাধ্যক্ষের আদেশানুসারে অনুতাপ করিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে আপনার শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দিসিয়স।—দিসিয়স মিসিয়া দেশস্থ উপপ্লবকারি সেনাগণের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া ফিলিপের মরণানন্তর রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি গাল দেশীয় গৃহ বিচ্ছেদের শেষ করিয়া আপনার পুত্রকে সিজর উপাধি দিয়া যুবরাজ স্বরূপে সহযোগি করিলেন, পরে এমত ধীরতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার সহিত রাজকীয় কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন যে সকলে তাঁহার শাসনে কুশলের প্রত্যাশা করিল কিন্তু শান্তি পোষক সুনিয়ম ও যথার্থ বিচারাদির প্রথায় অধিক কাল যাপন না হইতে২ গথ নামক জাতিরদের আক্রমণে তাঁহাকে দেনিউব নদী তীরে প্রস্থান করিতে হইল। পুরাবৃত্তের মধ্যে ঐ মহা জাতিরদের বিশেষ প্রসঙ্গ প্রথমতঃ এই রাজার কালেই হয়, পরে তাহারা রোমানদের রাজ্য ভ্রংশ করিয়া কাপিতল লুণ্ঠন পূর্ব্বক গাল স্পেন এবং ইতালি অধিকার করে†। দিসিয়স যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইয়া যশোবিস্তার পূর্ব্বক ঐ অসভ্য লোক-দিগকে দমন করিয়া আপনার রাজ্য হইতে প্রায় দূরীকৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারদের সমুদয় সৈন্য ধ্বংস করণার্থে অস্থির হইয়া যত্ন করাতে তাহারা একান্ত নৈরাশ্যে পড়িয়া প্রাণরক্ষার নিমিত্ত মরণান্তিক বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং ঐ ঘোরতর সংগ্রামে আন্তরিক সমস্ত রাগ ও বীর্য্য প্রকাশ করিল, সুতরাং রোমানেরা মহা বিপন্ন হইয়া পরাজিত হইল এবং সম্রাট স্বয়ং পুত্রের সহিত হত হইলেন।

দিসিয়স খ্রীষ্টীয়ানদিগের উপরে ভয়ঙ্কর তাড়না করিয়া-ছিলেন, তাহারা তাঁহার সময়ে যে প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করে তত্তুল্য দুঃখ কখন প্রাপ্ত হয় নাই, তাঁহার উপদ্রোহে সার্দ্ধ

* ইউসিবিয়স রচিত পুরাবৃত্ত ৬ সর্গ ৩৪ অধ্যায়।

† গিবন।

বৎসর পর্য্যন্ত রোম নগরীয় বিশপত্ব পদ শূন্য থাকে। পুরাবৃত্ত রচকদিগের লিখনে বোধ হয় সম্রাট্ কহিয়াছিলেন যে আপনার সন্নিধানে বরং দ্বিতীয় সম্রাট্ থাকা সহিষ্ণুতা করিতে পারেন কিন্তু রোম নগরে বিশপের অধিষ্ঠান তাঁহার সহ্য হয় না।*

গেলস এবং হস্তিলিএনস।—দিসিযসের মরণানন্তর গেলস এবং মৃত রাজার অবশিষ্ট পুত্র হস্তিলিএনস সহযোগি হইয়া সম্রাট্‌রূপে নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু হস্তিলিএনস রাজ্যাভিষেকের অল্পকাল পরেই প্রাণত্যাগ করাতে গেলস একাকী সর্ব্বাধিপত্য করিতে লাগিলেন। তিনি গথদিগের সহিত লজ্জাকর সন্ধির নিয়ম করিয়াছিলেন একারণ প্রজাবর্গ তাঁহাকে অতিশয় তুচ্ছ করিতে লাগিল, অপব অন্যান্য অনেক দল অসভ্য জাতি রাজ্য আক্রমণ করিলেও আলস্য প্রযুক্ত তাহারদের নিরা-করণার্থে কোন চেষ্টা করেন নাই ইহাতে বোমানেরদের ক্রোধ অতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অনন্তর মিসিয়া ও পেনোনি-য়াস্থ সেনাগণেব অধ্যক্ষ ইমিলিএনস স্বয়ং ঐ উৎপাতকারি-দিগের দমন করিতে উদ্যত হইলেন এবং তাহারদিগকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া পবাজিত করিলেন পরে তাহারা পলায়নপর হইলে দেনিউব নদীর অপর পার পর্য্যন্ত তাহার-দের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। সেনাগণ ইমিলিএনসের এমত বিক্রম দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার করণার্থে তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকাব করিল, ঐ বিক্রমশালী কৃতকার্য্য বীর সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হওয়াতে গেলস সুতরাং হত হইলেন।

ইমিলিএনস।—ইমিলিএনস এই রূপে সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন কিন্তু অধিক দিবস ভোগ করিতে পারেন নাই, বেলিরিয়ান নামক অতি বিচক্ষণ ও যশস্বী সেনানী তাঁহার বিদ্রোহিতা নিবারণার্থে গাল ও জর্ম্মণির সৈন্য লইয়া গেলস

---

* নিবর।

রাজার আনুকূল্য করিতে আসিতে ছিলেন ইতিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া হত্যাকারির-দিগের দণ্ড করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, অতএব ইমিলিএনসের সৈন্যেরা বেলিরিয়ানের মহা সুখ্যাতি প্রযুক্ত নিরুৎসাহ হইয়া আপনারদের নির্ব্বাচিত সম্রাটকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার শত্রুকে রাজপরিচ্ছদ রক্তবস্ত্র প্রদান করিল।

বেলিরিয়ান।—বেলিরিয়ান রোম রাজ্যস্থ সকল লোকের সম্মতিতে রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন এবং তাঁহার পুত্র গালিএনস সিজর নামধারী হইয়া যুবরাজ স্বরূপে তাঁহার সহযোগী হইলেন। এই দুই রাজার শাসন সময়ে রোমরাজ্যের ঘোর অমঙ্গল হয় এবং তাহাতে রোমান নামে অতিশয় কলঙ্ক স্পর্শে। সে কালে দুঃখ ও গোলযোগ ব্যতীত আর কিছুই হয় নাই এবং রাজারদের আলস্য অথবা দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত রাজ্য বিনষ্ট প্রায় হইয়াছিল, বিদেশীয় শত্রু এবং স্বদেশীয় বিদ্রো-হিগণ একে কালে রোমের শান্তিনাশ ও দুঃখোৎপত্তি করে। পারস্যদিগের সহিত যুদ্ধ হওয়াতে বেলিরিয়ানকে পূর্ব্বাঞ্চলে যাত্রা করিতে হইল এবং ফ্রাঙ্কদিগের উৎপাত দমন করণার্থ তাঁহার পুত্রকে গালদেশে প্রস্থান করিতে হইল। অপর আলিমেনিরা ইতালির মধ্যভাগে এবং গথেরা গ্রীশদেশে আক্রমণ করিল, তাহাতে পস্থমসের বিক্রম ও নৈপুণ্যে পশ্চিমাঞ্চলস্থ প্রদেশ অসভ্য জাতিরদের আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইল বটে কিন্তু সেনানী স্বয়ং অগস্তস নাম গ্রহণ করিয়া আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া প্রচার করাতে সে প্রদেশ রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। গ্রীশদেশে কতিপয় সাহসিক এথিনিয়ান দেক্সিপশ নামক পুরাবৃত্ত রচকের শাসনে গথদিগকে দৃঢ় রূপে আঘাত করিয়া দমন করিল, আর ইতালির মধ্যে সেনেটরেরা রাজার অনুপস্থিতে অধ্যক্ষ বিহীন হইলেও আবশ্যক বুঝিয়া সম্পূর্ণ বীর্য্য প্রকাশ করত আশ্চর্য্য যত্ন করিয়া আলিমেনিদিগকে দমীকৃত করিলেন, কিন্তু

পূর্ব্বাঞ্চলস্থ যুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্গতি হয় কেননা বেলিরিয়ান তথায় পরাস্ত হইয়া শত্রুহস্তে পড়িলেন, আর তাঁহার উদ্ধারের কোন চেষ্টা না হওয়াতে তিনি পারস্য রাজ সেপরের অধীনে বদ্ধ থাকিয়া নৈরাশ্যে শীর্ণ হইতে লাগিলেন।

পরন্তু রাজ্যের মধ্যে এতাদৃশ বিপত্তি ঘটিলেও এবং পিতার বন্ধন প্রযুক্ত রোমের মহিমায় কলঙ্ক স্পর্শিলেও গালিএনস কোন প্রকারে কর্ম্ম তৎপর না হইয়া বরং ঘোর লাম্পট্যে মত্ত হইলেন এবং অলস ও যত্নহীন হইয়া রাজ্য শাসনের প্রভাব হ্রাস করিলেন, আর সংগ্রাম করণে শিথিল হইয়া রোমনগরে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, অসভ্য জাতিরা রাজ্যের অনেকাংশে উপদ্রব করিতেছিল এবং পারস্যেরা এস্যা খণ্ড অধিকার করিতে উদ্যত হইয়াছিল তথাপি তিনি তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ করিলেন না।

এমত অবস্থায় রোম রাজ্য যে সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট হইল না তাহার কারণ এই যে গালদেশীয় অধ্যক্ষেরা শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া অসভ্য জাতিরদের গৃহীত নগর পুনশ্চ অধিকার করিলেন এবং পাল্‌মিরার রাজা ওদিনেতস পারস্যদিগের উৎপাত নিবারণ করিয়াছিলেন। পাল্‌মিরারাজ সিরিয়াদেশ রক্ষা করিয়া মিসোপোটেমিয়া পুনশ্চ গ্রহণ করেন এবং তেসিফন নগর পর্য্যন্ত অগ্রবর্ত্তী হয়েন। যদিও রোম রাজ্য এই রূপে অসভ্য জাতিরদের হস্ত হইতে উদ্ধৃত হয় তথাপি গোলযোগের শেষ হয় নাই কেননা ভূরি২ রাজ্যলোভাকৃষ্ট লোক নানা স্থলে সর্ব্বাধিপত্য পাইবার স্পর্দ্ধায় আপনারদিগকে সম্রাট্‌ বলিয়া অভিমান করিতে লাগিল, এই রাজাভিমানিরা পুরাবৃত্তে "ত্রিশ দুরাত্মা" বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু তাহারদের সংখ্যা বাস্তবিক ত্রিংশৎ ছিল এমত বোধ হয় না।

অবশেষে ৯ বৎসরের পর গালিএনসের কুৎসিত রাজশাসনের শেষ হইল, ইলিরিকমস্থ সেনারা অরিওলস নামক সেনানীকে রাজ্যাভিষিক্ত করাতে সেই ব্যক্তির উপদ্রব দমন

করিবার কালে সম্রাটের নিজ কর্ম্মচারিরাই তাঁহাকে নষ্ট করিতে মন্ত্রণা করিল এবং উপদ্রোহকারি সেনানীর দমনার্থ যখন মিলান নগর আক্রান্ত হয় তৎকালে গালিএনস আপনার রক্ষকগণ কর্ত্তৃক হত হইলেন।

ক্লদিয়স।—গালিএনসের মরণানন্তর গথিকস উপাধি ক্লদিয়স নামক এক সেনানী সেনেট এবং সেনাগণ দ্বারা রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন, তিনি ইলিরিকম ও মাসিদোনিয়ার ভূরি২ আক্রমণকারি গথ ও বান্দালগণকে পরাজিত করিলেন এবং তাহারদের বল ভগ্ন করিয়া স্বদেশের লজ্জা রক্ষা করিলেন। তিনি যদ্রূপ যুদ্ধব্যাপারেবীর্য্য প্রকাশ করেন তদ্রূপ ন্যায পূর্ব্বক শাসন করিয়াও প্রজার উপকার করিয়াছিলেন। তাঁহার ধীরতা পরিমিতাচরণ এবং যথার্থ বিচারের নিমিত্ত বিশেষ সুখ্যাতি হইয়াছিল ইহাতে বোধ হয় তিনি রাজমর্য্যাদার গুরুতর ভারবহনে সম্পূর্ণ রূপে নিপুণছিলেন, কিন্তু তাঁহার রাজত্ব বহুকাল ব্যাপি হয় নাই, যুদ্ধ ঘটিত ভূরি২ প্রাণি নাশে বায়ুর বৈগুণ্য প্রযুক্ত সঞ্চারি রোগোৎপত্তি হওয়াতে দুই বৎসর মাত্র শাসন করিয়া পঞ্চত্ব পাইলেন। সেনেটরেরা তাঁহাকে দেবতারদের মধ্যে গণিত করিয়া যথেষ্ট সমাদরকরিলেন এবং আপনারদের সভাস্থলে তাঁহার সম্ভ্রমার্থে এক স্বর্ণময় ঢাল আর কাপিতলে স্বর্ণময প্রতিমা স্থাপন করিলেন।

কুইন্টিলিয়স।—পরে ক্লদিয়সের ভ্রাতা কুইন্টিলিয়স রাজত্ব গ্রহণ করিলেন এবং সেনেটরেরাও তাঁহার রাজপদ দৃঢ় করিলেন কিন্তু সপ্তদশ দিবস অতীত না হইতে২ তিনি দেখিলেন যে তাঁহার উন্নতিতে মহাবিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, অনন্তরদেনিউব নদীতীরস্থ সৈন্যেরা আরিলিয়ানকে রাজা করাতে একেবারে ভগ্নোৎসাহ হইলেন এবং এমত খ্যাত্যাপন্ন সেনানীর সহিত যুদ্ধ করিতে সঙ্কুচিত হইয়া আত্ম হত্যার দ্বারা লোকান্তর গমন করিলেন, তিনি শস্ত্র বিদ্যায় ভ্রাতার সদৃশ ছিলেন

না কিন্তু ধীরতা ও সুশীলতায় তাঁহার তুল্য, বরং তাঁহা হইতেও শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন।

আরিলিয়ান।—আরিলিয়ান দেনিউব নদী তীরস্থ সেনাগণের দ্বারা রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া কুইন্টিলিয়সের মরণান্তে নিঃসপত্নে আধিপত্য করিতে লাগিলেন, তিনি বিক্রমশালী যুদ্ধবীর ও মহা বিচক্ষণ সেনানী, কিন্তু নির্দ্দয় ও প্রচণ্ডস্বভাব ছিলেন। তিনি গথদিগের সহিত সাহস পূর্ব্বক সংগ্রাম করিয়া পূর্ব্বতন সীমা পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন এবং গালদেশস্থ রাজ্যাভিমানি তেত্রিকসকে চেলন্স গ্রামের সন্নিধানে সসৈন্যে পরাজিত করিয়াছিলেন। ঐ বিদ্রোহি নৃপতি আপনার সেনাকে শাসনে রাখিতে অক্ষম ছিলেন এবং তাহারদের মধ্যে অহরহ কলহ হওয়াতে প্রাণভয়ে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক আরিলিয়ানকে তাহারদের দমনার্থ আহ্বান করিতে স্থির করেন, পরে নিজ সৈন্যগণের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত উক্ত সম্রাটকে গোপনে পত্র লিখিয়া বর্জিল নামে প্রসিদ্ধ কবির বচন উদ্ধৃত করত সবিনয়ে কহিয়াছিলেন "হে অজেয় বীর আমাকে এই সমস্ত দুঃখ হইতে পরিত্রাণ কর"। অতএব আরিলিয়ান তাহারদের প্রতিকূলে রণ যাত্রা করিয়া বিদ্রোহি সেনাব্যূহকে ছিন্ন ভিন্ন করত প্রায় নির্ম্মনুষ্য করিলেন, তেত্রিকস যুদ্ধ সমাপ্ত না হইতে২ আপনার দল ত্যাগ করিয়া সম্রাটের পক্ষে আসিলেন, সম্রাট্ তাঁহাকে জয় যাত্রার কালীন রাজমার্গে নীত করণার্থে আপনার অধীনে রাখিলেন।

আরিলিয়ান জেনোবিয়া নাম্নী পালমিরার রাণীর প্রতিকূলেও রণসজ্জা করেন, ঐ রাজ্ঞী নিজ স্বামি ওদিনেতসের মরণানন্তর পূর্ব্বাঞ্চলের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পতির জিত দেশ পুরুষের ন্যায় প্রতাপের সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু রোমান সম্রাট্ তাঁহাকে আন্তিওক নগর সন্নিধানে পরাভূত করিলেন এবং তিনি পাল্মিরা পুরীতে পলায়িতা হইলে তাহাও আক্রমণ করিলেন, জেনোবিয়ার সেনারা

অতি সাহসিক এবং রাণীর শৌর্য্য বিক্রম দেখিয়া মহা প্রতাপে উৎসাহিত হইলেও রোমানদিগের বীরত্ব ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার অন্যথা করিতে পারিল না সুতরাং পাল্মিরা পুরী সম্রাটের অধীন হইল, রাণীও পলায়ন কালীন ধৃতা হইলেন, এইরূপে রোমানেরা এস্যা খণ্ডে আপনারদের সমস্ত রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইল। ঐ জয়শীল সম্রাট্ পূর্ব্ব পশ্চিমে রোমানদের রাজত্ব পুনঃস্থাপন করিয়া মহাগৌরবে রোমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং ইউরোপ ও এস্যার মধ্যে নিজ শৌর্য্য প্রকাশের প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ শৃঙ্খলবদ্ধ তেত্রিকস ও জেনোবিয়াকে রথের সম্মুখে চালাইয়া মহা ঘটায় জয় যাত্রা কবিলেন।

জেনোবিয়ার পরাজয়ানন্তর এমত এক ব্যক্তির প্রাণ দণ্ড হয় যাহার জন্য রাণী ও তাঁহার জয়কারিরদের মহা অখ্যাতি হইয়াছিল। রোমানেরা রাগান্বিত হইয়া জেনোবিয়াকে প্রশ্ন করেন যে তিনি কেন রোমান সম্রাটের অধীনে থাকেন নাই, জেনোবিযা ভয় প্রযুক্ত অমাত্যগণের প্রতি আপন বিদ্রোহিতার দোষারোপ ক রয়া তাহারদের উপর সেনেটরদিগের ক্রোধ প্রজ্বলিত করাইলেন, তাহাতে লঞ্জিনস নামে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত যিনি উৎকট ভাবের বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তিনিও ঐ অমাত্যগণেব সহিত রাণীর দ্বারা শত্রুহস্তে সমর্পিত হয়েন, উক্ত পণ্ডিত এথেন্স নগরে জন্ম গ্রহণ করেন, পরে রাণীর পুত্রদিগের অধ্যাপনার্থ নিযুক্ত হইয়া পাল্মিরা পুরীর রাজমন্দিরে বৈতনিক কর্ম্মচারিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং রাজকুমারদিগকে অতি যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা দিয়া জেনোবিয়ার মহোপকার করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে রাণী তাঁহার অপবাদ করিয়া সম্রাটের আজ্ঞায় বধ করাইলেন। আরিলিয়ানের জয়যাত্রার পরে জেনোবিয়ার আপনার প্রতি আর কোন কাঠিন্য ব্যবহার হয় নাই, তিনি ইতালির মধ্যে কুশলে বাস করিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন এবং অনেক কালের পরেও তথায় তাহার বংশের উদ্দেশ পাওয়া যাইত। তেত্রিকসও

সামান্য লোকের ন্যায় নির্বিঘ্নে প্রাণ ধারণ করিতে পাইলেন আর অবশেষে লুকেনিয়ার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হওয়াতে যশোভাজনও হইলেন।

পরে আরিলিয়ান গথদিগের সহিত বিলক্ষণ চতুরতা ও কৌশলপূর্ব্বক যুদ্ধ করিলেন এবং আপনার দুর্ব্বলতার কোন চিহ্ন প্রকাশ না করিয়াও ত্রেজানের জিত দেসিয়া দেশ তাহারদিগকে সমর্পণ করিলেন আর রোমান লোকদিগকে দেনিউব নদীর উত্তর পার্শ্ব হইতে আনয়ন করিয়া মিসিয়ার মধ্যস্থলে বসতি করাইলেন, অতএব দেনিউব নদী পুনশ্চ রোমরাজ্যের উত্তর সীমা বলিয়া ধার্য্য হইল, রোমানেরা রাজ্যের সীমা রক্ষা করণার্থ যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও উক্ত নদীর উত্তরাংশে আর হস্তক্ষেপ করিলেন না।

আরিলিয়ানের রাজত্ব কালে রোম নগরের মধ্যে একটা উপপ্লব হয়, অর্থাৎ মুদ্রাশালার কর্ম্মকারিরা অধমধাতু মিশ্রিত মুদ্রা করিয়া এক উপদ্রব উপস্থিত করে, কিন্তু সিলিয়ান পর্ব্বতোপরি যুদ্ধাবসানে তাহার নিবারণ হয়, এবং ঐ উপদ্রবকারি ব্যক্তিরদের উপর কঠিনতর দণ্ডের বিধান হওয়াতে তাহারদের অনেক উদারবংশীয় সহযোগি লোক হত হয়। আরিলিয়ান অপরাধি লোকের প্রতি অত্যল্প কৃপা প্রকাশ করিতেন ইহাতে বোধ হয় তিনি নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয় স্বভাব ছিলেন, ফলতঃ বাল্যাবস্থাবধি কেবল কৃষিকর্ম্ম ও যুদ্ধ ব্যাপারে উপদেশ পাওয়াতে এবং অহরহ শোণিতময় ক্ষেত্র দর্শনে আসক্ত থাকাতে তাঁহার অন্তঃকরণ নিতান্ত স্নেহ শূন্য হইয়াছিল, তৎকালীন কোন২ বিষয়ের নিমিত্ত এক জন মমতা বিহীন কঠিনহৃদয় রাজার প্রয়োজন ছিল সুতরাং আরিলিয়ানের রাজ্যাভিষেকে দেশের বিশেষ উপকার হইয়াছিল তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। প্রজারা তাঁহাকে ভয় করিত বটে কিন্তু অনুরাগ মাত্র করিত না, তাঁহার অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর ছিল এতপ্রযুক্ত তিনি অকাতরে নিজ ভাগিনেয়কে বধ করিতে আদেশ করিয়া ছিলেন। পরন্তু তিনি যুদ্ধ সংক্রান্ত শাসন

উত্তমরূপে পুনঃস্থাপন করিয়া রোমানদিগের লাম্পট্যের নিবারণ করেন এবং দৃঢ়তর প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া নগরকে আরও দুর্গম করিলেন। অনন্তর সূর্য্যদেবের উদ্দেশে এক মন্দির স্থাপন করিয়া তথায় অনেক রত্ন কাঞ্চন সমর্পণ করিলেন।

উক্ত রাজা অবশেষে আপনার কর্ম্মাধ্যক্ষের প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রযুক্ত বিনষ্ট হয়েন, ঐ ব্যক্তি কোন কারণে প্রভু কুপিত হইয়াছেন এই আশঙ্কায় তাঁহার হস্তাক্ষরের সদৃশ অক্ষরে কতিপয় সেনাপতির নাম লিখিয়া সেই কৃত্রিম লিপি তাহারদিগকে দেখাইয়া কহিয়াছিল যে রাজা তাহারদের শীঘ্র বধ করণাভিপ্রায়ে নাম অঙ্কিত করিয়াছেন। সেনাপতিরা ঐ কর্ম্মাধ্যক্ষের কথায় বিশ্বাস করিয়া মনে করিল রাজা তাহারদের বিনাশ করিতে নিশ্চয় কল্পনা করিয়াছেন অতএব সেই বক্তা-রুক্তি কল্পনা নিষ্ফল করণার্থ অবিলম্বে তাঁহাকে বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিল তাহাতে রাজা পূর্ব্বাঞ্চলে যাত্রা করিতে২ বিজানসিয়ম ও হিরাক্লিয়া নগরদ্বয়ের মধ্যস্থলে হত হইলেন, এই রূপে ৫ বৎসর রাজ্য ভোগানন্তর তাঁহার পঞ্চত্ব হইল। পরে এই রাজহত্যা পাপের বিলক্ষণ প্রতিফল হয় আর প্রজারাও হত রাজাকে দেবতারদের মধ্যে গণিত করিয়া যথেষ্ট সমাদর করে।

তাসিতস।—আরিলিয়ানের মরণানন্তর আট মাস পর্য্যন্ত কোন রাজা নিযুক্ত হয় নাই, সেনাগণ আপনারাই স্বেচ্ছানুসারে রাজা নিযুক্ত করিত কিন্তু সম্প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করত সেনেটরদিগকে তাহা করিতে অনুরোধ করিল, সেনেটরেরাও প্রথমতঃ এবিষয়ে নিরস্ত হইয়া সেনাগণের উপর ভারার্পণ করিয়াছিলেন, পরে তাসিতস নামক প্রসিদ্ধ পুরাবৃত্ত রচকের বংশে উৎপন্ন উক্ত নামধারি এক প্রবীণ সেনেটর অগস্তস উপাধি ও রাজপরিচ্ছদ গ্রহণ করিলেন। তিনি সৎকর্ম্মশালী ও বহুগুণালঙ্কৃত, সুতরাং রাজ্যশাসনের

বিলক্ষণ উপযুক্ত ছিলেন, কিন্তু রাজ্যাভিষেকের পর ছয় মাসের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে কোন বিশেষ কার্য্য করিতে পারেন নাই।

ফ্লোরিএনস।—তাসিতসের মরণানন্তর তাঁহার ভ্রাতা ফ্লোরিএনস স্বয়ং সত্বর হইয়া অগস্তস উপাধি গ্রহণ করিলেন কিন্তু দুই মাস বিংশতি দিবসের অধিক রাজ্য ভোগ করিতে পারিলেন না, পূর্ব্বাঞ্চলস্থ সেনারা প্রোবস নামে এক বিচক্ষণ সেনানীকে রাজ্যাভিষিক্ত করাতে তাঁহার প্রাণে আঘাত হইল।

প্রোবিস।—ফ্লোরিএনসের লোকান্তর প্রাপ্তি হওয়াতে প্রোবস নির্ব্বিরোধে রাজত্ব করিতে লাগিলেন, তিনি অতি পরাক্রমশালী ও যশস্বী যোদ্ধা ছিলেন, এবং যথেষ্ট বিক্রম ও কার্য্যনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া নিজ নাম উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। যে অসভ্য জাতিরা গালদেশ অধিকার করিয়াছিল তিনি তাহারদিগকে দূরীকৃত করিয়া রাইন নদীর অপর পার পর্য্যন্ত জয় বিস্তার করেন এবং পূর্ব্বখণ্ডে আগ্রিপিনা নগরে সেটর্ণিয়স পোকুলস এবং বনোনস প্রভৃতি রাজদ্রোহি লোকেরা রাজ্য হরণ করিতে চেষ্টা করিলে তাহারদিগকে পরাজিত করেন, অপর গালীয় ও পেনোনীয় লোকদিগকে দ্রাক্ষা ক্ষেত্র স্থাপন করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন এবং আপনিও আল্‌মা ও অরিয়স পর্ব্বতোপরি সেনাগণ দ্বারা ঐ রূপ ক্ষেত্র স্থাপন করাইলেন আর প্রদেশীয় অধ্যক্ষগণের প্রতি তাহার রক্ষা ও পালনের ভার সমর্পণ করিলেন। তাঁহার যুদ্ধ নৈপুণ্য থাকিলেও শান্তিকরী বিদ্যার চালনায় বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং মনে২ এই প্রতীক্ষা করিতেন যে দেশের মধ্যে যুদ্ধের সম্পূর্ণ বিরাম হইলে ভূরি২ সৈন্য দল বদ্ধ রাখিতে বিপুল অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইবে না আর তখন সেনারদিগকে বিদায় করিয়া রাজ্যের অনেক ধন রক্ষা করিতে পারিবেন, কিন্তু অবিবেচনা পূর্ব্বক সেনাগণের সাক্ষাৎ এই২ আন্তরিক বাসনা প্রকাশ করিয়াছিলেন সুতরাং

তাহারা আপনারদিগের দলভঙ্গের সম্ভাবনায় অত্যন্ত রুষ্ট হইল এবং একত্র কোলাহল করিয়া সার্মিয়ম দেশে তাঁহাকে আক্রমণ করত এক লৌহ স্তম্ভোপরি বধ করিল। অতএব প্রোবস ৬ বৎসর ৪ মাস রাজ্য ভোগানন্তর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তিনি আরিলিয়ানের ন্যায় স্থিরচিত্ত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, এবং যুদ্ধ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ও ন্যায়অার বিচারে অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, এবং তিনি সৌজন্য ও সৎ-ব্যবহারে উক্ত নৃপতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন।

কেরুস।—প্রোবসের পঞ্চত্ব হওয়াতে কেরস রাজ পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হইলেন, তিনি নার্বোনা দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের কালে কেরাইনস ও নুমিরিয়ান নামক বয়ঃপ্রাপ্ত দুই পুত্র থাকাতে তাহারদিগকে সিজর উপাধি দিয়া যুবরাজ করিলেন, পরে সার্মেসিয়ানদিগকে জয় করিয়া ইলিরিকমদেশ রক্ষা করিলেন, আর পূর্ব্বাঞ্চলে যাত্রা করিয়া মহা বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক পারস্যদিগের সহিত সংগ্রাম করিলেন, এবং তাহারদিগকে পরাস্ত করিয়া সিলুসিয়া ও তেসিফন নামে প্রসিদ্ধ নগর অধিকার করিলেন, অনন্তর তিগ্রিস নদীতীরে শিবির স্থাপন পূর্ব্বক বাস করিতে২ বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

কেরাইনস ও নুমিরিয়ান।—কেরসের মৃত্যু হইলে তাহার দুই পুত্র কেরাইনস ও নুমিরিয়ান একত্র সহযোগি রাজা হইলেন, কিন্তু নুমিরিয়ান যিনি বহুগুণালঙ্কৃত ছিলেন এবং পিতার সমভিব্যাহারে পারস্যদেশে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন তাঁহার শ্বশুর অথচ প্রিতোরিয়ানদিগের অধ্যক্ষ এপর নামক এক ব্যক্তি রাজ্য লোভাকৃষ্ট হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক শীঘ্র তাঁহাকে বধ করিল, উক্ত রাজা চক্ষুঃপীড়াতে ক্লিষ্ট হইয়া শিবিকারোহণ পূর্ব্বক গমন করিতেছিলেন এমত সময়ে তাঁহার শ্বশুরের অনুচরেরা আসিয়া তাঁহাকে পথি মধ্যে বধ করিল,

এবং এপরের রাজপরিচ্ছদ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে শিবিরস্থ লোকেরা রাজ হত্যার সংবাদ না পায় এই অভিপ্রায়ে মৃত রাজার দেহ বাহির করিল না কিন্তু পরে শবের দুর্গন্ধ প্রযুক্ত তাহারদের দোষ প্রকাশ হইল, সৈন্যেরা শিবিকার নিকটে উপস্থিত হইয়া পরদা উঠাইয়া দেখিল যে রাজা গতাসু হইয়াছেন।

কেরাইনস পিতার পারস্যদেশে যাত্রা কালীন ইলিরিকম গাল এবং ইতালি রক্ষার্থ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, পরে রাজা হইয়া নানা প্রকার দুষ্কর্ম্ম করত আত্মমর্য্যাদার হানি করিতে লাগিলেন, অনেক২ নির্দ্দোষি লোকের মিথ্যাপবাদ করিয়া বধ করিলেন, এবং ভূরি২ উদার বংশীয় কুলীনদিগের ভার্য্যাকে বলাৎকার করিলেন, আর বাল্যাবস্থায় বিদ্যাধ্যয়ন কালীন যাহারা তাঁহার সহিত একত্র পাঠ করিত তাহারা পাঠশালায় বাল্যক্রীড়া করত তাঁহাকে কখন২ অসন্তুষ্ট করিয়াছিল, সেই দোষ স্মরণ করিয়া আত্মনীচত্ব প্রকাশ করত পূর্ব্বাক্রোশের পরিশোধ লইলেন। এই২ অত্যাচারে সকল লোকেই তাঁহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল তাহাতে দুরাত্মা রাজারদের সাধারণভাবে যে দুর্গতি হইয়া থাকে তাঁহার পক্ষেও তাহা ঘটিল। পূর্ব্বাঞ্চলের সৈন্যেরা পারস্য দেশে জয়লাভ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবার কালে কেরসের মৃত্যু ও নুমিরিয়ানের বধ শুনিয়া দাইওক্লিসিয়ানকে রাজপরিচ্ছদ প্রদান করিল। দাইওক্লিসিয়ান দাল্মেসিয়া দেশে এক সামান্য বংশে জন্মিয়াছিলেন, কেহ২ কহেন তিনি এক জন লেখকের পুত্র, আর কেহ২ বলেন তিনি আমুলিয়স নামক সেনেটরের অনুচর।

নুমিরিয়ানের মরণানন্তর সৈন্যেরা প্রথমতঃ সভাস্থ হইলে দাইওক্লিসিয়ান শপথ করিয়া কহেন যে ঐ রাজহত্যায় তাঁহার সংশ্রব মাত্র ছিল না, পরে রাজহন্তা এপর সে স্থলে দণ্ডায়মান থাকাতে তিনি সেনারদের সাক্ষাৎ তাহাকে খড়্গাঘাত করিলেন। অনন্তর সকলের নিকট ঘৃণিত উক্ত কেরাইনসের প্রতিকূলে যাত্রা করিয়া তাহাকে মার্গস দেশে পরাস্ত করিলেন। ঐ দুরাত্মা

আপনার উত্তম২ সেনারদের দ্বারাই বিড়ম্বিত হয় কেননা তাহারা বিমিনেতিম ও অবিযস পর্ব্বতের মধ্যস্থলে তাহাকে ত্যাগ করিযাছিল। দাইওক্লিসিয়ান এই রূপে নিঃসপত্ন রাজা হইয়া মাক্‌সিমিয়ানকে সিজব উপাধি দিয়া সহযোগি করত সাম্রাজ্য শাসনের ভার তাহার সহিত অংশ করিয়া লইলেন, কিন্তু তৎকালে সমস্ত রাজ্য ব্যাপিয়া বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল একারণ দুই শাসনকর্ত্তাব দ্বারা সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে পারিত না, অতএব দাইওক্লিসিয়ান মাক্‌সিমিয়ানকে অগস্তস উপাধি দিয়া আপনার তুল্যপদ প্রদান করিলেন এবং অপর দুই জন সহযোগি সিজর নামে নিযুক্ত করিলেন, এই সহযোগিত্ব পদ ক্লদিয়স রাজার দৌহিত্র কনস্তানসিয়স এবং গেলিরিয়স নামে দেসিয়া জাতীয এক জন প্রাপ্ত হযেন, পবে তাহারদের মধ্যে ঐক্য বাখিবার নিমিত্তে দুই জন সিজরকে দুই অগস্তসের সহিত কুটম্বিতা করিতে আদেশ করিলেন, অতএব কনস্তানসিয়স ও গেলিরিয়সকে আপন২ পূর্ব্ব পরিণীতা ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া অগস্তসদিগের কন্যা বিবাহ করিতে হইল তাহাতে কনস্তানসিয়স মাক্‌সিমিয়ানের পত্নীব পুত্রী থিওদোরাকে এবং গেলিরিয়স দাইওক্লিসিয়ানেব দুহিতা বেলিরিয়াকে উদ্বাহ করিলেন।

উক্ত বাজচতুষ্টয় রাজ্যের নানা প্রদেশ আপনারদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইলেন আর তৎকালে সর্ব্বত্র গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে প্রত্যেকে আপন২ খণ্ডেই কর্ম্মদক্ষতা প্রকাশ করণে ব্যাপৃত হইলেন। গাল দেশে তুমুল কলহ উপস্থিত ছিল, ব্রিটেনে করসিয়স নামক এক রাজবিদ্রোহি দৌরাত্ম্য করিতেছিল, অখিলিয়স ইজিপ্তদেশে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, অফ্রিকাতে কুইঙ্কুইজেনসিয়ানেরা কোলাহল করিতেছিল এবং নার্সিয়স পূর্ব্বাঞ্চলে যুদ্ধারম্ভ করিয়াছিল। গাল দেশে কৃষিজীবি লোকেরা বাগাদি নাম ধারণ করিয়া আমাণ্ডস ও ইলিয়ান নামে দুই অধ্যক্ষের শাসনে উপদ্রোহ করাতে, মাক্‌সিমিয়ান যিনি হর্কুলিস উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি

তাহারদের দমনার্থে উদ্যোগী হইলেন, তাঁহার দৃঢতর যত্নে বিদ্রোহকারিরা সহজে পরাস্ত হওয়াতে গাল দেশের একাংশে পুনশ্চ শান্তি ও কুশল স্থাপন হইল।

পরন্তু করসিয়সের উপদ্রোহ তাদৃশ সহজে নিবারিত হইল না, ঐ ব্যক্তি অন্ত্যজ বংশে জন্মিয়া পরে বীরত্ব প্রকাশ করাতে ফ্রাঙ্ক ও সাক্সন জাতির উৎপাত হইতে বেল্‌জিকা ও আর্মোরিকার কূল রক্ষার্থ বনোনিয়াস্থ জাহাজ সমূহের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, অবশেষে ঐ অসভ্য জাতিরদের লুণ্ঠিত দ্রব্যেতে পরিপূর্ণ অনেক জাহাজ হরণ করিয়া সে দ্রব্য প্রদেশীয় অধ্যক্ষ অথবা রাজারদের নিকট সমর্পণ না করিয়া আপনি অধিকার করিত, একারণ সকলের মনে এই আশঙ্কা জন্মিল যে তিনি জ্ঞাতসারে অসভ্য দস্যুদিগকে নগর লুণ্ঠন করিতে দেন এবং তাহারদের প্রত্যাগমন কালীন লুণ্ঠিত দ্রব্য হরণ করিয়া আপনি ধনসঞ্চয় করেন, অতএব মাক্সিমিয়ান তাহার বিশ্বাসঘাতকতা দোষ সপ্রমাণ করিয়া বধ করিতে আদেশ করিলেন তাহাতে তিনি মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞার সংবাদ পাইয়া আত্মরক্ষার্থ প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহিতা করত ব্রিটেন দেশ অধিকার করিলেন।

করসিয়স রাজকীয় জাহাজ সমূহ লইয়াই বিদ্রোহিতা করিতে লাগিল একারণ সম্রাট্ তাহাকে দমন করা অসাধ্য বোধ করিলেন অতএব অনিচ্ছা পূর্ব্বক সন্ধি করত তাহাকে ব্রিটেন রাজ বলিয়া স্বীকার করিলেন, কিন্তু পরে দুই জন নূতন সহযোগি সিজর নিযুক্ত হওয়াতে রোমানেরদের বলবৃদ্ধি হইল এবং মহাবিক্রমশালী কনস্তান্‌সিয়স ঐ বিদ্রোহি সেনানীকে পরাস্ত করিতে উদ্যত হইলেন, পরন্তু করসিয়স ৭ বৎসর প্রভুত্ব করিয়া আলেক্তস নামক আপনার একজন সহকারির হস্তে মারা পড়িলেন। ঐ ব্যক্তি তাঁহার পদ গ্রহণ করিয়া অবিচ্ছেদে ঐ বিদ্রোহিতা প্রবল রাখিল কিন্তু তাহার অবিহিত প্রাধান্য তিন বৎসরের অধিক কাল থাকিল না, প্রিতোরিয়ানদের অধ্যক্ষ আস্‌ক্লিপিওদেতস তাহাকে

পরাস্ত করিয়া ব্রিটেনদেশ বিচ্ছিন্ন হইবার দশ বৎসর পরে পুনশ্চ রাজ্যের সহিত সংযুক্ত করিলেন।

কনস্তান্‌সিয়স গালদেশে লিঙ্গোনিরদের প্রতিকূলেও যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তথায় এক দিনের মধ্যে প্রথমত সঙ্কটাপন্ন হইলেও পরে জয়লাভ করেন। অসভ্য জাতিরা অকস্মাৎ আক্রমণ করাতে তিনি এমত ত্বরায় নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধিত হয়েন যে উপনীত হইবার প্রাক্‌কালে পুরদ্বার রুদ্ধ হওয়াতে রজ্জু দ্বারা আকর্ষিত হইয়া প্রাচীরে আরোহণানন্তর তাঁহাকে নগর প্রবেশ করিতে হইয়াছিল কিন্তু পঞ্চ ঘটিকা কাল অতীত না হইতে২ তাঁহার সমস্ত সৈন্য যুদ্ধার্থ সমাগত হয় এবং তিনি এমত বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক শত্রুর প্রতি আক্রমণ করেন যে তাহাতে আলিমানিরদের প্রায় ষষ্টিসহস্র লোক রণশায়ি হয়।

মাকসিমিয়ান অগস্তস আফ্রিকাতে কুইঙ্কুইজেন্‌সিয়ানদিগকে রোমরাজ্যের শাসনাধীন করেন এবং দাইওক্লিসিয়ান অষ্ট মাস পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া আলেকজন্দ্রিয়া নগর হরণ করত অখিলিয়সকে পরাস্ত ও হত করেন। দাইওক্লিসিয়ান এই রূপে কৃতকার্য্য হইয়া ইজিপ্ত দেশের সর্ব্বত্র নির্দ্দয়তা প্রকাশ পূর্ব্বক ভূরি২ লোকের প্রাণ দণ্ড করিয়া বিদ্রোহিরদের কঠিনতর শাস্তি দিয়াছিলেন, কিন্তু ইজিপ্তদেশীয় লোকদের অপরাধের এমত দণ্ড করিলেও তাহারদের ভবিষ্যৎ কুশলও রক্ষার্থ বহুবিধ উত্তম ব্যবস্থা স্থাপন করেন, সে সকল ব্যবস্থা পরে অন্যান্য নৃপতির দ্বারা দৃঢতর রূপে ধার্য্য হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে গেলিরিয়স পারস্য রাজ নার্সিয়সের সহিত ভয়ানক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে তাঁহার রণ কৌশলের ঘোরতর পরীক্ষা হইল, তাঁহাকে প্রথমতঃ কালিনিকম ও কারির মধ্যস্থলে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে তাঁহার মহাহানি হয় কেননা তথায় দুঃসাহসিকতা ও অবিবেচনা পূর্ব্বক অত্যল্প সেনা লইয়া অসংখ্য বৈরিগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সুতরাং মহাসঙ্কটাপন্ন হইয়া পরাজিত হইলেন। পরে দাইও-

ক্লিসিয়ানের সহিত সাক্ষাৎ কবিতে গিয়া অতিশয় অনাদর প্রাপ্ত হয়েন, কেননা রাজপরিচ্ছদে ভূষিত হইলেও তাঁহাকে ঐ প্রধান সম্রাটের রথের পার্শ্বে অনেক দূর পর্য্যন্ত পদব্রজে গমন করিতে হইযাছিল।

গেলিরিয়স আত্ম পরাজয়ে অতিশয় লজ্জিত হইয়া ইলিবি-কম ও মিসিযাতে সৈন্য সংগ্রহ কবিতে লাগিলেন এবং বৃহত্তব আর্মিনিয়াতে পারসরাজকে পুনশ্চ আক্রমণ কবিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অপর দুর্দ্দশা ভোগে তাহাব বুদ্ধি প্রখবতর হইয়াছিল এপ্রযুক্ত সাহস ও বিবেচনা পূর্ব্বক বণ সজ্জা করিয়া দুই এক অশ্বারূঢ লোকেব সমভিব্যাহারে স্বয়ং চব স্বরূপে শত্রুর শিবির নিরীক্ষণ করণার্থ গমন কবিতে অপমান বোধ করেন নাই, সুতরাং মহাগৌরবে জয়লাভ কবিয়া আপনার চেষ্টা সফল করিলেন। নার্সিযস পরাস্ত হওযাতে তাহাব শিবির লুণ্ঠিত এবং স্ত্রী পুত্র ভগিনী অবধি ভূবি২ উদারবংশীয় পাবস্য লোক ধৃত হইল আব বাশীকৃত ধন শত্রুহস্তে পড়িল, এবং পারস্য রাজ স্বয়ং নির্জন কাননে পলাইতে বাধিত হইলেন। গেলিরিয়স এই জয়লাভানন্তব আনন্দে পুলকিত হইযা দাইওক্লিসিযানের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন তিনি তৎকালে মিসোপোটেমিয়ায় শিবিব কবিয়াছিলেন, অতএব সহযোগি জয়িবীবকে যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন।

দাইওক্লিসিয়ান যে অভিপ্রায়ে দুই জন প্রধান সম্রাট্ এবং সিজর নাম ধারি দুই জন সহকাবি নৃপতি নিযুক্ত করিযা তাহারদের মধ্যে রাজ্য বিভাগ কবিয়াছিলেন তাহা সিদ্ধ হইল, কেননা রোমরাজ্য বহুকালাবধি বিদেশীয় অসভ্য-জাতি এবং স্বদেশীয় বিদ্রোহকাবিবদেব দ্বারা বারম্বাব আক্রান্ত হইয়া সর্ব্বদা যে উৎপাত ভোগ করিত তাহার নিবারণ হইয়া শান্তি স্থাপন হইল। ফলতঃ তৎকালে রাজ্যের মধ্যে যে প্রকার ক্ষমতাপন্ন অধিপতির প্রয়োজন ছিল দাইওক্লিসিয়ান যথার্থ সেই রূপ নিপুণ ছিলেন, তিনি যেমত

কর্ম্ম তৎপর ও পরিশ্রমী তদ্রূপ বিবেচক ও বুদ্ধিমান ছিলেন, আর স্বভাবতঃ প্রচণ্ডতা থাকিলেও তাঁহার কাঠিন্যব্যবহারে কেহ বিরক্ত হইত না। সন্ধির সময়েও প্রদেশে বাস করিয়া তিনি প্রথমতঃ পূর্ব্বতন রাজকীয় ধারা রহিত করিলেন এবং সেনেটরগণ হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন, তাঁহার অধিকারে প্রজারা তাঁহাকে কন্সল সেন্সর ত্রিবুন নামে প্রাচীন অধ্যক্ষদিগের পদাভিষিক্ত মাত্র জ্ঞান না করিয়া বরং সার্ব্বভৌম প্রভু বলিয়া স্বীকার করিল। অতীত রাজারদিগকে যে রূপ অভ্যর্থনা করিবার রীতি ছিল তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আদেশ করিলেন যে সকলকে তাঁহার আরাধনা করিতে হইবে, এবং পূর্ব্বে রক্তবস্ত্র স্বরূপ রাজপরিচ্ছদ ধারণ করিবার প্রথা ছিল তাহাতে সন্তুপ্ত না হইয়া আপনার বস্ত্র ও পাদুকায় রত্নালঙ্কার খচিত করিয়া তাহাই রাজচিহ্ন বলিয়া ধার্য্য করিলেন।

মাক্সিমিয়ান হর্কুলিসও অতি উগ্র স্বভাব ছিলেন এবং স্পষ্টরূপে নিষ্ঠুরাচরণ করিতেন, তাঁহার ভ্রূকুটিতেই স্বাভাবিক প্রচণ্ডতার চিহ্ন দেখা যাইত একারণ দাইওক্লিসিয়ানের উপযুক্ত সহযোগি ছিলেন এবং উক্ত নৃপতির কাঠিন্যব্যবহারে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সম্মত হইতেন। দাইওক্লিসিয়ান বার্দ্ধক্যাবস্থায় আপনাকে রাজ্যভার বহনে অক্ষম জ্ঞান করিয়া সহযোগি মাক্সিমিয়ানকে কহিলেন যে এক্ষণে যুবা ও বলবত্তর লোকের হস্তে রাজ্য শাসনের ভার সমর্পণ করিয়া সামান্য মনুষ্যের ন্যায় বাস করা তাহাবদের উভয়ের পক্ষে কর্ত্তব্য, তাহাতে মাক্সিমিয়ান অনিচ্ছা পূর্ব্বক সম্মত হইলেন এবং উভয়ে এক দিবসেই নিকমিদিয়া এবং মিলান নামে আপন২ রাজধানীতে রাজপরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে প্রজার বেশ ধারণ করিলেন। তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক রাজকীয় কর্ম্ম পরিত্যাগের কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে নানা জাতীয় লোকের উপর জয়লাভের নিমিত্ত রোম নগরে মহা ঘটায় জয়যাত্রা করিয়াছিলেন এবং পারস্য রাজের কারারুদ্ধ স্ত্রী পুত্র ভগিনীকে সাধারণের সাক্ষাৎ

বাহির করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারদের মধ্যে এক জন সেলোনিতে অন্য জন লুকেনিয়ায় প্রস্থান করেন।

দাইওক্লিসিয়ান রাজত্ব ত্যাগ করিয়া সেলোনির সন্নিহিত নিজ উদ্যানে অন্তিম বয়স পর্য্যন্ত কুশলে কালযাপন করিতে লাগিলেন, তিনি মহাগৌরবভাজন হইবার কালে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক স্বাধিপত্য ত্যাগ করিয়া যে নিরাকাঙ্ক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত স্থল দিক্তেতর সিলা ব্যতীত অন্য কাহারও ব্যবহারে দেখা যায় নাই। তিনি মরণান্তেও অসাধারণ সম্ভ্রম প্রাপ্ত হয়েন কেননা রাজ্য ভোগ করত লোকান্তর প্রাপ্ত না হইলে কেহ কখন দেবতারদের মধ্যে গণিত হইত না কিন্তু তিনি মৃত্যুকালে প্রজার ন্যায় অবস্থিতি করিলেও উক্ত প্রকার সম্মান ভাজন হইয়াছিলেন।

পরন্তু দাইওক্লিসিয়ান খ্রীষ্টিয়ানদিগের ভয়ানক যন্ত্রণাকারী ছিলেন, তাঁহার সহযোগি গেলিরিয়স ঐ ধর্ম্মাবলম্বিদিগের প্রতি বিজাতীয় শত্রুতা করিতেন এবং তিনিও তাহাব মন্ত্রণায় আকৃষ্ট হইয়া তাহারদিগকে নির্ম্মূল করিতে বাসনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারদের চেষ্টায় কোন ফলদর্শে নাই কেননা কিয়ৎকাল পরে খ্রীষ্টীয়ানেরাই রাজ্যের মধ্যে প্রধান হইয়া উঠিল।

---

১০ অধ্যায়।

(খ্রীষ্টীয় ৩০৫ বর্ষে) কনস্তানসিয়স ও গেলিরিয়স।—দাইওক্লিসিয়ান ও মাক্‌সিমিয়ান রাজ্য শাসনের ভার পবিত্যাগ করিলে কনস্তান্‌সিয়স এবং গেলিরিয়স নামক দুই সিজর অগস্তস উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারাও দাইওক্লিসিয়ানের রাজকীয় কৌশলানুসারে রাজ্য বিভাগ করিয়া এক জন গাল ইতালি এবং আফ্রিকা গ্রহণ করিলেন এবং অন্য জন ইলিরিকম এস্যা এবং পূর্ব্ব খণ্ডে আধিপত্য করিতে লাগিলেন, অপর তাহারদের দুই জন সহযোগি সিজরও নিযুক্ত হইল, কনস্তান্‌সিয়স গালদেশের আধিপত্য ও অগস্তস

উপাধি প্রাপ্তিতেই সন্তুষ্ট ছিলেন অতএব পরে ইতালি এবং আফ্রিকার প্রভুত্ব ত্যাগ করিলেন, তিনি ধীরতা এবং অন্যান্য অসাধারণ গুণদ্বারা প্রদেশীয় অধ্যক্ষ এবং প্রজারদের অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি এমত আতিশয্য পরিমাণে শিষ্টতা প্রকাশ করিতেন যে রাজকোষ পূর্ণ আছে কি না তাহার বিবেচনা না করিয়া কহিতেন দেশের রাজস্ব সংগ্রহ না করিয়া বরং প্রজাবদের অধিকারে সমর্পণ করাই কর্ত্তব্য, আর আপনি এমত অল্পব্যয়ির ন্যায় বাস করিতেন যে পর্ব্বাহে অনেক লোককে আহ্বান করিলে নিমন্ত্রিত লোকেরা আপন২ গৃহ হইতে পাত্রাদি আনিয়া রাজবাটীতে ভোজন করিত। এই সকল কারণে তিনি গালদিগের কেবল প্রিয় হইলেন এমত নহে পূজ্যও হইয়াছিলেন, গালেরা উগ্রস্বভাব দাইওক্লিসিয়ান এবং প্রচণ্ড ও হিংসাসক্ত মাক্‌সিমিয়ানের শাসনান্তে এমত সুশীল রাজাকে পাইয়া আপনারদিগের শুভাদৃষ্ট স্বীকার করিত। কিন্তু কনস্তানসিয়স দুই বৎসর মাত্র রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন পরে ইয়র্কদেশে প্রাণত্যাগ করিয়া অমরগণের মধ্যে গণিত হইলেন।

গেলিরিয়স কনস্তানসিয়সকে ইতালির আধিপত্য পরিত্যাগ করিতে শুনিয়া আপনার অধীনে দুই জন সিজর নিযুক্ত করিয়াছিলেন, পরে কনস্তানসিয়সের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র কনস্তান্তিন ব্রিটেনে থাকিয়া পিতৃপদে রাজা হইলেন তাঁহার নিজ গুণ ও পিতৃ সুখ্যাতিতে প্রজা সকল অনুরাগ করিতে লাগিল। অনন্তর রোম নগরস্থ সেনেটর ও প্রিতোরিয়ানেরা গেলিরিয়সের দ্বারা নিযুক্ত সিজরের শাসনাধীন না হইয়া কলহ উপস্থিত করত মাক্‌সিমিয়ানের পুত্র মাক্‌সেন্‌শসকে রাজ পরিচ্ছদ প্রদান করিল তাহাতে রোমরাজ্যের মধ্যে পাঁচ জন রাজা হইল। অধিকন্তু মাক্‌সিমিয়ানও পুত্রের অনুরোধে আপনার নিভৃত আলয় হইতে বহির্গত হইয়া অনিচ্ছা পূর্ব্বক পরিত্যক্ত পদ পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলেন, এবং লুকেনিয়াস্থ নিজ গৃহ ত্যাগ করত রোম নগরে

প্রস্থান করিয়া দাইওক্লিসিয়ানকেও রাজপদ পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য আপনার ন্যায় যত্নবান্ ও উৎসুক করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু দাইওক্লিসিয়ান তাহাতে সম্মত হয়েন নাই। অনন্তর সিবিরস সিজর যিনি ইতাল্লিদেশ অধীন করিবার নিমিত্ত গেলিরিয়সের দ্বারা নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি আসিয়া রোম নগর আক্রমণ কবিলেন কিন্তু তাঁহার আপনার সৈন্যেরা দলত্যাগি হওয়াতে তাঁহাকে নিরস্ত হইয়া ত্বরায় রাবেনা নগরে পলায়ন করিতে হইল, তথায শত্রুহস্তে পড়িয়া পরে রোম নগরের মধ্যে হত হইলেন, গেলিবিয়সও তাঁহাব হত্যার পরিশোধ লইয়া ইতালিতে আপনার প্রভুত্ব স্থাপনার্থ বোম নগরে যাত্রা করিলেন কিন্তু আত্ম চেষ্টা নিষ্ফল হওয়াতে পলায়ন করিতে বাধিত হইলেন।

অনন্তর মাকসিমিয়ান ও মাক্সেন্শস পিতা পুত্রেব মধ্যে প্রধান পদ প্রাপ্তির নিমিত্তে বিবাদ উপস্থিত হইল, প্রিতোরিয়ানদের প্রতি সে বিবাদ নিষ্পত্তিব ভারার্পণ হয় তাহাতে তাহারা পুত্রের পক্ষে মীমাংসা করিয়া পিতাকে পুনশ্চ আপনার নিভৃতালয়ে গমন কুবিতে অনুবোধ করিল, কিন্তু মাক্সিমিয়ান আধিপত্য প্রাপ্তির যত্নে নিরস্ত না হইয়া গাল দেশে গিয়া আপনার জামাতা কনস্তান্তিনের আশ্রয় লইলেন পরন্তু সেখানেও রাজ্যলোভে অস্থির হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা ও কৃতঘ্নতা প্রকাশ করিলেন তাহাতে তাহার আপনারই বিনাশ হইল। তিনি জামাতার বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা করিয়া তাহার রাজত্ব হরণ করিতে বৃথা চেষ্টা করিলেন, কনস্তানস্তিন আশ্চর্য্য সতর্কতা ও বুদ্ধি কৌশল প্রযুক্ত সে চেষ্টা নিষ্ফল করিয়া তাহার প্রাণ দণ্ড করিলেন। মাক্সিমিয়ানের প্রাণদণ্ড অযথার্থ হয় নাই কারণ তিনি প্রচণ্ডতা ক্রূরতা কৃতঘ্নতা বিশ্বাসঘাতকতা এবং অধীরতা হেতুক সকলের ঘৃণিত হইয়াছিলেন।

মাক্সিমিয়ানের বিনাশের পূর্ব্বে লিসিনিয়স ষষ্ঠ রাজাস্বরূপে গেলিরিয়সের দ্বারা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি দেসিয়াদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া বাল্য কালাবধি গেলিরিয়সের

সহিত মিত্রভাবে বাস করিতেন পরে পারস্যরাজ নার্সিয়সের সহিত যুদ্ধ কালীন মহাবিক্রম ও প্রতাপ প্রকাশ করত রাজ্যের মহোপকার করাতে ঐ মিত্রতা সুদৃঢ় হইয়াছিল এবং পূর্ব্বাঞ্চলের সম্রাট্ও তাহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। অতএব রোমরাজ্যের মধ্যে এককালে ছয় জন রাজা হইয়াছিল, মাক্সিমিয়ানের হত্যা ও গেলিরিয়সের মৃত্যু প্রযুক্ত এক্ষণে চারি জন অবশিষ্ট রহিলেন, কনস্তান্তিন এবং মাক্সেনশস যাঁহারা স্বয়ং রাজপুত্র ছিলেন এবং লিসিনিয়স ও মাক্সিমিন্ যাঁহারা সামান্য কুলে জন্মিয়াছিলেন ইঁহারা চারি জনে আপনারদের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিয়া লইলেন। পরে কনস্তান্তিন পাঁচ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া মাক্সেনশসের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন, ঐ রাজা অত্যাচার ও নিষ্ঠুরাচরণে সমস্ত প্রজার নিকট ঘৃণিত হইয়াছিল, অতএব কনস্তান্তিন পথিমধ্যে অনেক ব্যাঘাত থাকিলেও ত্বরায় ইতালিতে যাত্রা করিয়া শত্রুর সেনাগণকে সংগ্রামে পরাস্ত করত মলরিয়ান সেতুর সন্নিধানে জয় লাভ পূর্ব্বক কার্য্য সিদ্ধি করিলেন। মাক্সেনশস পলায়ন কালীন তাইবর নদীতে মগ্ন হওয়াতে লোকেরা ঐ দুরাত্মা হইতে আপনারদিগকে সুরক্ষিত বোধ করিল এবং কনস্তান্তিনের বশীভূত হইয়া হর্ষধ্বনি পূর্ব্বক তাহাকে ইতালির স্বামী বলিয়া গ্রাহ্য করিল। কিয়ৎকাল পরে লিসিনিয়স ও মাক্সিমিনের মধ্যে পূর্ব্বাঞ্চলে যুদ্ধ উপস্থিত হইল তাহাতে মাক্সিমিন পরাস্ত ও হত হইলেন। এইং ব্যাপার হওয়াতে কনস্তান্তিন ও লিসিনিয়স দুই জনে নির্ব্বিরোধে সমস্ত রোমরাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া কনস্তান্তিন পশ্চিমাঞ্চলে এবং লিসিনিয়স পূর্ব্বাঞ্চলে প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন। ঐ সকল গোলযোগান্তে লোকেরা প্রত্যাশা করিয়াছিল যে উক্ত জয়বীরেরা গৃহ বিচ্ছেদে ক্লান্ত হইয়াছেন এবং রাজকীয় ব্যাপারে ও কুটম্বিতার সম্বন্ধে সংযুক্ত আছেন ইহাতে গৌরবাকাঙ্ক্ষায় চিরনিরস্ত অথবা কিয়ৎকালের নিমিত্তেও নিবৃত্ত হইবেন কেননা লিসিনিয়স কনস্তান্তিনের ভগিনীপতি ছিলেন, কিন্তু মাক্সিমিনের মরণানন্তর এক বৎসর অতীত না হইতে ২

তাঁহারা পরস্পরের প্রতিকূলেই অস্ত্রধারণ করিলেন। কনস্তান্তিন অতি পরাক্রমশালী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং রাজ্যলোভে যাহা শ্রেয়োজ্ঞান করত বিবেচনায় সুসাধ্য বোধ করিতেন তাহা সিদ্ধ করিতে পারিতেন অতএব একাধিপত্য প্রাপ্তির চেষ্টায় অনেক কাল বৈরক্তি রহিল না, আর তাঁহার সহযোগী বিশ্বাস ঘাতকতা পূর্ব্বক গোপনে বিদ্রোহিতা উপস্থিত করণে চেষ্টিত হওয়াতে তাহার সমুচিত দণ্ড করাও আবশ্যক হইল, সুতরাং দুই সহযোগি মহীপাল শীঘ্র পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন তাহাতে সিবেলিশ এবং মার্ডিয়া নামক দুই গ্রামের সন্নিধানে দুই বার যুদ্ধ হইল এবং উভয় স্থলেই লিসিনিয়স পরাভূত হইলেন। অনন্তর সন্ধির প্রসঙ্গ হইলে কনস্তান্তিন ধীরতা ও সুবুদ্ধি প্রযুক্ত গ্রীশ মাসিদোনিয়া প্রভৃতি কএক প্রদেশ প্রাপ্ত হইবার পণে সহযোগি নৃপতির সহিত সদ্ভাব করিতে স্বীকার করিলেন তাহাতে অষ্ট বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্য নির্ব্বিরোধে থাকিল।

কিন্তু কনস্তান্তিনের জয়িষ্ণুতা ও লিসিনিয়সের প্রজাপীড়ন দোষ হেতুক ঐ দুই নৃপতির মধ্যে পুনর্ব্বার বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল তাহাতে লিসিনিয়স অবশেষে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইলেন। তিনি নিকোমিদিয়ার নিকটে জলে ও স্থলে ঘোর দুর্দ্দশায় পরাজিত হইয়া জয়িষ্ণু সহযোগি ও শ্যালকের শরণাগত হয়েন, কনস্তান্তিন প্রথমতঃ তাঁহাকে ক্ষমা ও রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন কিন্তু পরে তাহার প্রাণদণ্ড করিয়া আপনার চরিত্রকে ঘোর কলঙ্কিত করিলেন পরন্তু লিসিনিয়সের বিনাশে দেশের পরম মঙ্গল হইয়াছিল কেননা রোমরাজ্য দাইওক্লিসিয়ানের কালে বিভক্ত হইয়া ত্রিংশৎবৎসর পরে পুনশ্চ (খ্রীষ্টীয় ৩২৪ বর্ষে) এক সম্রাটের অধীনে সংযুক্ত হওত কনস্তান্তিনের উৎকৃষ্ট নিয়ম ও ব্যবস্থার শাসনে শান্তি ও কুশলে বর্দ্ধিষ্ণু হইতে লাগিল।

ঐ কালে কনস্তান্তিন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বন করাতে অনেক বিষয়ে রোমরাজ্যের রূপান্তর হয়। বোধ হয় কনস্তান্তিন ঐ

ধর্ম্মের প্রতি পিতার অনুরাগ দেখিয়া বাল্যাবস্থাবধি তাহার সমাদর করিতেন, কথিত আছে মাক্সেনশসের প্রতিকূলে যুদ্ধ যাত্রাকালীন আকাশে এক আশ্চর্য্য ক্রুশের আকার দৃষ্টি গোচর হওয়াতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা বলবতী হয় অতএব ইতালি জয়ের অব্যবহিত পরেই তিনি খ্রীষ্টীয়ানদিগকে পূর্ব্ববর্ত্তি বিপক্ষ রাজারদের ব্যবস্থানুযায়ি ক্লেশ ও দুঃখ হইতে মুক্ত করিয়া নিজ ধর্ম্মপরিবর্ত্তনের মত প্রকাশ করিলেন, আর এই নিয়ম করিলেন "যে কোন ব্যক্তিকে আপন২ বিবেচনানুযায়ি কার্য্য করিবার শক্তিতে বঞ্চিত করা রাজধর্ম্ম নহে সুতরাং খ্রীষ্টীয়ানেরাও অন্যান্য লোকের ন্যায় আপনারদের মনোনীত ধর্ম্ম সাধন ও ভজনাদি করিতে অনুমতি পাইবে"* । অতএবপ্রত্যেক ব্যক্তির আপন২ বিবেচনানুযায়ি ধর্ম্মপালনে যে অধিকার আছে তাহা রোমরাজ্যে এবং সমস্ত পৃথিবী মধ্যে প্রথমতঃ ঐ সময়ে রাজব্যবস্থায় স্বীকৃত হইল। কিন্তু কনস্তান্তিন পরে আপনি পরধর্ম্ম সহিষ্ণুতার পোষকস্বরূপ ঐ ব্যবস্থার খণ্ডন করেন, তিনি খ্রীষ্টীয়ানদিগকে বহুবিধ ক্ষমতা প্রদান করিয়া এবং সম্ভ্রান্ত পদে নিযুক্ত করত বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইয়াও ক্ষান্ত না হইয়া পৌত্তলিক কর্ম্মচারিরদিগের ক্রিয়া কাণ্ড সম্পাদনে বাধা দিয়াছিলেন এবং সমস্ত রাজ্য ব্যাপিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ ও পৌত্তলিক জপ যজ্ঞ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। বোধ হয় যেমত দর্শকদিগের কৌতুকার্থ রক্তারক্তি যুদ্ধ নিষেধ করিলেও রহিত হয় নাই তদ্রূপ পৌত্তলিকদিগের বিপরীত উক্ত ব্যবস্থাও সর্ব্বত্র কঠিনতর শাসনে চলিত হয় নাই, তথাপি লিখিত আছে তিনি ফিনিসিয়া ও সিলিসিয়াতে বিনস ও ইস্কুলেপিয়স দেবতারদের মন্দির † এবং অন্যান্য কএক প্রাসাদ বলদ্বারা ভগ্ন করেন। কিন্তু প্রজারদিগকে মিথ্যা ভজনায় নিরস্ত ও তাঁহার অপনার

---

* ইউসিবিয়স ধর্ম্ম পুরাবৃত্ত ১০। ৫

† ইউসিবিয়স রচিত কনস্তান্তিনের চরিত্র।

দৃষ্টান্তানুযায়ি ক্রিয়াতে অনুরক্ত করণার্থ তর্ক কৌশলে পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে উপদেশ করায় তাঁহার বিশেষ আমোদ ছিল, একারণ লোককে বলপূর্ব্বক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বি করণে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিতেন, আর কহিতেন যে "স্বেচ্ছা পূর্ব্বক অমরত্বের সাধন করা এবং দণ্ডের ভয় দেখাইয়া অন্যকে বল দ্বারা ধর্ম্ম পালনে প্রবৃত্ত করা এই দুই কার্য্যের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে।*" পরন্তু যে ব্যবস্থায় পৌত্তলিকদিগের যাগ যজ্ঞ ও পাষণ্ডিদিগের সমাজের নিষেধ করিয়াছিলেন তাহাতে সুতরাং উক্ত দোষ স্পর্শ হইতে পারিত ইহা বিবেচনা করেন নাই।

কনস্তানন্তিন রাজ্যের মধ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম স্থাপন ব্যতীত আর এক স্মরণীয় কর্ম্ম করেন অর্থাৎ কনস্তান্তিনোপল নামে প্রসিদ্ধ নগর সংস্থাপন করিয়া ইতালি ত্যাগ পূর্ব্বক তথায় আপন রাজপুরী স্থির করেন, ঐ নূতন রাজধানী সম্রাটের নামেই প্রসিদ্ধ হয়। তিনি ঐ নগরের প্রতি বিশেষ মনোযোগ ও অনুরাগ প্রকাশ করিয়া রাজ্যের মধ্যে তাহাকে দ্বিতীয় রোমের ন্যায় মহৎ করিতে সর্ব্ব প্রকারে পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

কনস্তান্তিনের রাজ্যপালনে দেশের মহা কুশল ও গৌরব হইয়াছিল, যৎকালে তিনি ছয় রাজার মধ্যে এক জন সহযোগি মাত্র থাকিয়া গাল দেশের শাসন করিয়াছিলেন তৎকালে তাঁহার পিতা যদ্রূপ ধীরতা প্রকাশ করিয়া প্রজাদের অনুরাগ ভাজন হয়েন তিনিও তদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র দোষ শূন্য ছিল না বটে কেননা ভূরি২ অসভ্য পরাজিত রাজাকে কৌতুকার্থ রঙ্গভূমির মধ্যে হিংস্রক বন্য পশুর হস্তে নিক্ষেপ করাতে অনুমান হইতেছে যে রক্তারক্তি ক্রিয়াতে তাহার নিতান্ত বৈরক্তি ছিল না, এবং তাঁহার আপনার শ্বশুর মাকসিমিয়ান যদিও অত্যন্ত দোষী ছিল তথাচ তাহাকে বিনষ্ট করাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে তাঁহার অন্তঃ-

---

* ইউসিবিয়স রচিত কনস্তান্তিনের চরিত্র ২ সর্গ।

করণে স্নেহেরও বিশেষ সঞ্চার ছিল না, আর লিসিনিয়সকে ক্ষমা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াও অবশেষে বধ করাতে এবং ফস্তা নাম্নী স্ত্রী ও ক্রিস্পস নামক পুত্রের প্রাণ দণ্ড করাতে তাহার নামে অখণ্ডনীয় কলঙ্ক রহিয়াছে, তথাপি তিনি একাধিপত্য প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বাপর যে রাজনীতিক্রমে প্রজাপালন করিয়াছিলেন তাহাতে রাজ্যের মহোপকার হয়। কথিত আছে রাজত্বের আরম্ভকালে সর্ব্বোত্তম রাজারদের তুল্য ব্যবহার করিতেন কিন্তু পরে যৎকিঞ্চিৎ অধমত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি শারীরিক ও মানসিক অনেক প্রকার গুণে ভূষিত ছিলেন, আর তাঁহার যুদ্ধ যশঃ স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে ছিল তথাপি অবিবেচনা পূর্ব্বক স্ববায কখন রণে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, এবং সর্ব্বত্র কৃতকার্য্য হইলেও অহঙ্কার করিয়া কোন কর্ম্মে শৈথিল্য করেন নাই। গৃহবিচ্ছেদের অবসানে তাঁহাকে গথদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হয় কিন্তু তাহাতে শৌর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক জয়লাভ করিলেও অবশেষে শত্রুদিগের সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হয়েন। তাঁহার শৌর্য্য প্রকাশ কালেও এমত ধীরতা ছিল যে ঐ অসভ্য জাতিরা তাঁহার স্নেহান্বিত ব্যবহার দেখিয়া মোহিত হইয়াছিল। তিনি শিল্প শাস্ত্র ও দর্শনাদি শান্তিকরী বিদ্যার মহা আদর করিতেন এবং বিদ্যার ক্রমশঃ লোপ হওয়াতে পুনঃস্থাপনে বহুযত্ন করিয়াছিলেন, আর প্রজারদের অনুরাগ ও প্রশংসাভাজন হওয়া অতিশয় শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিতেন এবং বদান্যতা ও ধীরতা প্রকাশ করিয়া যথার্থরূপে তাহারদের বাস্তবিক অনুরাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধুবাৎসল্যে পক্ষপাতিতা ছিল কেননা কোন২ লোকের প্রতি স্পষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করেন নাই কিন্তু অন্যান্য সুহৃদ্ব্যক্তির অর্থ ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়া আপনার মহানুভবত্ব যথেষ্ট সপ্রমাণ করিয়াছেন।

তিনি রাজকীয় কার্য্য ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত অনেক নূতন ব্যবস্থা স্থাপন করেন, সে সকল ব্যবস্থার তাৎপর্য্য এই যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম স্বরূপ সত্যের উন্নতি ও পাষণ্ডতা এবং পৌত্তুলিকতার

হ্রাস হয়, আর দেশের মধ্যে শান্তি ও সদ্ব্যবহারের বৃদ্ধি এবং প্রজাবদের ক্লেশের নিবারণ হয়। বাজত্বের শেষকালে তিনি মিসোপোটেমিয়া আক্রমণকারি পারস্য লোকদিগের প্রতিকূলে রণযাত্রায় প্রবৃত্ত হয়েন কিন্তু উদ্যোগ করিতে২ ৩১ বর্ষ রাজ্য ভোগানন্তব ৬৬ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে নিকোমিদিয়া নগরে লোকান্তর গমন করিলেন। মরণেব কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে তিনি সিজেরিয়ার বিশপ ইউসিবিয়সেব নিকট বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন এবং সংসারেব মধ্যে মহান্ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া যশোভাজন হয়েন ফলতঃ তাঁহার অনেকানেক দোষ থাকিলেও তাঁহাকে বোম রাজ্যের এক অতি ক্ষমতাপন্ন ও কৃতকার্য্য সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

কনস্তান্তিন কনস্তান্সিয়স এবং কনস্তান্স।—মহান্ কনস্তান-স্তিন জীবদ্দশায় তিন পুত্রকে সিজর উপাধি দিয়া যৌব রাজ্যে অভিষিক্ত কবিয়াছিলেন আব মরণ কালে কহিয়াছিলেন যে দাল্মেসিয়াস ও হানিবলিএনস নামে দুই ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহারদের সহযোগি মহীপাল হইবেন কিন্তু কনস্তান্সিয়স নামক তাঁহাব প্রিয়তম পুত্র পিতৃমবণানন্তর জ্ঞাতিবদের সহিত রাজ্য বিভাগ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া পিতৃব্য ও পিতৃব্যপুত্র সকলকেই নষ্ট করিলেন কেবল গেলস ও জুলিয়ন রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহারা হত্যাকারিরদের হস্ত হইতে কিয়ৎকালের জন্য মুক্ত হওয়াতে কনস্তানস্তিয়স রক্তারক্তি ব্যাপারে সন্তুপ্ত হইয়া যৎকিঞ্চিৎ শান্ত হযেন। অনন্তর জ্ঞাতিহত্যার পরে তিন ভ্রাতা আপনাবদের মধ্যে পুনশ্চ রাজ্য বিভাগ করিয়া লয়েন কিন্তু তিন বৎসর অতীত না হইতে২ তাহারদের মধ্যে দুই জন পরস্পর বিবাদ করিয়া রণ সজ্জা করিলেন তাহাতে কনস্তানস গোপনে সৈন্য স্থাপন করিয়া অকস্মাৎ আক্রমণ পূর্ব্বক কনস্তান্তিনকে বধ করিলেন সুতরাং তিন রাজার মধ্যে অবশিষ্ট দুই জন বর্ত্তমান রহিলেন, পরে কনস্তান্স আপনিও অল্পকালের মধ্যে মৃত ভ্রাতার ন্যায় দুর্গতিতে

পড়িয়া নষ্ট হইলেন, তিনি কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত দৃঢ়তা পূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে শাসন করিয়াছিলেন, শেষে শারীরিক ব্যামোহ প্রযুক্ত কুনীতিতে রত হইয়া অধম মিত্রগণের অসৎ পরমর্শানুযায়ি কর্ম্ম করিতে লাগিলেন, এবং প্রদেশীয় অধ্যক্ষ ও সৈন্যেরা তাঁহার প্রতি বিরক্ত হওয়াতে মাগ্‌নেনশসের শাসনস্থ কতিপয় কুমন্ত্রণাকারি লোকেরা তাঁহাকে বধ করিল। অতএব ১৭ বৎসর রাজ্য ভোগানন্তর ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমে স্পেনের প্রান্তভাগস্থ হেলেন নামক দুর্গ মধ্যে তাঁহার পঞ্চত্ব হইল। মাগ্‌নেনশস কনস্তান্‌সকে বধ করিয়া আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করত গাল দেশের রাজত্ব গ্রহণ করিলেন।

ঐ কালে ইলিরিকমস্থ সৈন্যেরা বিতরেনিও নামে এক ব্যক্তিকে অগস্তস উপাধি প্রদান করাতে রাজ্যের মধ্যে আর এক জন অধিপতি উপস্থিত হইল, তিনি ঐ দেশের সৈন্যশাসনে নিযুক্ত হইয়া ভূরি২ সদ্‌গুণ প্রকাশ করত প্রজাপ্রিয় হইয়াছিলেন, ফলতঃ তাঁহার ধীরতা সরলতা ও সত্যনিষ্ঠা বাহুল্যভাবেই ছিল কিন্তু বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য মাত্র ছিল না, আর বৃদ্ধাবস্থায় রাজপদে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে বর্ণ পরিচয়ও হয় নাই।

যৎকালে পশ্চিমাঞ্চলে নূতন২ রাজারা রাজ্যাভিষিক্ত হইতে ছিল তৎকালে মহান্‌ কনস্তান্তিনের অবশিষ্ট পুত্র কনস্তান্‌স্যিয়স পারস্য দেশে সেপরের সহিত বৃথা যুদ্ধ করিয়া লজ্জাস্পদ হয়েন, ফলতঃ সে যুদ্ধে তাহার দুর্গতির সীমা ছিল না, বিপক্ষেরা তাঁহার অনেকানেক নগর গ্রহণ অথবা আক্রমণ করিয়া ভূরি২ সৈন্য নষ্ট করত সাঙ্গারা দেশে তাহাকে পরাস্ত করিয়াছিল। তাঁহার সেনাগণ অবাধ্য হইয়া অসময়ে রণ করণার্থ অস্থির হওয়াতে ঐ সকল দুঃখোৎপত্তি হয়, ঐ বিপত্তির কালে তিনি শুনিলেন যে পশ্চিমাঞ্চলে তাহার দুই জন সপত্ন উঠিয়াছে, বিশেষতঃ মাগ্‌নেনশস গাল ব্যতীত ইতালিও অধিকার করিয়া কনস্তানসিয়সের ভ্রাতুষ্পুত্র নিপোতিএনো যিনি স্বয়ং রাজ্যের মধ্যে আর এক অধিপতি স্বরূপে উঠিয়া ২৮ দিন পর্য্যন্ত প্রভুত্ব

করিয়াছিলেন তাহাকে বধ করত কনস্তান্তিনের বংশ সম্পর্কীয় সকল লোককে বন্ধুবান্ধবের সহিত নষ্ট করিয়াছে।

উক্ত দুর্ঘটনা সমূহের সংবাদ কনস্তানসিয়সের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি কর্ম্মচারিবৃন্দের হস্তে পারস্য যুদ্ধের ভারার্পণ করিয়া ভ্রাতার হত্যাকারিকে শাস্তি দিতে ত্বরায় পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন, ইলিরিকমস্থ রাজাভিমানি বিতরেনিওর সৈন্যেরা কনস্তান্তিনের পুত্রকে আগত দেখিয়া আপনারদের মনোনীত নৃপতির দলত্যাগ করাতে ঐ ভাক্ত রাজাকে শীঘ্র পরাজিত হইয়া কনস্তানসিয়সের পদতলে প্রাণরক্ষার নিমিত্তে শরণ প্রার্থনা করিতে হইল।

কিয়ৎকাল পরে মর্শিয়া নামক জনপদের সন্নিধানে মাগ্‌-নেন্‌শসের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ হইল তাহাতে অসংখ্য রোমান লোকের প্রাণ নাশানন্তর মাগ্‌নেন্‌শস পরাস্ত হইয়া শত্রুহস্তে পতিত প্রায় হয়। ঐ গৃহ বিচ্ছেদে এমত বহুসংখ্যক সৈন্য রণশায়ী হয় যে তাহারা ঐক্যাবলম্বন করিয়া সংগ্রাম করিলে বিদেশীয় জাতির সহিত আত্মরক্ষার্থ অথবা পরহিংসার্থ সকল প্রকার সমরে কৃতকার্য্য হইয়া রাজ্যের সমস্ত শত্রুর প্রতিকূলে মহা গৌরবের সহিত রোমান সেনার যশোবিস্তার করিতে পারিত। অপর মাগনেনশস মর্শিয়া গ্রামে পরাজিত হইয়া জীবন এবং মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্তে বহু যত্ন করিয়া অবশেষে দেখিলেন যে আপনার সৈন্যেরাই জয়িষ্ণু শত্রুর নিকট ক্ষমা পাইবার প্রত্যাশায় দল ত্যাগ করিতে মানস করিয়াছে, অতএব ৩ বৎসর ৭ মাস রাজ্য ভোগানন্তর লিয়ন্‌স নগরে আত্মহত্যার দ্বারা লোকান্তর গমন করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা যিনি গাল দেশ রক্ষার নিমিত্তে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনিও সিনোনী নগরে স্বহস্তে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

অতএব কানস্তান্‌সিয়স এক্ষণে পিতার সমস্ত রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি পূর্ব্বাঞ্চল হইতে যাত্রা করিবার কালে আপনার জ্ঞাতি গেলসকে সিজর উপাধি দিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু গেলস নিষ্ঠুরতা

পূর্ব্বক দৌরাত্ম্য করাতে এবং প্রজাপালনের অযোগ্য হওয়াতে তাহাকে পদচ্যুত এবং অবশেষে সামান্য দস্যুর ন্যায় হত করিলেন। পরে সিল্‌বেনস নামে আর এক ব্যক্তি গালদেশে রাজ্য বিপর্য্যয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু বিদ্রোহিতা আরম্ভের ত্রিংশৎ দিনের মধ্যেই হত হইল।

অতএব কনস্তান্‌সিযস সহযোগি ব্যতিরিক্ত একাকী নিঃসপত্নে রাজ্য করিতে লাগিলেন কিয়ৎকালপরে গালদেশে মহা গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে অবশিষ্ট জ্ঞাতি জুলিয়নকে সিজর উপাধি দিয়া তথায় যুবরাজ স্বরূপে নিযুক্ত করিলেন, আর তাঁহাব সহিত নিজ ভগিনীর বিবাহ দিয়া সুদৃঢ় সৌহার্দ্দ্য করিতে চেষ্টা করিলেন। তৎকালে অসভ্যজাতিরা ভূরি২ নগর গ্রহণ অথবা আক্রমণ পূর্ব্বক গালদেশ উচ্ছিন্ন করিয়া রাজ্যেব স্থায়িত্বে অনেক ব্যাঘাত করিয়াছিল কিন্তু জুলিয়ন স্বাস্‌বর্গের সন্নিধানে যুদ্ধ করত অসংখ্য লোককে পরাজিত ও হত করিয়া তাহাদিগকে ভগ্নবল করিলেন, এবং তাহারদের যশস্বি রাজাকে বন্দীস্বরূপে ধরিয়া আনিলেন, ও রাইননদী পারে জর্মাণদিগকে দূরীভূত করত গালদেশের উদ্ধার পূর্ব্বক রাজ্যেব অখণ্ড্যতা রক্ষা করিলেন।

জুলিয়নের শৌর্য্য দেখিয়া রাইন নদীতীরস্থ সেনাবা তাহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছিল অতএব পরে কনস্তান্‌সিয়স তাহারদিগকে এস্যা খণ্ডে যাত্রা করিতে আদেশ করিলে তাহারা কুপিত হইয়া আপনারদের প্রিয় সেনানীকে যুবরাজের পদহইতে সর্ব্বাধিপতি কবিতে প্রতিজ্ঞা করিল, এবং তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া সকলেই একান্তঃকরণে প্রার্থনা করিল যেন তিনি কনস্তান্‌সিয়সের সহিত যুদ্ধে স্বয়ং অধ্যক্ষতা করিয়া তাহারদিগকে লইয়া যান। জুলিয়ন ইহাতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দ্বৈধমনা থাকিয়া অবশেষে যথার্থ অথবা কাপট্য ঘটিত অনিচ্ছা প্রকাশ করত তাহারদের দত্ত রাজপরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়া জ্ঞাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন তাহাতে গৃহবিচ্ছেদের বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইল, কিন্তু কনস্তান্‌সিয়স ৩৮ বর্ষ রাজ্য

ভোগানন্তর ৪৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পঞ্চত্ব পাওয়াতে রাজ্যের নির্ব্বিরোধাবস্থায় ব্যাঘাত জন্মিল না, এবং জুলিয়ন তৎকালে বিদ্রোহিতা করণে উদ্যত হইলেও রাজা মরণকালে তাহাকেই উত্তরাধিকারি বলিয়া নিযুক্ত করিয়া যান।

কনস্তান্‌সিয়স আপনি সুধীর ও মৃদুস্বভাব ছিলেন কিন্তু অল্পবুদ্ধি প্রযুক্ত পত্নীগণের পরামর্শে কার্য্য করিতেন এবং প্রিয় ও সুহৃদ্‌ ব্যক্তিরদের কথায় অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন, যাহারদের প্রতি স্নেহ করিতেন তাহারদের মহা সহায় হইতেন, এবং উপযুক্ত কর্ম্মচারিবদেব পুরস্কার করিতে কখন ত্রুটি করিতেন না। তিনি মিত্রগণেব বশীভূত অন্যান্য রাজারদের ন্যায় লোকের উপর শীঘ্র সন্দেহ করিয়া উগ্রতাচরণে প্রবৃত্ত হইতেন, কেহ বিদ্রোহিতা করণে মানস কবিয়াছে এমত আশঙ্কা মাত্র জন্মিলে তাঁহার অন্তঃকরণে আর স্নেহের সঞ্চার থাকিত না, কিন্তু তিনি স্বভাবত মৃদু ছিলেন এবং বিদেশীয় যুদ্ধাপেক্ষা গৃহবিচ্ছেদ কালীন অধিক সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জুলিয়ন।—কনস্তানসিয়সের মরণানন্তব জুলিয়ন অবাধে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি প্রকাশ্যরূপে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন একারণ "পতিত" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া নিন্দিত হয়েন। তিনি দর্শনবিদ্যানুশীলনে বিশেষ গৌরব করিয়া পরিষ্কাব পরিচ্ছদের প্রতি আশ্চর্য্য রূপ উপেক্ষার অভিমান প্রকাশ পূর্ব্বক অতিশয় কষ্টে জীবন ধারণ করিতেন, এবং কোন যন্ত্রণাদায়ি ব্যবস্থা স্থাপন করিয়া খ্রীষ্টীয়ানদিগের অনিষ্ট করিতে চেষ্টা না করিয়াও প্রকারান্তরে তাহারদিগের হানি করণার্থ আপন সমস্ত রাজকীয় শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, আর পৌত্তুলিক ধর্ম্মের অতি কুৎসিত ও যুক্তিবিরুদ্ধ সূত্রকে ব্যাখ্যা কৌশলে যুক্তিসঙ্গত করত তৎসম্বন্ধীয় যাজকগণের চরিত্র শোধন করিয়া ঐ উচ্ছিন্নপ্রায় ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে নিয়ত চেষ্টা করিয়াছিলেন।

জুলিয়ন সর্ব্ব প্রকার উদ্যোগ পূর্ব্বক পারস্য দেশে রণ যাত্রা করত সার্থক যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাতে শত্রুপক্ষীয় অনেক নগর ও দুর্গ গৃহীত অথবা বশীভূত হইয়াছিল, রোমান সেনাদের দ্বারা আসিরিয়াদেশ উচ্ছিন্ন ও তেসিফন নগর আক্রান্ত হয়, পরন্তু পারস্য লোকেরা আপনারদের স্বাধীনতা রক্ষার্থে প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য বোধ করত স্বকীয় দুর্গ সকল ত্যাগ করিয়া ক্ষেত্রস্থ শস্য পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়াছিল, সুতরাং খাদ্যাদি আহরণের ক্লেশে সম্রাটকে আপনার জয়পদবী পরিহার পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিতে হইল, কিন্তু শত্রুরা ধূর্ত্ততা করিয়া তাহার প্রত্যাগমনে নানা প্রকার বাধা দিবার উপক্রম করিল, তাহারদের নিরাকরণ করণার্থ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া নৃপতি স্বয়ং হত হইলেন। ঐ যুদ্ধে শত্রুদের যথেষ্ট দমন হইয়াছিল কিন্তু জুলিয়ন ৭ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া ৩১ বর্ষ বয়ঃক্রমে লোকান্তর গমন করিলেন।

জুলিয়ন অতি কর্ম্মদক্ষ প্রযুক্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও কৃতকার্য্য হইয়া রাজ্য শাসন করণে উপযুক্ত ছিলেন আর যেং বিদ্যায় ঔদার্য্য জন্মে তাহাতে উৎকৃষ্টরূপে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, এবং লাটিন ও গ্রীক উভয় ভাষায় তাঁহার উত্তম পাণ্ডিত্য ছিল বরং লাটিন অপেক্ষা গ্রীক ভাষায় অধিক পারদর্শিতা হয়, আর বক্তৃতাশক্তি ও মেধাবিত্বও বাহুল্য পরিমাণে ছিল, কিন্তু তিনি দর্শনশাস্ত্রের ধ্যানে মগ্ন হইয়া শারীরিক কুশলের ও লৌকিক ব্যবহারে উপেক্ষা করিয়া রাজপদের অসঙ্গত আচরণ করিতেন। তিনি বন্ধুদিগের অনুরাগ করিতেন বটে কিন্তু আত্ম রাজ মর্য্যাদার উপযুক্ত বিবেচনা পূর্ব্বক সৌহার্দ্য না করিয়া মিত্রগণের দোষে কখনং অপমান প্রাপ্ত হইতেন। প্রদেশীয় অধ্যক্ষদিগের প্রতি ন্যায়াচরণ করিতেন এবং কর গ্রহণে অত্যাচার অথবা লোলুপতা প্রকাশ করেন নাই, আর যশঃস্পৃহাতে বিলক্ষণ আকৃষ্ট এবং তার্কিকতা প্রকাশ করণে অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। অপর খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাঁহার দ্বেষের অভাব ছিল না কিন্তু অত্যাচারী হইয়া প্রকাশ্যরূপে

তাহার নিরাকরণ করিতে চেষ্টা করেন নাই কেবল ঐ ধর্ম্মের প্রতি লোকেব বিশ্বাস নষ্ট করিয়া তাহার উন্নতিতে ব্যাঘাত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন, এবং বাইবেল শাস্ত্রোক্ত ভবিষদ্বাণী অসত্য করিবার মানসে যিরুশালম নগরের পুনর্নির্ম্মাণ করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি পৌর্ত্তুলিক ধর্ম্মের বিনষ্টপ্রায় অঙ্গে এক প্রকার কৃত্রিম জীবন প্রদান করণার্থ বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার মরণানন্তর তাহা অত্যয় প্রাপ্ত হইল।

জোবিয়ন।—রোমদেশেব প্রাচীন ধর্ম্ম শোধন করিয়া উদ্দীপ্ত করণার্থ জুলিয়ন যেং কল্পনা করিয়াছিলেন তাঁহার মরণেই সে কল্পনা লোপ পাইল আর নিরুৎসাহ খ্রীষ্টীয়ানেরা তখন পুনশ্চ উৎসাহী হইতে লাগিল। অপর বোমান সৈন্যেরা সম্রাটের পঞ্চত্ব হওয়াতে বিজাতীয় ক্লেশ ও উৎকণ্ঠায় চঞ্চলচিত্ত হইয়া মৃত রাজার ভৃত্য জোবিয়ন নামে এক ব্যক্তিকে রাজ পরিচ্ছদ প্রদান করিল। তাঁহার আপনার কোন প্রতাপ ছিল না অতএব নিজগুণে সেনাগণেব অনুরাগভাজন না হইয়া বরং বারোনিয়ান নামে পিতার সুখ্যাতিতেই আদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সৈন্যেরা তৎকালে আহারাদির অপ্রতুলে অত্যন্ত ক্লিষ্ট ও দুরবস্থান্বিত হওয়াতে ঐ নব্য রাজা শত্রু দমন করণে অক্ষম হইয়া পারস্যরাজ সেপরের সহিত লজ্জাকর সন্ধি করাই ধার্য্য করিলেন তাহাতে রোমানেরা আপনারদের অধিকৃত দেশের কিয়দংশ জয়শীল শত্রুকে দান করিয়া রাজ্যের সীমা খর্ব্ব করিতে বাধিত হইয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল কেননা রাজ্যের সংস্থাপনাবধি তাহারা কখন এমত লজ্জা প্রাপ্ত হয় নাই। তাহারদের সেনা সামনিত নুমান্সীয় নুমিদিয়াদি জাতিরদের সহিত সংগ্রাম কালে কএক বার ঘোর দুর্গতিতে পড়িয়া অযশস্কর সন্ধিপত্রে সম্মত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেনেটরেরা সে সমস্ত লিপি অগ্রাহ্য করিয়া পুনশ্চ রণ সজ্জা করত স্বদেশীয় মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। পরন্তু জোবিয়ন ঐ অশুভ সন্ধি করণানন্তর লজ্জা রক্ষণের সমস্ত প্রত্যাশা

বিসর্জ্জন করিয়া সসৈন্যে পলায়নপর হইলেন, বশেষিতঃ রাজধানীতে যদি রাজ্য লোভাকৃষ্ট কোন ব্যক্তি তাহাকে অনুপস্থিত দেখিয়া রাজত্ব হরণ করে এই আশঙ্কায় তিনি কনস্তান্তিনোপলে গিয়া রাজপুরীর অধিকার লইতে অস্থির হইয়াছিলেন কিন্তু তথায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেই গালেসিয়া দেশে অকস্মাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার ঐ আকস্মিক মৃত্যুর কারণ সকলে সমান প্রকারে নিরূপণ করেন নাই, কেহ২ কহিয়াছেন তিনি রজনীযোগে বহু ভোজন করিয়া অজীর্ণ রোগ বশতঃ লোকান্তর গমন করেন, কেহ২ বলেন তাঁহার কুঠরীর ভিত্তিতে নূতন চূর্ণ প্রলেপ হওয়াতে অঙ্গারের ধূমদ্বারা প্রাণনাশক বাষ্প নির্গত হইয়াছিল তাহাতেই নিদ্রাবস্থায় গতাসু হয়েন, যাহা হউক ৭ মাস মাত্র রাজ্য করিয়া ৩৩ বর্ষ বয়ঃক্রমে তাঁহার বিয়োগ হয়। তিনি অতি সুধীর ও বদান্য ছিলেন আর নিতান্ত অকর্ম্মণ্য অথবা নির্ব্বোধ ছিলেন না। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম মহা কনস্তান্তিনের কালে যে অবস্থায় ছিল তাঁহার সময়ে পুনর্ব্বার সেই অবস্থায় স্থাপিত হয়।

---

১১ অধ্যায়।

বালেন্তিনিয়ান ও বালেন্‌স।—জোবিয়নের মরণানন্তর রোমদেশের রাজসিংহাসন দশ দিন পর্য্যন্ত শূন্য হইয়া রহিল পরে বালেন্তিনিয়ান রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া বালেন্‌স নামক ভ্রাতাকে সহযোগি নৃপতি করিলেন, আর দেশের চতুর্দ্দিকে বিদেশীয় লোকের উৎপাত আশঙ্কা করিয়া একেবারে রাজ্য বিভাগ করত ভ্রাতাকে পূর্ব্বাঞ্চলের সর্ব্বাধিপত্য শক্তি দিয়া আপনি পশ্চিমাঞ্চলের শাসন করিতে লাগিলেন তাহাতে মিলাননগর পশ্চিমাঞ্চলের ও কনস্তান্তিনোপল পূর্ব্বাঞ্চলের রাজধানী হইল।

বালেন্‌সের রাজ্যাভিষেকের কিয়ৎকাল পরে প্রোকোপিয়স নামে জুলিয়ন নৃপতির এক কুটুম্বের স্পর্দ্ধাতে প্রাচ্য

দেশে মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়। ঐ ব্যক্তি রাজ্য প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া সামান্য প্রজার ন্যায় বাস করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, পরে বালেন্স অবিবেচনা পূর্ব্বক তাহাকে কারারুদ্ধ করণের চেষ্টা করাতে কৌশলক্রমে রাজ পুরুষদিগের হস্ত হইতে পলায়ন করিল, এবং প্রজাস্বরূপে নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে না পাইয়া সাহস পূর্ব্বক রাজপদ প্রাপ্তির অভিলাষ করিল, তৎকালীন সম্রাট্ এস্যাখণ্ডে থাকাতে সুযোগ পাইয়া রাজধানীতে গমন করত কতিপয় লোকের সাহায্যে আপনাকে রোমরাজ বলিয়া ঘোষণা করিল। সম্রাটের অধ্যক্ষগণ তাহা শুনিয়া আপনারদের প্রভুর পদ রক্ষা করিবার নিমিত্তে ত্বরায় সসজ্জ হইয়া রাজ্য-হারকের সহিত দুই বার যুদ্ধ করিল তাহাতে প্রোকোপিয়স পরাস্ত হইয়া পরে শত্রু হস্তে পড়িয়া সামান্য দস্যুর ন্যায় হত হইল সুতরাং ঐ রাজবিদ্রোহের সম্পূর্ণরূপে অবসান হইল।

রোমরাজ্যের ঐ দুই সহযোগি নৃপতি অনেক প্রকার নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছিলেন, বালেন্স স্বভাবতঃ ভীরু ও বালেন্তিনিয়ান উগ্রস্বভাব ছিলেন, সুতরাং এক ভ্রাতা শঙ্কাকুল ও সন্দিগ্ধচিত্ত প্রযুক্ত রক্তারক্তি ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইতেন, অন্য ভ্রাতার প্রচণ্ডতা ও ক্রুদ্ধ স্বভাব বশতঃ অন্তঃকরণ স্নেহ শূন্য হইয়া কঠিন হইত। তথাপি তাঁহারা প্রজার হিতার্থ চেষ্টায় ত্রুটি করেন নাই, বিশেষতঃ বালেন্তিনিয়ানের স্বাভাবিক উগ্রতা থাকিলেও অনেক মহৎ গুণ ছিল, তিনি ধর্ম্ম-বিষয়ে নির্ম্মৎসরতা প্রকাশ করিয়া সকলকে আপন২ বিবেচনা-নুযায়ি ধর্ম্ম পালন করিতে অনুমতি প্রদান করেন এবং বালকদিগের শিক্ষার্থ বিদ্যামন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন, পরন্তু বালেন্সের ব্যবহার তাদৃশ ছিল না তিনি কোন২ বিষয়ে প্রজার মঙ্গল চিন্তা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু এরিয়সের মত অবলম্বন করিয়া কেথোলিক অর্থাৎ শাস্ত্র বিহিত খ্রীষ্টীয়ান-দিগের প্রতি তাড়না করেন আর বিদ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে বিরত ছিলেন।

এই মহীপালদিগের কালে অসভ্য জাতিরা পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় খণ্ডেই আক্রমণ করিয়া গোলযোগ উপস্থিত করে। আলিমেনিরা গালদেশে এবং পিক্ত ও স্কটেরা ব্রিটেন দেশে উৎপাত করিয়াছিল, আর গথেরা পূর্ব্বখণ্ড উচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, অপর ফর্মস নামক এক ব্যক্তি আফ্রিকাস্থ প্রদেশে মহা ভয় বিস্তার করিয়াছিল। পশ্চিমখণ্ডের ভূপতি কৌশলক্রমে উক্ত বিপদ হইতে মুক্ত হইযা আপনার মর্য্যাদা রক্ষা করিযাছিলেন আর থিওদোসিয়স নামে এক জন মহাবীর তাঁহার শাসনে সেনানীত্ব কার্য্য করত ব্রিটেন হইতে অসভ্যগণের নিবাকরণ করিয়া এবং আফ্রিকাস্থ বিদ্রোহিদিগকে দমন করিয়া দুই দেশেই শান্তি স্থাপন করেন, কিন্তু ঐ বিক্রমশালি সেনাপতি এমত মহোপকাব করিলেও স্বদেশীয় লোকদিগের খলতা ও ঈর্ষা হেতুক অবশেষে স্বয়ং বিনষ্ট হয়েন, রাজসভাস্থ লোকেরা কার্থেজ নগরে প্রকাশারূপে তাঁহার প্রাণ দণ্ড করিয়া আপনারদের নাম চিবকলঙ্কিত করেন, পরন্তু তৎকালে বালেন্তিনিয়ান রাজা বর্ত্তমান ছিলেন না, তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে (খ্রীষ্টীয ৩৭৫ বর্ষে) গ্রেসিয়ান ও দ্বিতীয় বালেন্তিনিয়ান নামে দুই পুত্র সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বখণ্ডে অসভ্যদিগের উৎপাত এমত সহজে নিবারিত হয় নাই, তথায় গথেরা প্রোকোপিয়সের রাজ দ্রোহের আনুকূল্য করণাভিপ্রায়ে এক দল লোক পাঠাইয়াছিল একারণ ঐ রাজ্যহারকের মরণানন্তর বালেন্স সৈন্য প্রেরণ পূর্ব্বক ঐ অসভ্য দলকে বন্দী করিয়া আনিলেন, তাহাতে গথজাতির সহিত স্পষ্ট যুদ্ধ উপস্থিত হইল কিন্তু তাহারদের শীঘ্র দমন হওয়াতে রোমান সেনার মর্য্যাদা রক্ষা হইয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে হন নামক আর এক জাতির উৎপাতে গথেরা রোমান সম্রাটের শরণ প্রার্থনা করিতে বাধিত হইয়াছিল, রোমান সম্রাট আপনার রাজ্যমধ্যে থ্রেসদেশে তাহারদিগকে বাস করিতে দিয়া পরে দেখিলেন এমত ভয়ানক অসভ্যগণকে শাসনে রাখা সহজ নহে, এবং তাহারাও অল্পকালের পরেই

সম্রাটের প্রতিকূলে যুদ্ধ করত দেনিউব নদীর অপর পার হইতে আপনাবদিগেব নিরাকরণকাবি হনদিগেব সাহায্য লইল, তাহাতে বালেন্স তাহাবদের বিরুদ্ধে রণ সজ্জা করিয়া হেড্রিয়ানোপলের যুদ্ধে পরাজিত ও হত হইলেন।

গ্রেসিয়ান, দ্বিতীয় বালেন্তিনিয়ান, এবং থিওদোসিয়স।— গ্রেসিয়ান গথদিগের সহিত পিতৃব্যের যুদ্ধ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সসৈন্যে তাঁহার সাহায্যার্থ আগমন করিতে ছিলেন এমত সময়ে শুনিলেন যে তাঁহাব পরাজয় ও মৃত্যু হইয়াছে অতএব ব্রিটেন ও আফ্রিকাব শান্তি স্থাপক সেনাপতির পুত্র থিওদোসিয়সকে পূর্ব্বখণ্ডের আধিপত্য প্রদান করিলেন। থিওদোসিয়স ব লেন্সেব পবাজযাবধি যেং গোলযোগ বশতঃ রাজ্যের মহা হানি হইতেছিল সে সমস্ত গোলযোগ আত্ম বিক্রম ও বুদ্ধি কৌশল দ্বাবা নিবাবণ করিলেন, আব গথেরা জয়লাভে গর্ব্বিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে ভূবিং প্রদেশ উচ্ছিন্ন করিতেছিল তাহারদিগেরও দমন করিলেন, পবে অনুগ্রহ ও আতিথ্য ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া ঐ অসভ্য জাতিকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিলেন। আথেনেবিক নামক গথদিগের অতি পরাক্রমশালী বাজা গৃহবিচ্ছেদে দেশত্যাগী হইয়া কনস্তান্তিনোপলের রাজসভায় আশ্রয় লইতে বাধিত হইয়াছিল, তাহাতে থিওদোসিয়স অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করত তাহার অভ্যর্থনা করেন এবং সেই বৎসরেই ঐ আশ্রিত নৃপতির পঞ্চত্ব হওয়াতে রোমানদিগের রীত্যনুসারে মহা ঘটা ও সমারোহ পূর্ব্বক তাহার সমাধি দিয়াছিলেন। অসভ্য গথেবা আপনারদের রাজার মৃত দেহের মহা সমাদর দেখিয়া এমত সন্তুষ্ট হইল যে রোমানদিগকে আর কখন ক্লেশ না দিয়া বরং রাজ্যের সীমা রক্ষা করত তাহারদের পরিচর্য্যা করিতে প্রতিজ্ঞা করিল।

ইতিমধ্যে ব্রিটেনদেশস্থ সেনারা মাকসিমসকে রাজ্যাভিষিক্ত করাতে তথায় মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে মাক্সিমস পারিস নগর পর্য্যন্ত গ্রেসিয়ানের সহিত যুদ্ধার্থ

গমন করিল। সম্রাট দুর্ভাগ্য বশতঃ নিজসৈন্য দ্বারা ত্যক্ত হইয়া ঐ রাজ্যহারকের হস্তে পড়িলেন তাহাতে সে ব্যক্তি অকাতরে তাঁহাকে বধ করিল। অনন্তর মাক্সিমস থিওদোসিযসের নিকট সহযোগি স্বরূপে গ্রাহ্য হইবার আকাঙ্ক্ষা করাতে থিওদোসিয়স আপনাব রাজ্যমধ্যে গোলযোগ দেখিয়া অনিচ্ছা পূর্ব্বক তাহার প্রর্থনায় সম্মত হইলেন, পরে ঐ রাজ্য হন্তা বালেন্তিনিয়ানের অধিকার হরণ কবিবার বাসনায় ইতালি আক্রমণ কবাতে থিওদোসিয়স মনে করিলেন যে তাহাকে দমন করিয়া মহোপকাবি গ্রেসিয়ানের বধের পরিশোধ লইবার উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব ভূরি২ গথজাতীয় প্রজা লইয়া মহাসৈন্য সঙ্কলন পূর্ব্বক ইতালিতে যাত্রা কবিয়া ঐ বাজ্যহারকের পরাজয় ও বধ কবিলেন।

কিয়ৎকাল পরে বালেন্তিনিয়ান ফ্রাঙ্কদিগেব অধ্যক্ষ আর্বোগাষ্টিসের দ্বারা হত হইলেন, ঐ রাজ হন্তা ইউজিনিয়সকে পশ্চিমাঞ্চলের সাম্রাজ্য দান করে, থিওদোসিয়স তাহার বিরুদ্ধে রণ যাত্রা করিযা যুদ্ধে পরাজয় করিলেন তাহাতে ভাক্ত রাজা বন্দী স্বরূপে গৃহীত হইয়া হত হয়। আর্বোগাষ্টিস যিনি ঐ বিদ্রোহেব প্রকৃত কর্ত্তা ছিলেন তিনি জয়শালি সম্রাটের হস্তে পডিবাব আশঙ্কায স্বহস্তে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

অতএব থিওদোসিয়স একাকী পূর্ব্ব পশ্চিমেব সম্রাট বলিয়া গৃহীত হওয়াতে সমস্ত রাজ্য পুনশ্চ এক রাজার শাসনে মিলিত হইল। থিওদোসিয়স অত্যন্ত বিক্রমশালী ও ধার্ম্মিক ছিলেন এপ্রযুক্ত “মহান্” উপাধি প্রাপ্ত হইয়া যশোভাজন হয়েন, তাঁহাব ব্যবহার কোনমতে নিন্দনীয় ছিল না, গার্হস্থ্য বস্থাতে স্ত্রীপুত্রের প্রতি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মানুযায়ি সদাচরণ করাতে তাঁহার চরিত্র মহোজ্জ্বল হইয়াছিল, আর তিনি রাজকীয় কর্ম্মেও প্রজার মঙ্গলচিন্তা বিলক্ষণ রূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং সৌভাগ্য ও কার্য্য সিদ্ধিতে গর্ব্বিত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর অধিক বিনয়ী ও দয়ালু হইয়াছিলেন।

তিনি পৌত্তলিক ধর্ম্ম নির্ম্মূল করণার্থে যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন তাহাতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের শান্তি পোষক কথার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম বোধ হয়, তাঁহার উপদেশকেরা তাঁহার মনে এমত সংস্কার জন্মাইয়া দিয়াছিল যে যে নৃপতি আপনার রাজ্যে পুত্তলিকা পূজাতে বাধা না দেন তিনি তৎ পাপের অংশী হয়েন, অতএব তিনি রোমের প্রাচীন ধর্ম্ম সংক্রান্ত মন্দির ভঙ্গ ও ক্রিয়াকাণ্ডের নিষেধ করিয়া তদবলম্বিরদের উপর অনেক প্রকার দণ্ড বিধান করেন তাহাতে পৌত্তলিকতার প্রায় মুলোৎপাটন হয়। খ্রীষ্টীয় সভার প্রতিকূলে পৌত্তলিক রাজারা তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত তাডনা করিয়াছিলেন তথাচ তাহার ধ্বংস না হইয়া বরং পুরাণ কল্পিত রক্তবীজের* ন্যায় সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু পৌত্তলিকতার প্রতি ঐ রূপ তাড়না হইবামাত্র তাহার অন্য প্রকার গতি হইল, ঐ ধর্ম্ম কেবল বহিস্থ আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া প্রবল হইয়াছিল সুতরাং সেই আশ্রয়ে বিরহিত হওয়াতে হ্রাস ও ক্ষয় পাইতে লাগিল। উক্ত থিওদোসিয়স ১৬ বর্ষ রাজ্য করিয়া ৫০ বৎসর বয়ঃক্রমে মিলান নগরে (খ্রীষ্টীয় ৩৯৫ শালে) লোকান্তর গমন করেন।

আর্কেডিয়স ও হোনোরিয়স।—থিওদোসিয়সের মরণান্তে তাহার দুই পুত্র আর্কেডিয়স ও হোনোরিয়সের মধ্যে রাজ্যের বিভাগ হইল, তাহার পর পূর্ব্ব পশ্চিম খণ্ড আর কখন সংযুক্ত হয় নাই। আর্কেডিয়স পূর্ব্বাঞ্চলের ও হোনোরিয়স পশ্চিমাঞ্চলের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন, প্রথমোক্ত নৃপতি রুফিনসের এবং শেষোক্ত রাজা স্তিলিকোর মন্ত্রণায় কার্য্য করিতেন, তাঁহারা স্বয়ং পিতার ন্যায় বিক্রমশালী অথবা কর্ম্মতৎ-

---

* পুরাণে রক্তবীজকে ভগবতীর বিপক্ষ বীর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কবিগণেও কহেন যে অস্ত্রাঘাতে ঐ বীরের রক্ত মৃত্তিকায় পড়িলে প্রত্যেক বিন্দুতে তাহার সদৃশ ভয়ানক ও বলবান আর এক বীর তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন হইত।

পর ছিলেন না সুতরাং স্বং অমাত্যের পরামর্শানুযায়ি ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজ্যের দুর্ভাগ্যক্রমে অমাত্যেরা পরস্পর দ্বেষি হইয়া এমতং ঈর্ষা ও কলহের বীজ বপন করিল যে তাহাতে রোমানেরা ও গ্রীকেরা পরে সম্পূর্ণ রূপে পৃথক হইল। স্তিলিকো আপনার কর্তৃত্ব বাহুল্য রূপে স্থাপন করণাভিপ্রায়ে রুফিনসকে নষ্ট করাইলেন, কিন্তু যেং লোককে তাঁহার মৃত্যু সাধনে নিযুক্ত করেন তাহারাই বিপক্ষ হইয়া তাঁহার গৌরবাকাঙ্ক্ষায় বাধা দিল, আর তিনিও স্বীয় প্রভুর অধিকারে নানা কার্য্য নির্ব্বাহে যথেষ্ট ব্যাপৃত হইলেন। তৎকালে কনস্তান্তিনোপলস্থ রাজ সভার অনুমতি ও আনুকূল্যে আফ্রিকা দেশে এক উপপ্লব উপস্থিত হওয়াতে রোম নগরে মহাভয় বিস্তার হইয়াছিল, ফর্মসের ভ্রাতা গিল্‌দো পশ্চিমাঞ্চলস্থ রাজার অধীনতা ত্যাগ করিয়া স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক আফ্রিকা খণ্ডে আপনি স্বাধীন রাজা হইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু স্তিলিকো তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ পূর্ব্বক তাহার দমন করিলেন এবং আফ্রিকার আধিপত্য পুনশ্চ গ্রহণ করত আপন রাজকীয় কৌশলের প্রগাঢ়তা সপ্রমাণ করিলেন।

অনন্তর রাজ্যের মধ্যে আর এক দুর্দ্দান্ত শত্রুর উদয় হওয়াতে মহা বিরোধ উপস্থিত হইল, গথেরা আলেরিক রাজার অধ্যক্ষতায় উপপ্লব করিয়া গ্রীশ দেশে প্রবেশ করত সর্ব্বত্র ভয় বিস্তার ও উৎপাত করিতে লাগিল, পূর্ব্বাঞ্চলের কর্ম্মচারিরা তাহাদের দমন করিতে পারিল না বরং তাহারা স্বয়ং শত্রুর সহিত মন্ত্রণা করিয়াছে এই সন্দেহের আস্পদ হইয়া নিন্দিত হইতে লাগিল, অসভ্য জাতিরা পশ্চিমাঞ্চলের বহির্ভাগে উপদ্রব করিতে প্রবৃত্ত হইলে স্তিলিকো তাহারদিগের দণ্ড করণার্থে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন কিন্তু আর্কেডিয়স তাঁহাকে এমত দুর্ঘটনার কালে পূর্ব্ব খণ্ডে রণ যাত্রা করিতে নিষেধ করিলেন তাহাতে স্তিলিকো সে আদেশ অমান্য করিয়া দুই রাজার মধ্যে গৃহ বিচ্ছেদ উত্থাপিত করিতে অনিচ্ছুক হইয়া স্বকীয় প্রদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

পরে আলেরিক ইতালি আক্রমণে উদ্যত হওয়াতে হোনোরিয়স ভয়াকুল হইয়া আপনার রাজধানী মিলান নগর শত্রু হস্তে সমর্পণ করিয়া পলাইতে মানস করিলেন কিন্তু মহা বিক্রমশালী স্তিলিকো এমত লজ্জা স্বীকারে সম্মত না হইয়া রাজাকে নানা প্রকার উৎসাহ দিলেন এবং অবশেষে যশোবিস্তার পূর্ব্বক পোলেনসিয়া নগরে শত্রুজয় করিলেন। আলেরিক পরাজিত হইলে তাহার পত্নী বন্দীস্বরূপে গৃহীতা হইল এবং করিন্থ ও আর্গস নগর হইতে যে২ মহামূল্য দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছিল সে সমস্ত হৃত হইল।

রোম নগরস্থ লোকেরা আলেরিকের আক্রমণ সংবাদে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে স্তিলিকোর জয় লাভের বৃত্তান্ত শুনিয়া হর্ষে পুলকিত হইল এবং হোনোরিয়স রাজাকে ঐ জয়োপলক্ষে প্রাচীন রাজধানীতে আসিয়া গথদিগের দমন হেতুক আনন্দোৎসব করিতে নিমন্ত্রণ করিল, পরে রাজার আগমন হইলে রোমের পূর্ব্বতন মাহাত্ম্যের উপযুক্ত ঘটা ও সমারোহ পূর্ব্বক নানা প্রকার কৌতুক বিস্তার করিল, আর ঐ রাজা খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও খড়্গধারি বন্দীদিগের রক্তারক্তি যুদ্ধ রহিত করিল না, কিন্তু ঐ সময়েই উক্ত নিষ্ঠুর ক্রীড়ার অবসান হয় কেননা যোদ্ধারা কাটাকাটি করিতেছিল ইতিমধ্যে তেলেমেকস নামক এস্যা খণ্ডস্থ উদাসীন এক ব্যক্তি প্রাণের ভয় না করিয়া সাহস পূর্ব্বক রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করত যোদ্ধারদিগকে পৃথক করিয়া দিতে লাগিল তাহাতে চতুর্দ্দিকস্থ দর্শকেরা আপনারদের আমোদের ব্যাঘাতে অত্যন্ত কুপিত হইয়া ঐ সাহসিক সন্ন্যাসির উপর প্রস্তর বৃষ্টি করিল, অতএব রক্তারক্তি নিবারণ করিতে গিয়া তাহার প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু হইলে পরে লোকেরা মনঃস্থৈর্য্য পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া তাহার জন্য বিলাপ করিতে লাগিল এবং তাহার সম্ভ্রমার্থে কনস্তান্তিন থিওদোসিয়স ও হোনোরিয়স রাজারদের ব্যবস্থা মান্য করত ঐ ঘৃণিত কৌতুকের প্রথা রহিত করিল।

অনন্তর আলেরিকের সৈন্যাপেক্ষা আরও অসভ্য এমত

অসংখ্য লোকে ইতালি আক্রমণ করিল অর্থাৎ বল্টিক সমুদ্র তীরস্থ বন্য জাতিরা রাদাগেসিয়সের শাসনে ভয়ানক রূপে দলবদ্ধ হইয়া নির্গত হইল, তাহারা পথি মধ্যে ভূরি২ জনপদ লুণ্ঠিত ও উচ্ছিন্ন করিয়া অবশেষে ফ্লোরেন্স নগর আক্রমণ করিল। স্তিলিকোর বুদ্ধি ও বিক্রমে পুনশ্চ রাজ্যের রক্ষা হইল, তিনি অসভ্যগণের অনেক লোককে বিনষ্ট করিয়া তাহারদিগকে পরাস্ত করিলেন এবং তাহারদিগের অধ্যক্ষকে বন্দীস্বরূপে ধরিয়া বধ করিলেন এবং মহা বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক দ্বিতীযবার "ইতালি রক্ষক" এই সম্ভ্রান্ত উপাধি প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত হইলেন। পরে অসভ্য জাতিরদের অবশিষ্ট লোকেরা আলেরিকের সৈন্যের সহিত মিলিয়া গালদেশ আক্রমণ করিতে গমন করিল।

যৎকালীন রাজ্যের মধ্যে বিদেশীয় শত্রুরা আক্রমণ করিতেছিল তৎকালে স্বদেশীয় লোকের বিদ্রোহিতা ও রাজকীয় কর্ম্মচারিদের খলতা হেতুক অন্যান্য গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, ব্রিটেন দেশস্থ সৈন্যেরা কনস্তানস্তিন নামক এক জন সামান্য সেনাকে রাজ্যাভিষিক্ত করাতে সে ব্যক্তি গথদিগের উপদ্রব সত্ত্বেও সাধ্যমতে নিজ শক্তি বিস্তার করণার্থে গাল দেশে আগমন করিল। পরে হোনোরিয়স রাজা ক্ষীণ বুদ্ধি প্রযুক্ত ওলিম্পিয়স নামক এক জন অধম মিত্রের কাপট্য কুহকে পতিত হইয়া আপনার ক্ষমতাপন্ন অমাত্য স্তিলিকো যিনি ইতালির রক্ষক ও অসভ্যদিগের ভয়স্থান ছিলেন তাঁহাকে বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, ঐ অধম মিত্র স্বয়ং স্তিলিকোর অনুগ্রহে উচ্চ পদস্থ হইয়াছিল তথাচ তাঁহার হিংসা ও অপবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল তাহাতে রাজাজ্ঞায় অতি অন্যায় পূর্ব্বক স্তিলিকোর প্রাণদণ্ড হয় আর তাঁহার মরণে রাজ্যের গৌরব সম্পূর্ণরূপে অবসন্ন হইল।

স্তিলিকোর মৃত্যু সংবাদে গথেরা সাহস পাইয়া পুনর্ব্বার ইতালিতে উপদ্রব করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং আলেরিক আসিয়া রোম নগর আক্রমণ করিল তৎকালে ঐ "অনশ্বর নগরে" এমত

বল ছিল না যে ঐ ভয়ানক শক্রর নিরাকরণ করে অতএব নগরীয় লোকেরা দুর্বল হইয়া নীচত্ব স্বীকার পূর্ব্বক আলেরিকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং তিনি যত অর্থ চাহিলেন তাহা দিয়া সন্তুষ্ট করত আপনারদের উদ্ধারের উপায় কবিল। সম্রাট তৎকালে রাবেনা নগরে বাস করিতেন তাহার অহঙ্কার ও নির্ব্বুদ্ধিতায় ঐ অসভ্য রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া পুনশ্চ প্রাচীন রাজধানীতে উপদ্রব করণার্থ যাত্রা করিল এবং নগরীয় ভীত লোকদিগের উপর শাসন করিতে আপনার মনোনীত এক রাজা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্থাপন করত রোমীয় মাহাত্ম্যের মহা অমর্য্যাদা করিল। কিন্তু ঐ অসভ্যজাতির আশ্রিত নৃপতিকে আপনার অশুভক্ষণে প্রাপ্ত রাজত্ব শীঘ্র ত্যাগ করিতে হইল। অপর হোনোরিয়সের গর্ব্ব ও আস্পর্দ্ধায় আলেরিক কুপিত হইয়া তৃতীয়বার রোম নগর আক্রমণ করিতে আসিল এবং এবারে কোন প্রকারে ক্ষান্ত না হইয়া সসৈন্যে নগর প্রবেশ করত নির্দ্দয়চিত্তে লুণ্ঠনাদি করিতে লাগিল তাহাতে তাহার সেনাগণ কেবল ধর্ম্মভয়ে আপনারদের আক্রোশ যৎকিঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়াছিল কেননা আলেরিক পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বন করাতে ধর্ম্মালয়ে ঈশ্বর সেবার পবিত্র পাত্র সমূহে হস্তার্পণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন তথাচ প্রজারদের যন্ত্রণার সীমা রহিল না, সৈন্যেরা উপদ্রব করণে প্রবৃত্ত হইয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা কাহারও প্রতি দয়া না করিয়া অকাতরে বলাৎকারাদি অত্যাচার করিতে লাগিল।

কিন্তু ঐ অসভ্য জাতিরা ইতালিতে বহুকাল ব্যাপিয়া উৎপাত করে নাই, তাহারা আল্‌পস্‌ পর্ব্বতের পারে যাত্রা করত গাল ও স্পেন একেবারে অধিকার করিল, এবং ঐ দেশ অধিকার করিয়াও কিয়ৎ কালের নিমিত্তে রাবেনা নগরস্থ রাজ সভার প্রাধান্য স্বীকার করিল পরন্তু তাহাতেই উক্ত প্রদেশ রাজ্য হইতে চির কালের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হইল।

হোনোরিয়সের কুৎসিত রাজত্ব কালে ব্রিটেন দেশও রাজ্য হইতে পৃথক হয় কেননা সম্রাট তথা হইতে ক্রমশ সমস্ত সৈন্য

স্থানান্তর করিয়া ঐ উপদ্বীপস্থ লোকদিগের প্রতি আপনারদের শাসন ও রক্ষা করণার্থ ভার দিয়া তাহাদিগকে স্বাধীন জাতি বলিয়া স্বীকার করিলেন।

তৃতীয় বালেন্তিনিয়ান।—অনন্তর হোনোরিয়সের মৃত্যু হইলে তাহার রাজত্বের শেষ হইল তাহাতে জান নামে এক জন রাজ্য হারক কিয়ৎ কালের জন্য গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছিল কিন্তু পরে কনস্তান্তিনোপলের রাজা আর্কেডিয়সের উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় থিওদোসিয়সের সম্মতিতে তৃতীয় বালেন্তিনিয়ান রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার শাসনে রোম দেশেব দুর্গতির কোন প্রকাবে হ্রাস হয় নাই, রাজত্ব প্রাপ্তির কালে তাঁহার বয়ঃক্রম ছয় বৎসর মাত্র ছিল একারণ তাঁহার জননী প্লেসিদিয়ার উপর রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহের ভার অর্পিত হইয়াছিল প্লেসিদিয়ার শাসনে ইশস ও বনিফেস নামে দুই ক্ষমতাপন্ন সেনাপতি ছিল, তাহারা রাজ্যের দুর্ভাগ্যক্রমে পরস্পর ঈর্ষা করিতে লাগিল পরে ইশসের খলতা প্রযুক্ত বনিফেস আফ্রিকার মধ্যে বিদ্রোহ করিয়া ক্রোধবশতঃ বান্দালদিগকে আপনার সাহায্যার্থ আহ্বান করিল অতএব ঐ অসভ্য জাতির রাজা জেনেসেরিক স্পেন হইতে পার হইয়া ঐ খণ্ডে উপনীত হইল। যদিও বনিফেস অবিবেচনা পূর্ব্বক এমত দুর্দ্দান্ত লোকদিগকে আহ্বান করিয়া পরে তজ্জন্য অনুতাপ করেন তথাপি তাহারদের হস্ত হইতে আফ্রিকার রক্ষা করিতে পারিলেন না।

ইশস এবং বনিফেস খলতা পূর্ব্বক পরস্পরের অনিষ্ট করিতে অনেক চেষ্টা করিয়া অবশেষে আপনং সৈন্য লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন তাহাতে বনিফেসের সেনা আপনারদের অধ্যক্ষের মরণানন্তর জয় প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর ইশস গাল দেশে হনদিগের রাজা আত্তিলার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া কৃতকার্য্য হওত আপনার নাম উজ্জ্বল করেন, রাজ্যের সমস্ত অসভ্য আক্রমণকারিরদের মধ্যে ঐ জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক ছিল। আত্তিলা গাল দেশের

পরাভব করণানন্তর ইতালি আক্রমণ করিয়া পথি মধ্যে সমস্ত গ্রাম ও নগর উচ্ছিন্ন করিতে লাগিল তাহাতে ইশস পুনশ্চ তাহার দমনার্থ সসজ্জ হইলেন কিন্তু সম্রাট ভীত হইয়া হোনোরিয়া নাম্নী রাজকুমারীকে ঐ অসভ্য শত্রুর সহিত বিবাহ দিয়া তাহার ক্রোধ শান্তি করিলেন।

ইশস গাল দেশে হুনদিগকে দমন করিয়া রাজ্যের যে অশেষ উপকার করিয়াছিলেন বালেন্তিনিয়ান রাজা তাহার বিপরীত প্রতিফল দিতে মানস করিয়া তাঁহাকে রাজদ্রোহি বলিয়া সন্দেহ করত স্বহস্তে বধ করিলেন, কিন্তু আপনি এমত কৃতঘ্নতার পর অধিক কাল বাঁচিতে পাইলেন না তিনি বিশ্বাস ঘাতকা পূর্ব্বক এক জন সেনেটরের পত্নীকে বলাৎকার করাতে তাহার স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া এমত ঘৃণিত অত্যাচারের পরিশোধ লইবার জন্য ঐ দুরাত্মাকে গোপনে বধ করিল।

মাক্সিমস।—উক্ত সেনেটরের নাম মাক্সিমস, তিনি বালেন্তিনিয়ানের মরণানন্তর রাজত্ব গ্রহণ করিলেন কিন্তু অনেক কাল ভোগ করিতে পারিলেন না, ইউদোক্সিয়া নাম্নী পূর্ব্ববর্ত্তি রাজার বিধবা ভার্য্যার উপর অত্যাচার করাতে সে মহিষী কুপিতা হইয়া বান্দালদিগকে ইতালিতে আসিতে নিমন্ত্রণ করিল, অতএব জেনেসেরিক আফ্রিকা হইতে ভয়ানক সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া রোম নগরে প্রবেশ করত লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ঐ অসভ্য নৃপতির আগমনে রোমীয় প্রজারা কলহ উপস্থিত করিয়া মাক্সিমসকে বধ করিল।

আবাইতস।—ইহার পরে আবাইতস নামে এক ব্যক্তি সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন কিন্তু রাজ্যের অসভ্য সহকারি সেনাগণের অধ্যক্ষ রিসিমর তাঁহাকে শীঘ্র পদচ্যুত করিয়া জুলিয়স মেজো-রিয়ন নামে আর এক জনকে সিংহাসনারূঢ় করে।

জুলিয়ন মেজোরিয়ন।—এই রাজার বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল

কিন্তু যিনি তাঁহাকে সিংহাসনোপবিষ্ট করেন তিনিই বিপক্ষ হইয়া পরে পদচ্যুত করিলেন।

লিবিয়স সিবিরস।—রিসিমর আপনি রাজা না হইয়াও তৎকালে বাস্তবিক সর্ব্বোপরি কর্ত্তৃত্ব করিতেন অতএব তাহার শাসনে লিবিয়স সিবিরস নামক এক ব্যক্তি রাজপদ প্রাপ্ত হইল, এব্যক্তির বিষয়ে রাজ্যাভিষেক ব্যতিরিক্ত আর কোন বৃত্তান্ত বর্ণিত হয় নাই।

অন্থিমিয়স।—সিবিরসের পর আন্থিমিয়স কনস্তান্তিনোপলের রাজসভার আনুকূল্যে রোমীয় রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তিনি অতি ক্ষমতাপন্ন ছিলেন, কিন্তু ভগ্নপ্রায় রাজ্যের রক্ষার্থ কোন উপায় করিতে না পারিয়া ববং আপনি রিসিমরের দ্বারা উত্থাপিত উপদ্রবে নষ্ট হইলেন।

ওলিবিয়স।—অনন্তর উক্ত উপদ্রবি সেনানী ওলিবিয়সকে সিংহাসনোপবিষ্ট করিলেন কিন্তু সে ব্যক্তি অভিষেকানন্তর শীঘ্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

গ্লাসিরিয়স।—পরে গ্লাসিরিয়স নামে এক জন সামান্য সেনা আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিল কিন্তু পূর্ব্ব খণ্ডের সম্রাট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত জুলিয়স নিপস তাহাকে শীঘ্র পদচ্যুত করিলেন।

জুলিয়স নিপস।—এই রাজা পূর্ব্বাঞ্চলীয় সম্রাটের আনুকূল্য পাইলেও অসভ্য সহকারিরদের সেনাপতি ওরেষ্টিসের আগমনে ভীত হইয়া রাজ্য ত্যাগ করত ঐ মহাবিপদ সংক্রান্ত প্রাধান্যে আপনাকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বর্জ্জিত করিলেন। তিনি রাজধানী হইতে পলায়ন করিলে ওরেষ্টিস আপনার পুত্র রমুলস অগস্তুলসকে রাজ পরিচ্ছদ প্রদান করিল।

রমুলস অগস্তুলস।—এই ব্যক্তি রোমের শেষ সম্রাট্, তাহার ক্ষমতা মাত্র ছিল না ও তাহার সময়ে রাজ্যের মধ্যে যে২ বিপদ ঘটে তিনি অতি যুবক প্রযুক্ত তাহার কোন প্রতীকার করিতে স্বয়ং সমর্থ হয়েন নাই সুতরাং তাহার পিতাই দেশের বাস্তবিক শাসন কর্ত্তা হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও যে২ লোকের আনুকূল্যে পূর্ব্ববর্ত্তিরাজাকে দূরীকৃত করিয়াছিলেন তাহারদের দমন ও শাসন করিতে পারেন নাই, ঐ অসভ্য লোকেরা কহিয়াছিল যে ইতালির মধ্যে যত ভূমি আছে তাহার তৃতীয়াংশ তাহারদিগকে দান করিতে হইবে ওরেষ্টিস তাহারদের কথায় সম্মত না হওয়াতে তাহারা বলদ্বারা আপনারদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কবিতে প্রতিজ্ঞা করিল। অতএব যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে ওরেষ্টিস পরাস্ত হইয়া অবিলম্বে হত হইলেন, এবং অসভ্য গণের অধ্যক্ষ ওদোএসর (খ্রীষ্টীয় ৪৭৬ বর্ষে) সিজরদিগের সিংহাসনে অরোহণ করিলেন। রমুলস অগস্তুলস রাজপরিচ্ছদে বঞ্চিত হইয়া অল্প বয়স্ক প্রযুক্ত জয়শালি নৃপতির করুণায় প্রাণে রক্ষা পাইলেন। ঐ ওদোএসর ইতালির প্রথম অসভ্যরাজ ছিলেন।

এই রূপে রোম নগর নির্ম্মাণের দ্বাদশ শত বৎসর পরে পশ্চিম রাজ্য চিরকালের নিমিত্ত বিনষ্ট হইল, কথিত আছে গণকেরা সিসিরোর কালে কহিযাছিলেন যে নগর নির্ম্মাণের পূর্ব্বে যে দ্বাদশ শকুনি রমুলসের দৃষ্টি গোচর হইয়াছিল তাহাতে রাজ্য দ্বাদশ শত বৎসর মাত্র বিদ্যমান থাকিবে ইহা চিহ্নিত হয়। কিন্তু রমুলস দ্বারা নির্ম্মিত নগরের যদিও রাজকীয় প্রাধান্য নষ্ট হইয়াছে বটে তথাপি তাহার খ্যাতি ও শক্তি অদ্য পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান আছে। রোম-দেশ অসভ্যগণের বশীভূত হইয়া পরে যে অবস্থা প্রাপ্ত হয় আধুনিক পুরাবৃত্তে তাহার প্রসঙ্গ করা যাইবে।—ইতি।

। সমাপ্তোয়ং কাণ্ডঃ।